উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৮ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 24 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 215

হাসিনার প্রত্যর্পণে দিল্লিকে চিঠি ঢাকার

দশের পাতায়

নতুন জীবনে পা রাখলেন সিন্ধু

এগারোর পাতায়

মেধাবী ছাত্রই সিরিয়াল কিলার

দাদা-বাবাকে নৃশংস খুন

সেপটিক ট্যাংক থেকে গোপাল রায়ের দেহ উদ্ধার করছে পুলিশ।

হাড়-হিম কাণ্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৩ ডিসেম্বর : অটো শংকর, চার্লস শোভরাজ, মহিন্দর সিং পান্ধের, রমন রাঘব। ভারতে 'সিরিয়াল কিলার'-দের তালিকায় ঠাঁই পাওয়া এই মানুষগুলির কীর্তি আজও আতঙ্ক ফিরিয়ে আনে। ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত এই মানুষগুলি একের পর এক খুন করে গিয়েছিল। আর অদ্ভুত বিষয় বলতে, তারা যে হাড়-হিম করা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা ধরা পড়ার আগে বহুদিন জানা যায়নি। কোচবিহার শহর সংলগ্ন ডাওয়াগুড়ির বাসিন্দা প্রণবকুমার বৈশ্যের ক্ষেত্রেও একইরকম ঘটনা ঘটল। তবে 'ছোট' এক ভুলেই সে ধরা পড়ল।

তার বিরুদ্ধে দাদাকে খুন করে সেপটিক ট্যাংকে ঢুকিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। এরপর বাবাকে খুন করে দেহ কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে ঘরের শোকেসে রেখে দেওয়া। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। আরও আছে। গত অক্টোবরে প্রণবের মা ও পিসি দিনকয়েকের ব্যবধানে রহস্যজনকভাবে মারা যান। তাঁদের মৃত্যুতেও প্রণবের হাত রয়েছে কি না তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। অভিযুক্ত তরুণ ফেরার। পুলিশ তার খোঁজে হন্যে হয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বললেন, 'সোমবার প্রণবকুমার বৈশ্যের বাবা বিজয়কুমার বৈশ্য (৬৫) ও পিসতুতো দাদা গোপাল রায়ের (৪৫) দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।' এছাড়া কিছু সামগ্রী ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

ছেলে প্রণবকে নিয়ে বিজয় ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়ায় থাকতেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। এদিন সকালে ওই বাড়িতে মাছ দিতে গিয়ে এক ব্যক্তি দেখতে পান বারান্দায় একটি চিঠি পড়ে রয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

পাশ-ফেল ফিরছে পঞ্চম থেকে অষ্টমে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : পাশ না করলে আর পরের ক্লাসে ওঠার সুযোগ নেই। আপাতত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি তো বটেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ওই ক্লাসগুলির জন্য পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনল। তবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, এই প্রথা এই রাজ্যে চালুই রয়েছে। যদিও মন্ত্রীর দাবি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একাধিক স্কুল শিক্ষক জানিয়েছেন, রাজ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টমে পাশ-ফেল নেই।

শিক্ষামন্ত্রকের সিদ্ধান্ত

- প্রথমবার ফেল করলে দু'মাসের মধ্যে আবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ
- দ্বিতীয়বারেও ফেল করলে পরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হবে না পড়ুয়া
- স্কুল থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়াও যাবে না

ব্রাত্য বলেন, '২০১৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তর এই নীতি কার্যকর করেছিল। কেন্দ্র যে মূল্যায়নের কথা বলেছে, তার চেয়ে আমাদের প্রক্রিয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।'

সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, ফেল করলেও কোনও পড়ুয়াকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না। বরং ফলাফল প্রকাশের দু'মাসের মধ্যে সেই পড়ুয়াকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

দ্বিতীয়বারও পাশ করতে না পারলে পরের ক্লাসে প্রোমোশন দেওয়া হবে না সেই পড়ুয়াকে। তবে তাকে স্কুল থেকে সরিয়েও দেওয়া যাবে না।

এরপর আটের পাতায়

চলো ছুঁয়ে ফেলি কাঞ্চনজঙ্ঘা

পর্যটক নিয়ে দার্জিলিংয়ের পথে ছুটছে টয়ট্রেন। সোমবার তিনধারিয়ায় সূত্রধরের ক্যামেরায়।

তরুণীকে পিটুনি

চোর সন্দেহে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে হেনস্তা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : স্রেফ মোবাইল চুরির সন্দেহ। আর তার বশেই ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পেটানো হল তরুণীকে। কোনও অজপাড়াগাঁয়ে নয়, ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে শহর শিলিগুড়িতে। আশ্চর্যের বিষয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই ঘটনাটা দেখলেও সেই অর্থে কেউ প্রতিবাদ করেননি। বরং মোবাইলে ভিডিও করতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। আইনকানুন থাকতেও কেন নীতিপুলিশি, সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি কারও কাছেই।

শিলিগুড়ি জংশন পেরিয়ে পাতি কলোনি যাওয়ার রাস্তায় রয়েছে গেটবাজার মোড়। সেখানেই সোমবার বিকেলে একদল মানুষের জটলা। মুহুর্মুহু উঠছে 'চোর, চোর' স্লোগান। ঘটনাটা কী- বুঝতে একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, বছর তিরিশের এক তরুণীকে বেঁধে রাখা হয়েছে ল্যাম্পপোস্টে। স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে নাগাড়ে থাপ্পড় মেরে চলেছেন। সেই দেখে এগিয়ে এসে আরও অনেকেই মারতে শুরু করলেন। কয়েকজন মহিলা বিপদ

বুঝে 'ছেড়ে দে' বলে চিৎকার করলেও তাতে কর্ণপাত করেনি এলাকার মাতব্বররা। ঘটনার খবর পেয়ে খানিকক্ষণের মধ্যে সেখানে এসে পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। তরুণীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। কিন্তু কোনওপক্ষই অভিযোগ দায়ের না করায় পরে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারও তরফেই অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।' কিন্তু প্রকাশ্যে মারধর করা হলেও পুলিশ কেন সুয়োমোটো মামলা দায়ের করল না, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘটনার সূত্রপাত একটি মোবাইলের দোকানে। ওই দোকান মালিকের অভিযোগ, তরুণী দোকানে থাকা মোবাইলগুলির দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন। মোবাইল চুরি করতে পারে, সেই সন্দেহেই তাঁকে ধরা হয়। এরপর ওই দোকানদার ও স্থানীয়রা তরুণীকে ল্যাম্পপোস্টে বাঁধেন। শুরু হয় গণপিটুনি।

তরুণীর দাবি, তিনি মোবাইলে রিচার্জ করতে ওই দোকানে গিয়েছিলেন। হঠাৎ 'চোর', 'চোর' বলে তাঁকে মারা শুরু হয়। তাঁর মোবাইল ফোনও ভেঙে ফেলেছে স্থানীয়দের একাংশ।

এরপর আটের পাতায়

গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে ঘুষ পুলিশের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন সনৎকুমার সাহা। সেই ঘটনায় এবার বিতর্কে জড়াল আশিঘর ফাঁড়ি। মামলা ও গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে তরুণের থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল ফাঁড়ির এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে। সোমবার মৃত তরুণের পরিবারের তরফে সেই পুলিশ আধিকারিকের ফোন নম্বর সহ কিছু কল রেকর্ড তুলে ধরা হয়েছে। যদিও সেগুলির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। পরিবারের দাবি, টাকার চাপেই আত্মঘাতী হয়েছেন তরুণ।

ঘটনায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়।

বিতর্কে আশিঘর ফাঁড়ি

ওই এএসআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে সেই কাগজ মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানোর জন্য পরিবারটিকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। শিখার বক্তব্য, 'পুলিশের কিছুটা অন্তত লজ্জা থাকা উচিত। সারা রাজ্যেই পুলিশ তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল ও পুলিশ মিলেমিশে সাধারণ মানুষের থেকে টাকা তুলছে। আমি এখন কলকাতায় রয়েছি। ফিরে গিয়ে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ফাঁড়ি ঘেরাও করে এই অন্যায়ের বিচার চাইব।'

দিনদুয়েক আগেও আশিঘর ফাঁড়ির এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তদন্ত চালাতে পাঁচ হাজার টাকা লাগবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এক তরুণকে। তারও আগে এক তরুণকে মোটরবাইক 'চোরাই' বলে হেনস্তা করার পাশাপাশি টাকা

এরপর আটের পাতায়

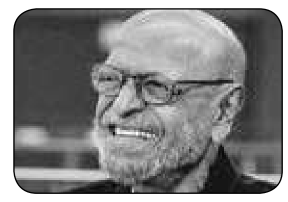

বিদায় বেনেগল

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর : ঠিক নয় দিন আগেই ছিল তাঁর নব্বইতম জন্মদিন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমি, কুলভূষণ খারবান্দা, রঞ্জিত কাপুর, দিব্যা দত্তরা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল গত কয়েকদিন।

যিনি এই ছবির মধ্যমণি, সেই শ্যাম বেনেগল মুম্বইয়ে প্রয়াত হলেন সোমবার সন্ধ্যায়। ভারতীয় ছবির নতুন দিগন্তের এই দিশারি ভুগছিলেন কিডনির অসুখে।

বাঙালি নন, তবু মুম্বইয়ে তাঁকে সবাই ডাকতেন শ্যামবাবু বলে। বারবার বলতেন, সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রধান প্রেরণা। শ্যামের পরিচালনায় একটা সময় এমন সব ছবি বেরিয়েছে, যা ভারতীয় ছবির ইতিহাসে মাইলফলক। 'মন্থন', 'অঙ্কুর', 'ভূমিকা', 'জুনুন', 'মান্ডি', 'নিশান্ত', 'সূরজ কা সাতওয়া ঘোড়া', 'মাম্মো' এবং 'সরদারি বেগম'। স্মিতা পাতিল এবং শাবানা আজমি, দুই অভিনেত্রীর প্রতিভা অন্য মাত্রা পায় বেনেগলের পরিচালনাতেই।

বয়স বেড়েছে, তবু কাজ করে গিয়েছেন তিনি। নেতাজিকে নিয়ে যে ছবি করেছেন, তা অন্যরকম দিগন্ত খুলে দেয় ভারতীয় ছবিতে। গত বছর বেছে নিয়েছিলেন মুজিবুর রহমানকে। 'মুজিব : দ্য মেকিং অফ আ নেশন' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেন। যেখানে অভিনয় করেছিলেন ভারত-বাংলাদেশের একাধিক অভিনেতা।

২০০১ সালে তিনি করিশমা কাপুর, রেখাকে নিয়ে তৈরি করেছিলেন 'জুবেদা'।

এরপর আটের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **HOWRAH** Ph: 9311536013. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK

Head Office : Shib Bari Road : Coochbehar : West Bengal
Phone : (03582) 229301-305 **Website : www.ubkgb.org**

This is to inform the general public that the following property is available for sale. Any individual or entity having any interest to purchase the said property is requested to contact Mr. Bhaskar Bhattacharjee, Regional Manager, Coochbehar Regional Office, Mob No: 7872138000.

Description of the property : All that piece & parcel of the plot of the land measuring 0.99 acres situated at mouza Garanta, Post-Brahmattarchatra, P.S- Sitai, District- Coochbehar, JL NO-12 appertaining LR Khatian No- 307 bearing LR Plot Nos-258,367, 368, 370 & 381, which is butted & bounded by North Md. Abeg Ali & Masjid, South-Land of vendors, East- 12"00 feet wide metal road, West-Inrahim (Deed of sale registered on 08.07.2008 being deed no 587 for the year 2008). Borrower's Name : SILPA (Sitai Illiteracy and poverty Alleviation Association)

Place : Coochbehar
Date : 24.12.2024
Authorized Officer
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

পরিশিষ্ট - IV
[রুল ৮ (১) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে,
নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ার সুবাদে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সেকশন ১৩(১২) দ্বারা পঠিত সঙ্গে রুল ৩-এর ক্ষমতাবলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ দ্বারা ১৯.১০.২০২৪ তারিখের হিসেবে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে। যেখানে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স নন্দলাল আগরওয়ালা, অংশীদার ললিত আগরওয়ালা এবং শ্রীমতী রেখা আগরওয়ালাকে** ডাকা হয়েছে নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য টাঃ ৪,৬৭,৬৭,৯৮৪.০৭ (টাকা চার কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত চুরাশি এবং সাত পয়সা মাত্র) সঙ্গে মূল সুদ নোটিশে উল্লেখিত রসিদ জারি হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার উদ্দেশ্যে।
ঋণগ্রহীতা/অথবা জামিনদার যদি অর্থমূল্য শোধ করতে ব্যর্থ হন তবে, ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করা হচ্ছে যেখানে নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটি সেকশন ১৩ অ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত সাব সেকশন (৪) দ্বারা পঠিত সঙ্গে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট ২০০২-এর রুল ৮-এর ক্ষমতাবলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ২১তম দিনে দখল নিয়ে নেওয়া হবে।
তাই, নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা এবং/জামিনদার এবং সমস্ত জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে, কোনওভাবেই এই সম্পত্তিটি ব্যবহার যাতে না করে, যদি কেউ এই সম্পত্তিটিকে ব্যবহার করে ফেলেন তবে এই সম্পত্তিটির উপর ধার্যিত অর্থমূল্য টাঃ ৪,৬৭,৬৭,৯৮৪.০৭ এবং সুদের উপর ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, রায়গঞ্জ শাখার দ্বারা আরও চার্জ ধার্য করা হবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন ৮-এর দ্বারা সুরক্ষিত সম্পত্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুক্ত করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা ঃ

সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জমির উপর অবস্থিত বিল্ডিং যেটি দোতলা বাণিজ্যিক সঙ্গে বসবাসযোগ্য, মৌজা- মোহনবাটি, পোস্ট এবং থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১৩৪, জে.এল নং- ১৫১, খতিয়ান নং- এল.আর ১১২৮০, প্লট নং- এল আর ৭৯০ এবং ৭৯০/৮৭০, ১৫.০০ ডেসিমেল পরিমাপের এলাকায়, শ্রেণিবিভাগ- দোকান এবং বাস্তু শ্রী ললিত আগরওয়ালার স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত।	**সীমানা ঃ** উত্তর ঃ ভোলা পালের জমি; দক্ষিণ ঃ বিদ্যানন্দ ঝা এবং অন্যান্য; পূর্ব ঃ এন.এস রোড; পশ্চিম ঃ ডাল চাঁদ সোমানি

তারিখ ঃ ২১.১২.২০২৪
স্থান ঃ রায়গঞ্জ
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

জীবন বাঁচিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৩ ডিসেম্বর : নিজের জীবনের পরোয়া না করে মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন দমকল আধিকারিক প্রদীপ সরকার। বর্তমানে দমকলের ওই আধিকারিক কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের দমকল বিভাগের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রদীপের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়ার খবরে দুই জেলার দমকলকর্মীদের মধ্যে বড়দিনের আগাম উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দমকল বিভাগে দেশের সবচেয়ে বড় এই পুরস্কার একমাত্র প্রদীপকে দেওয়া হয়েছে। গোটা রাজ্যে দমকল বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছেন ১২ জন দমকল আধিকারিক। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রদীপ বলেন, '২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারির কথা কোনওদিনও ভুলব না। জানি না, আমি এই পুরস্কারের যোগ্য কি না। তবে এই পুরস্কার আমার একার নয়। এই পুরস্কার দমকলকর্মীদের। অন্য যেসব উদ্ধারকারী দল সেদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিল, এই পুরস্কার তাঁদেরও।'

২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারির কথা কোনওদিনও ভুলব না। জানি না, আমি এই পুরস্কারের যোগ্য কি না। তবে এই পুরস্কার আমার একার নয়। এই পুরস্কার দমকলকর্মীদের। অন্য যেসব উদ্ধারকারী দল সেদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিল, এই পুরস্কার তাদেরও।
-প্রদীপ সরকার

ঘটনাটি ২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারির। গুয়াহাটি-বিকানের সুপারফাস্ট ট্রেনটি তখন ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে দোমোহনিতে। আচমকাই দ্রুতগামী ওই ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মুহূর্তে যাত্রীবাহী ওই ট্রেনটির কয়েকটি কামরা লন্ডভন্ড হয়ে একে অপরের ওপর উঠে পড়ে। মৃত্যু হয় নয়জনের। ৫০ জনেরও বেশি মানুষ গুরুতর জখম হয়েছেন।

সেসময় দমকলের ওই আধিকারিক প্রদীপ সরকার জলপাইগুড়ির দায়িত্বে ছিলেন। ঘটনার পরে দমকলকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তিনি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটি থেকে মানুষজনের আর্তনাদ ভেসে আসছিল। আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে তখনও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। সেসময় হাতেগোনা কয়েকজন দমকলকর্মীকে নিয়ে উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রদীপ। ওই অন্ধকারেই স্থানীয়দের সঙ্গে মিলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেন থেকে একের পর এক যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে আনেন। টানা তিনদিন ওই ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যান্য উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে কয়েকশো মানুষকে উদ্ধার করে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দমকল আধিকারিকের সেই বীরত্বের কথা পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লির কানেও। এবার মিলল চরম স্বীকৃতি।

১৯৯৭ সালে দমকল বিভাগে একজন সাব-অফিসার হিসেবে কাজে যোগদান করেন প্রদীপ সরকার। এরপরে তিনি আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রের স্টেশন অফিসার পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি দুই জেলার দায়িত্বে রয়েছেন।

গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ থাকায় ছুটিতে ছিলেন প্রদীপ। তাই দিল্লিতে পুরস্কার নিতে যেতে পারেননি। সোমবার থেকে ফের কাজে যোগ দিয়েছেন। তবে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের পদক এবং শংসাপত্র কোচবিহারে প্রদীপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভিডিও এডিটর
অ্যাডব প্রিমিয়ার, আফটার এফেক্টস, ফোটোশপ জানা আবশ্যিক। নিউজ ভিডিও সম্পাদনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলে সেই প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক।
কর্মস্থল শিলিগুড়ি।
২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আবেদনপত্র মেল করতে পারেন : ubs.torchbearer@gmail.com

কর্মখালি
রেস্টুরেন্টে বাসন ধোয়া-মাজার, ঘর পরিষ্কারের জন্য ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন- 8000/-, M : 9832543559. (C/113974)
•
Holy Cross School, Balaigach, Rajganj require History & Pol Schence Teacher, Expected qualification - MA, B.Ed (Hons. in History & Pol Sci.). Contact : 9102557393, 9474668891. (C/114247)
•
Accountant, Sales Executive, Customer Relationship Executive, HR Executive, Construction Material based Company, Call/ WhatsApp : 8653999520, recruitment. siliguri03@gmail.com, Location : Matigara, Siliguri. (C/113975)

অ্যাফিডেভিট
আমি শ্রেষ্ঠা দত্ত, পিতা Late সৌমিত্র দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র রোড, শিলিগুড়ি, গত 4/12/24 তারিখে শিলিগুড়ি LD E.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Shreshtha Dutta এবং Shibanjali Dutta এবং Shreshtha Dutta @ Shibanjali Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/114246)
•
সমস্ত সিভিল ডকুমেন্টে আমার স্ত্রী নাম মুদ্রিত আছে Mumtaj Begum এবং জন্ম তারিখ 15.03.1966. কিন্তু ভুলবশত Army ASC রেকর্ডে তার নাম মুদ্রিত আছে Mamtaj Begum, জন্ম তারিখ 10.01.1965. গত 16.12.24 তারিখে ইসলামপুর নটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে তার আসল নাম Mumtaj Begum এবং জন্ম তারিখ 15.03.1966 করা হলো। উল্লেখ্য, Mumtaj Begum এবং Mamtaj Begum একজনেরই নাম। এবং 15.03.1966 এবং 10.01.1965 এই দুটিই তারই জন্ম তারিখ। - Habibur Rahaman. (S/N)
•
আমি শাওলী দে মিত্র, স্বামী শ্রী জয়ন্ত কুমার দে, ঠিকানা - দঃ পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্ট-এর Affidavit দ্বারা শাওলী দে নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 23782, Dated 23/12/2024 শাওলী দে মিত্র ও শাওলী দে একই ব্যক্তি। (C/113645)

পেঁয়াজে অনুদান-ভরতুকি উদ্যান পালন দপ্তরের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শাকসবজির অগ্নিমূল্য কমাতে রাজ্যের প্রায় সব বাজারে অভিযানে নেমেছিল টাস্ক ফোর্স। তারপর সাময়িকভাবে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। পেঁয়াজও বাদ যায়নি। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য পেঁয়াজের কেজিপ্রতি দাম ৮০ বা ৯০ টাকা থেকে নামিয়ে আনতে পারেনি টাস্ক ফোর্স। এবার পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চাষিদের পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল উদ্যান পালন দপ্তর।

প্রথমে চাষিদের সরকারি তরফে অনুদান দেওয়া হবে। তারপর পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে বিশেষ সরকারি ভরতুকির প্রকল্প চালু করেছে। সংরক্ষণ প্রকল্পের মোট খরচের অর্ধেক টাকা সরকারি ভরতুকি হিসেবে দেওয়ার ঘোষণা করল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় এই সুবিধা দেবে উদ্যান পালন দপ্তর।

জেলার উদ্যান পালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, 'পেঁয়াজ চাষে একজন চাষিকে প্রতি বিঘা চাষের জন্য ৪০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ তিন বিঘা পর্যন্ত এই সুবিধা মিলবে। তাছাড়া পেঁয়াজ চাষ করার পর পেঁয়াজ সংরক্ষণ প্রকল্পেও খরচের অর্ধেক সরকারি ভরতুকি মিলবে।'

তিনি জানান, মার্চ-এপ্রিলে জমি থেকে পেঁয়াজ ওঠে। তারপর মে থেকে জুলাই পর্যন্ত সেটাকে সংরক্ষণ করে বাজারে সেই পেঁয়াজ আনলে চাষিরাও ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন। তেমনি চড়া দামে পেঁয়াজ বিক্রির প্রবণতাও কমবে। বিগত দুই-তিনমাস ধরে পেঁয়াজের কেজিপ্রতি দাম ছিল ঊর্ধ্বমুখী। টাস্ক ফোর্স অনেকবার বাজারে অভিযান করে সাময়িক সময়ের জন্য কিছুটা দাম নিয়ন্ত্রণ করলেও দীর্ঘসময়ের জন্য পেঁয়াজের দাম নামেনি। তবে গত কয়েকদিন ধরে ভিনরাজ্যের পেঁয়াজ আসায় তা এখন ৪৯-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

পেঁয়াজ চাষে প্রতি বিঘা চাষের জন্য ৪০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ তিন বিঘা পর্যন্ত এই সুবিধা মিলবে। পেঁয়াজ চাষ করার পর সংরক্ষণ প্রকল্পেও খরচের অর্ধেক সরকারি ভরতুকি মিলবে।
-খুরশিদ আলম *সহকারী অধিকর্তা জেলা উদ্যান পালন দপ্তর*

বাঁশের তৈরি সংরক্ষণকেন্দ্র তৈরিতে মোট খরচ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। যার মধ্যে সরকারি ভরতুকি মিলবে ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। ২৫ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন পেঁয়াজ সংরক্ষণকেন্দ্র করার ওপর জোর দিয়েছে কেন্দ্র। বিঘাপ্রতি পেঁয়াজ চাষে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ৩৫০ হেক্টর জমিতে বিঘাপ্রতি ৪ হাজার টাকা করে সুবিধা পাবেন চাষিরা। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার সময় চাষির যে পরিমাণ খরচ হবে, সেটার অর্ধেক ভরতুকি সরকারি তরফে মিলবে। প্রকল্পের সুবিধা পেতে বিডিও অফিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

নাটাবাড়ি বাজারে সবজি বিক্রি করছেন রমণী।

সংবাদকর্মীর পিতৃবিয়োগ

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী পম্পা সাহার বাবা নির্মল সাহা (৬১) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোমবার সকালে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে পরলোকগমন করেন। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, এক কন্যা ও নাতনিকে।

কর্মখালি
শিলিগুড়িতে লজের জন্য অভিজ্ঞ রুমবয় চাই। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন। 9647161240. (C/113977)
•
শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য 20 জন গার্ড চাই। কোনও ডোনেশন লাগবে না। বেতন 11,500/-+(PF, ESI). M : 8293719888. (C/113976)

অ্যাফিডেভিট
আমার কন্যার জন্ম সংশাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 20.12.2024 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Mobarak Ali, S/o Lt. Fajlul Haque এবং Mobarak Hussain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/113644)
•
আমার রেশন কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 23-12-2024 তারিখে নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি থেকে অ্যাফিডেভিট বলে Tagar Guha Kar এবং Rina Guha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/113646)

সবজি বিক্রেতার বিনা বেতনে কোচিং সেন্টার

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : কয়েক বছর আগে বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। সেই শোকে অসুস্থ হয়ে মা শয্যাশায়ী। তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে। এরই মাঝে সমাজে শিক্ষার আলো ছড়াতে বিনা পয়সায় পড়ান গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের। একইসঙ্গে জীবনযুদ্ধে লড়াই চালাতে ভোর থেকে বাজারে বসে যান সবজি বিক্রি করতে। তার আগে পাইকারি বাজার থেকে খরিদ করেন টাটকা সবজি। এটাই তাঁর বারোমাস্যা। তিনি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রমণী সরকার। ২০১৪ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এমএ পাশ করেন। ২০১৭-তে বিএড সম্পূর্ণ হয়। ২০১৮-২০২০ সাল অবধি নকশালবাড়ির এক বেসরকারি স্কুলে চাকরি করেছেন। মায়ের যত্নআত্তির জন্য চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসেন। মাঝে আপার প্রাইমারি পরীক্ষায় পাশ করলেও বিএড না থাকায় সুযোগ হাতছাড়া হয়। তিনি এখন তুফানগঞ্জে ডিএড নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। গত আট মাস ধরে তাঁকে নাটাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড বাজারে সবজি বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে।

বাবা-মায়ের চিকিৎসায় সব সম্বল প্রায় শেষ। এখনও কিছু জমি বন্ধকি রয়েছে, টাকার অভাবে ছাড়াতে পারছেন না। পরিবারে রয়েছে শয্যাশায়ী মা, দাদা, বৌদি আর ভাইপো। আপাতত দু'ভাই মিলে সবজির দোকান সামলাচ্ছেন। রোজ ভোর সাড়ে তিনটায় তুফানগঞ্জে যেতে হয় রমণীকে। দেরিতে গেলে পাইকারি বাজারে ভালো মানের টাটকা সবজি মেলে না। আর ভালো সবজি না কিনতে পারলে বিক্রিও মার খাবে। তাই, দৈনিক ভোর থেকে শুরু হয়ে যায় রমণীর জীবন যুদ্ধ।

দুপুর অবধি সবজি বিক্রি করে বাড়ি ফিরে চলে শয্যাশায়ী মায়ের সেবাযত্ন। এরই ফাঁকে স্নানাহার সেরে পাড়ার গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে তাঁর বিনা বেতনের টিউশনি সেন্টার। নিজে গরিব বলেই গরিব পরিবারের সন্তান হওয়ায় অর্থ তাঁর অজানা নয়। উচ্চশিক্ষিত রমণীর স্বপ্ন এমফিল করার। কিন্তু বাধা অর্থ। শিক্ষাকে জীবনভর চর্চায় রাখতেই বিনা বেতনে পড়ানোর সিদ্ধান্ত। বিএড করার সময় থেকেই রমণী জলপাইগুড়িতে সংস্কৃত ভাষার সংযোজক ও প্রচারক ছিলেন বলে জানান। এখন তিনি কোচবিহারের সংস্কৃত ভাষার প্রচারক হিসাবে কাজ করছেন।

রমণীর কথায়, 'অসুস্থ মায়ের সেবা-শুশ্রূষা ও সংসারের হাল ধরতে সবজি ব্যবসাকেই বেছে নিয়েছি। তবে প্রতিযোগিতার বাজারে ট্যাঁকে জোর না থাকায় ব্যবসায় কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু হাল ছাড়িনি। এরই মধ্যে বিনা বেতনে ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে সমাজে শিক্ষার আলো ছড়ানোর চেষ্টা করছি। চলছে সরকারি চাকরির চেষ্টাও। দেখা যাক, শেষ অবধি রমণীর কপালে শিকে ছেড়ে কি না!

কাটিহার ডিভিশনে সার্বিক এএমসি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/আরটি০৯_২০২৪/কে/১০৬১, তারিখ: ১৮-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং.: আরটি০৯_২০২৪; কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে ০৩ বছরের জন্য উৎপত্তি থেকে গন্তব্য এবং ফেরার পথে এসকর্টিং এবং ডিজি সেট পরিচালনা সহ পাওয়ার কারগুলিতে ডিজেল ইঞ্জিন এবং এর অল্টারনেটরের নির্ধারিত সময় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মীদের তৈরি ৫০০ কেভিএ ডিজি জেনারেটর সেটের সার্বিক এএমসি। টেন্ডার মূল্য: ১২,৩৪,২৫,৭২০.২২/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭,৬৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১০-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
সিনিয়র ডিইই (জি এবং সিএইজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

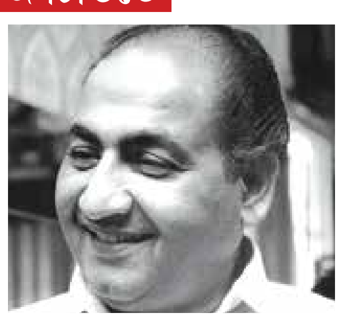

কিংবদন্তি গায়ক মহম্মদ রফির শততম জন্মদিনে তাঁর গাওয়া গান শোনাবেন অরফিন রানা। **দ্য গুড মর্নিং আকাশ** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধে ৭.৩০ মানিক, রাত ১০.৩০ ঘরজামাই
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৩০ স্বামীর ঘর, সন্ধে ৭.৩০ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.৩০ টাইগার
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ গীতসঙ্গীত, ২.৩০ মায়া মমতা, বিকেল ৫.০০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ১২.০০ আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মা ভবনী মা আমার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কন্যাদান
জি সিনেমা : দুপুর ১২.১৮ মঙ্গলাভরম, বিকেল ৩.০২ ছত্রপতি, ৫.০৫ দ্য রিয়াল টাইগার, সন্ধে ৭.৫৫ ওএমজি- ও মানচি ঘোস্ট, রাত ১০.০৪ ধমাল
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪১ খট্টা মিঠা, বিকেল ৪.৪৫ খিলাড়ি,সন্ধে ৭.৩০ হলিডে - আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৩১ অপহরণ
কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.৫২ দিল বিল পেয়ার ভেয়ার, দুপুর ২.৫৭ ওয়াদা রহা, বিকেল ৫.১৪ হম তুমহারে হ্যায় সনম, রাত ৮.৫১ লভ আজ কল, ১১.২৮ ডিয়ার জিন্দেগি
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.২৪ বিরাসত, দুপুর ২.০৪ ঈশ্বর, বিকেল ৪.৫৩ জীবন এক সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.৫৫ অন্দাজ, রাত ১০.৫০ অ্যানাকোন্ডা (হিন্দি ভার্সন)
সোনি পিক্স : বেলা ১১.৫৮ ২১ ব্রিজেস, দুপুর ১.৩৯ অলিম্পাস হ্যাজ ফলেন, বিকেল ৩.৩৭ ভেনম, ৫.১৪ মেকানিক সন্ধে ৬.৫৪ জাস্টিস লিগ, রাত ৯.০০ ম্যাড ম্যাক্স- ফিউরি রোড

মানিক সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

খট্টা মিঠা দুপুর ১.৪১ অ্যান্ড পিকচার্স

ম্যাড ম্যাক্স-ফিউরি রোড রাত ৯.০০ সোনি পিক্স

স্টোরিজ ফ্রম দ্য ওয়াইল্ড বিকেল ৫.০০ সোনি বিবিসি আর্থ

স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে পড়ুয়াদের পুরস্কার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : নিয়মিত স্কুলে আসায় উৎসাহ দিতে চলতি বছরও কয়েকজন পড়ুয়াকে পুরস্কার দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন পদক্ষেপে খুশি অভিভাবকরাও। সোমবার চলতি বছরের প্রথম থেকে শুরু করে ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত হিসেব ধরে নিয়মিত স্কুলে আসার হিসেব কষা হয়। তাতে দেখা যায় চলতি বছর ২০৯ দিন স্কুল হয়েছে। আর ২০৯ দিনই উপস্থিত থাকা চারজনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণির তরী রায়, তৃতীয় শ্রেণির ঋষিতা রায়, পঞ্চম শ্রেণির রাজবীর ও তন্ময় রায় পুরস্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে তরী, ঋষিতা ও রাজবীর পরপর তিনবার এই পুরস্কার পেয়েছে। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার দেখে বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এছাড়াও পাঁচজনকে ২০৫, ২০৭ দিন করে উপস্থিত থাকার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ জয় বসাকের কথায়, 'আগে এমনি নামেই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ২০২৩ সালে স্কুলের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তারপর থেকে ওই শিশুর স্মরণে তার নামে এই পুরস্কার রাখা হয়।'

পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

অভিভাবক পুষ্প রায় বলেন, 'সন্তানের পড়াশোনার জন্যে বিশেষ বাইরেও কোথাও যাওয়া হয় না। কোথাও গেলেও রাতে ফিরে আসি আমরা। স্কুলের কথা এবং পড়াশোনার কথা ভেবেই বাইরে গেলেও তাড়াতাড়ি চলে আসা হয়।'

এদিকে জয় বসাকের সংযোজন, 'জ্বর, সর্দি সহ একাধিক কারণে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পর পড়ুয়ার উপস্থিতি অনেকটাই কমে যায়। এই পুরস্কার পেয়ে আগামীতে অন্য পড়ুয়ারাও ১০০ শতাংশ স্কুলে উপস্থিতির ক্ষেত্রে অনেকটাই উৎসাহ পাবে।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কিংবা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে বিতর্ক। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। **বৃষ :** ব্যবসার কাছে দূরে যেতে হতে পারে। পেটের অসুখে সমস্যা। প্রেমে শুভ। **মিথুন :** অন্য কোনও ব্যবসা নিয়ে পরিকল্পনা। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। **কর্কট :** চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের পক্ষে আজ শুভ। শিল্পীরা সম্মানিত হতে পারেন। **সিংহ :** প্রেমের সঙ্গীর কাছে নিজের ভুল আজ স্বীকার করলে সমস্যা দূর হবে। দাদার সঙ্গে মতবিরোধ। **কন্যা :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। মেয়ের চাকরি প্রাপ্তির খরচে স্বস্তি। **তুলা :** বিকল্প আয়ের পথ খুলতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক খরচ বাড়বে। **বৃশ্চিক :** শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে দামি উপহার পেতে পারেন। **ধনু :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। নিজের চেষ্টায় আজ ব্যবসায় নতুন কিছু করতে পেরে আনন্দ। **মকর :** কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। **কুম্ভ :** অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। মেয়ের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। **মীন :** আজ নতুন সম্পর্কে জড়াতে পারেন। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৮ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৩ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ৮ পুহ, সংবৎ ৯ পৌষ বদি, ২১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৪।৫৪। মঙ্গলবার, নবমী রাত্রি ৭।৩৭। হস্তানক্ষত্র দিবা ১২।৪৩। শোভনযোগ রাত্রি ৯।৫৪। তৈতিলকরণ প্রাতঃ ৬।৩৩ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৩৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।৪৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ২।১৮ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৭।৩৭ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৭।৪০ গতে ৮।৫৯ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৪ গতে ৮।১৫ মধ্যে। যাত্রা নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৭।৩৭ গতে ৯।৫৪ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১২।১৮ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সোনায় মোড়া
বড়দিন,
জমিয়ে হবে শপিং!
২০ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹৩০০+₹৭৫* ছাড়! (মজুরিতে)
গ্রহরত্নে ১০%** ছাড়!
হিরের গয়নায় ৫০%# পর্যন্ত ছাড়! (মজুরিতে)
কস্টিউম গয়নায় ২০%* পর্যন্ত ছাড়!
প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার!
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট ১০% ছাড়!
২০,০০০ টাকার কেনাকাটায় পান ৫০০ টাকার গিফ্ট ভাউচার
Gifty Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২। কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/1224

শা-এর মন্তব্যে তৃণমূলের ধিক্কার

শিলিগুড়ি ব্যুরো

২৩ ডিসেম্বর : ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ডঃ বিআর আম্বেদকর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যের অন্য জায়গার পাশাপাশি শিলিগুড়ি এবং ইসলামপুরে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন শিলিগুড়ির তিনটি শহর কমিটির উদ্যোগে বিকেলে আলাদা আলাদা প্রতিবাদ মিছিল হয়। সেখানে পা মেলান দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব, মহিলা সভানেত্রী সুস্মিতা বসু মৈত্র সহ অন্য নেতৃত্বও।

মহকুমার গ্রামাঞ্চলের চারটি ব্লকেও প্রতিবাদ মিছিল এবং পথসভা হয়েছে। দলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক এক নম্বর ব্লক কমিটির তরফে লিউসিপাকড়ি বাজারে ধিক্কার মিছিল হয়। ব্লক সভাপতি (১) মহম্মদ আখতার আলি, জালাস নিজামতারা অঞ্চল সভাপতি তথা ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ফাঁসিদেওয়া ব্লক-২ নেতৃত্বের তরফে বিধাননগরে মিছিল হয়েছে। শিবমন্দিরে কর্মসূচি পালিত হয় মাটিগাড়া ব্লক (১) কমিটির উদ্যোগে। স্থানীয় খেলার মাঠ থেকে মিছিল শুরু করে মেডিকেল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে পথসভায় মাটিগাড়া ব্লক সভাপতি অভিজিৎ পাল সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

নকশালবাড়ি ব্লক-২ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয় থেকে ধিক্কার মিছিল বেরিয়ে নকশালবাড়ি, হাতিঘিষা, মণিরাম এলাকায় পরিক্রমা করে। তাতে অংশ নেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায় সহ অন্যরা। খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূলের মিছিলটি স্থানীয় দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রম করে। সেখানে ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ সহ অন্যরা ছিলেন। এদিন ইসলামপুরে তৃণমূলের শহর কমিটির তরফে দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের নেতৃত্বে ডর্মিটরি হলের সামনে থেকে দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল হয়। ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের নেতৃত্বে কমলাগাঁও সুজলি অঞ্চলের ঢুলিগাঁও থেকে সুজলি হাট পর্যন্ত মিছিল হয়েছে। অন্যদিকে, চোপড়া ব্লক তৃণমূল কমিটি চোপড়ার দলীয় কার্যালয় থেকে বিডিও অফিসের সামনে দিয়ে তিস্তা মোড় হয়ে পুনরায় দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত ধিক্কার মিছিলে হাঁটেন নেতা-কর্মীরা।

বাইকের সংঘর্ষ

নকশালবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন তিনজন। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে পানিঘাটা থানার অন্তর্গত কদমা মোড় এলাকায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, আহতরা হলেন খড়িবাড়ি বাতাসির বাসিন্দা নন্দিতা বর্মন, তাপস বিশ্বাস ও মিরিকের সুশান্ত তামাং। বাইক দুটি নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পানিঘাটা থানার পুলিশ।

বড়দিনে রিট্রিট

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বড়দিনে ভারত-বাংলাদেশের ফুলবাড়ি সীমান্তে রিট্রিটের আয়োজন করা হচ্ছে। ওই কর্মসূচিতে বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল দলজিৎ সিং চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার ফুলবাড়িতে প্যারেডের কথা ছিল। তবে সেটা বাতিল হয়। বুধবার বিএসএফের তরফে রিট্রিটে প্যারেড হবে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিগত কয়েক মাসে তিক্ততা বাড়লেও সেটার প্রভাব পড়েনি রিট্রিটে।

নজরে শিলিগুড়ির নিরাপত্তা ● জঙ্গি যোগ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা

বিএসএফের রাধাবাড়ি ক্যাম্পে আয়োজিত রোজগার মেলায় সুকান্ত মজুমদার। সোমবার।

জঙ্গির মদতদাতা তৃণমূল : সুকান্ত

সাগর বাগচী ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : রাজ্য থেকে একের পর এক জঙ্গি ধরা পড়ায় উদ্বিগ্ন প্রশাসনিক মহল। বিশেষত, চিকেন নেকে দুষ্কৃতীদের নজর নিয়ে দ্বিগুণ হয়েছে দুশ্চিন্তা। এই ইস্যুতে রাজ্যকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। গোটা রাজ্যকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল 'জঙ্গিদের অভয়ারণ্যে' পরিণত করেছে বলে তোপ দাগেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ।

সোমবার ফুলবাড়ি সংলগ্ন বিএসএফের রাধাবাড়ি ক্যাম্পে রোজগার মেলা বসেছিল। যেখানে শতাধিক তরুণ-তরুণীর হাতে কেন্দ্রের বিভিন্ন সংস্থায় চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি ছাড়াও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের ইনস্পেকটর জেনারেল সূর্যকান্ত মিশ্র, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় প্রমুখ।

সুকান্ত বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জঙ্গিরা মহানন্দে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ করে চলেছে। জঙ্গিদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতারা সহযোগিতা করেছে। যেভাবে জঙ্গি ধরা পড়ছে, তার পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর এগিয়ে বাংলা মডেল রয়েছে।' যদিও সুকান্তর মন্তব্যে আমল দিতে চাননি তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র গৌতম দেব। শিলিগুড়ির মেয়রের প্রতিক্রিয়া, 'জঙ্গিরা বাংলাদেশ থেকে যখন এদেশে আসছে, তখন বিএসএফ কি ঘুমোচ্ছে? সবকিছুতে রাজনীতি হয়, তা দুর্ভাগ্যজনক। পাসপোর্ট, ভিসা, ভোটার, আধার কার্ড কেন্দ্রের সংস্থাগুলো তৈরি করে। সেখানে রাজ্যের ভূমিকা নেই।'

ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকায় রাস্তার পাশে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া।

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় রাস্তার পাশে বিভিন্ন জায়গায় দ্বিস্তরীয় অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া লাগাচ্ছে নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার। তবে, এই কাজ অনেক আগে করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। বিষয়টি নিয়ে বিএসএফের কোনও কর্তা মুখ খোলেননি। এদিকে, কাঁটাতার লাগানোর ক্ষেত্রে জমি দিতে রাজ্য সরকার টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ বালুরঘাটের সাংসদের।

চিকেন নেক ইস্যুতে সুকান্তর বার্তা, 'শিলিগুড়ি করিডরে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র কাজ করে চলেছে। নতুন করে এই অঞ্চলের সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। তাছাড়া, হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে রাফাল যুদ্ধবিমান রয়েছে। শিলিগুড়ি দখল নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা শিশুসুলভ কথা বলছেন। সবরকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের সরকার ও সেনা প্রস্তুত।'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের নিন্দা এই দেশের সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুরা লড়েছিল, সেই কথা সুকান্ত এদিন মনে করিয়ে দেন। সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় যাতায়াতকারীদের গতিপ্রকৃতিতে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সন্দেহ হলেই বিএসএফ জওয়ানরা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। ছোট-বড়, সমস্ত পোস্ট থেকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি চলছে। সাইকেলে চেপে এলাকায় ঘুরছেন জওয়ানরা। বাংলাদেশ থেকে যে ট্রাকগুলো ভারতে ঢুকছে, চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে প্রত্যেকটিতে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জঙ্গিরা মহানন্দে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করে চলেছে। জঙ্গিদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতারা সহযোগিতা করেছে। যেভাবে জঙ্গি ধরা পড়ছে, তার পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর এগিয়ে বাংলা মডেল রয়েছে।

-সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জঙ্গিরা বাংলাদেশ থেকে যখন এদেশে আসছে, তখন বিএসএফ কি ঘুমোচ্ছে? সবকিছুতে রাজনীতি হয়, তা দুর্ভাগ্যজনক। পাসপোর্ট, ভিসা, ভোটার, আধার কার্ড কেন্দ্রের সংস্থাগুলো তৈরি করে। সেখানে রাজ্যের ভূমিকা নেই।

-গৌতম দেব শিলিগুড়ির মেয়র

কোথায় উদ্বেগ

মহানন্দা সেতু থেকে দার্জিলিং মোড়ের দিকে যেতে রাস্তার ডান দিকে থাকা একটি হোটেলে রাত বাড়তেই গাড়ির ভিড়। সারারাত হোটেলে ফুর্তি, ভোর হতেই উধাও। কারা আসছেন-যাচ্ছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অধিকাংশই বিহারের নম্বরের। আরও কিছু হোটেল, বার নিয়ে অভিযোগ পুলিশের কাছে।

তথ্য ছাড়া বাড়ি, হোটেল ভাড়ায় প্রশ্ন

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির ভাড়াবাড়ি বা হোটেলগুলিতে কারা থাকছেন, তাঁদের সমস্ত তথ্য কি পুলিশের কাছে পৌঁছাচ্ছে? এরাজ্যে একের পর এক জঙ্গি গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই প্রশ্নই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপার বাংলায় অশান্তির আবহে কয়েকদিন আগে মুর্শিদাবাদ থেকে দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে অসম পুলিশের এসটিএফ। আবার কাশ্মীরের এক কুখ্যাত জঙ্গিকে ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এই জঙ্গিরা ঘাপটি মেরে ছিল এলাকায়। এমন পরিস্থিতিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শহরের ভাড়াবাড়ি বা হোটেলগুলিতে কারা থাকছেন, তার সঠিক তথ্য অনেক সময় পুলিশের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠছে, এর সুযোগ নিচ্ছে না তো সন্ত্রাসবাদীরা?

যদিও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তরফে বলা হয়েছে, হোটেল, রেস্তোরাঁয় সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়মিত নজর রাখছে। এছাড়া হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, হায়দরপাড়া, বিধান রোড, দেশবন্ধুপাড়ার মতো এলাকায় ভাড়াবাড়ির চাহিদা বেশি থাকায় সেখানেও পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ির মালিককে সচেতন থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন নাগরিকরা জানিয়েছেন, মহানন্দা সেতু থেকে দার্জিলিং মোড়ের দিকে যেতে রাস্তার ডানে থাকা একটি হোটেলে রাত বাড়তেই গাড়ির ভিড় বাড়ে। সারারাত সেই হোটেলে চলে ফুর্তি, ভোর হতেই আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়। কিন্তু কারা সেখানে আসছেন, যাচ্ছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অধিকাংশ গাড়িই বিহারের নম্বরের। আরও বেশ কিছু হোটেল ও বার নিয়ে অভিযোগ রয়েছে পুলিশের কাছে।

এবিষয়ে শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষের বক্তব্য, 'আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য হোটেল ভাড়া দেওয়া বন্ধ রেখেছি। তবে আমাদের কাছে যত পর্যটক আসেন, তাঁদের তথ্য আমরা প্রতিদিন ডিআইবি অফিসে পৌঁছে দিই। এসবের পরও যদি প্রশাসনের তরফে কোনও অতিরিক্ত দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হয়, আমরা অবশ্যই তা পালন করব।'

হোটেল মালিকরা জানাচ্ছেন, হোটেলে কারা থাকছেন, সেই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পুলিশের নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে হয়। যদিও অভিযোগ, অনেকেই প্রকৃত তথ্য আড়াল করেন। যাঁরা হোটেলে থাকেন, তাঁদের তথ্য পুলিশের কাছে পৌঁছালেও যাঁরা কয়েক ঘণ্টার জন্য ভাড়া নেন, তাঁদের তথ্য রাখা হয় না অধিকাংশ হোটেলে। এমন পরিস্থিতিতে এরকমই কোনও এক হোটেলে বসে শহরে নাশকতার ছক কষা হবে না? তা কে-ই বা বলতে পারে।

আবার শহরে এসে যাঁরা বাড়িভাড়া নিচ্ছেন, তাঁদের তথ্য, নথি পুলিশের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। অথচ নিয়ম বলছে, বাড়িওয়ালাকে ভাড়াটিয়ার আধার, ভোটার কার্ড সহ তাঁর যাবতীয় তথ্য পৌঁছে দিতে হবে কাছাকাছি থানায়। কিন্তু মোটা অঙ্কের ভাড়ার লোভে অধিকাংশ বাড়িওয়ালাই সেই কাজ করেন না। অনেকেই খোঁজখবর না নিয়ে অচেনা লোককে বাড়িভাড়া দিয়ে দেন বলে অভিযোগ। যা বিপদের বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তবে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই ব্যাপারে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।'

নজর পুলিশের

হোটেল, রেস্তোরাঁয় সাদা পোশাকের পুলিশ নজর রাখছে। হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, হায়দরপাড়া, বিধান রোড, দেশবন্ধুপাড়ার মতো এলাকায় ভাড়াবাড়ির চাহিদা বেশি, তাই নজরদারি। ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ির মালিককে সচেতন থাকার নির্দেশ।

আবাস নিয়ে সচেতনতা সভা

নকশালবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : আবাসে দুর্নীতি রুখতে মঙ্গলবার উপভোক্তাদের নিয়ে নকশালবাড়িতে সচেতনতা সভা করতে চলছে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আবাস নিয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য বাক্স রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বাংলা আবাস যোজনায় নাম বাতিল নিয়ে দফায় দফায় নকশালবাড়ি বিডিও অফিস ঘেরাও করেন চা মহল্লার মানুষ। মানঝা, মারাপুর, বেলগাছি, আশাপুর, জাবরা চা বাগান এলাকার বহু বাসিন্দা অংশ নেন কর্মসূচিতে। ফের যাতে বিতর্ক তৈরি না হয়, সেজন্য আগাম সতর্কতা নিতে চলছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। ২০২২ সালের আবাস যোজনার সমীক্ষা অনুযায়ী ১২১০ জনের নাম চিহ্নিত করা হয়। তবে এবারের সমীক্ষায় গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে তালিকায় নাম উঠে এসেছে ৭৯৮ জনের। মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার ধার্য করা হয়েছে উপভোক্তাদের জন্য। ইতিমধ্যে ৩৫৩ জন উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢুকতে শুরু করেছে।

যাঁদের টাকা ঢুকছে, তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করেছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বললেন, 'বাংলা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের নিয়ে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে সচেতনতামূলক আলোচনা করব। এই প্রকল্প নিয়ে কিছু গুজব রটানো হচ্ছে। আবাস যোজনায় বাড়ি পাইয়ে দিতে টাকা তোলার অভিযোগও রয়েছে। যাতে কাউকে দালালের খপ্পরে পড়তে না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি আমরা কমপ্লেন বক্স রাখব। একইসঙ্গে বাড়ি নির্মাণ কীভাবে করতে হবে, সেব্যাপারে গাইড করা হবে। এছাড়া উপভোক্তাদের একটি সার্টিফিকেট দেব আমরা।'

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : সোমবার সকালে আশিঘর মোড় সংলগ্ন নরেশ মোড়ের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সাহার (২০) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রসেনজিৎ কলকাতায় পড়াশোনা করতেন। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন বাড়িতে। রবিবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে ঘুমোতে যান ওই তরুণ। এদিন সকালে দরজা না খোলায় ডাকাডাকি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন তাঁরা।

ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় প্রসেনজিতকে। প্রতিবেশীদের ভিড় বাড়তে শুরু করে ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে সেখানে আসে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। দেহটিকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রসেনজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খুদের বড় আবদার

বড়দিনের সামগ্রী কিনতে দোকানে একরত্তি। সোমবার মালদায়। ছবি : স্বরূপ সাহা

অসম্মানিত পদ্মশ্রীপ্রাপক ধনীরাম

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৩ ডিসেম্বর : আমি পদ্মশ্রী না হতশ্রী এ বিষয়ে ওঁদের কিছু যায় আসে না। সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় এসে এই ভাষাতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন পদ্মশ্রীপ্রাপক তথা দেশের ক্ষুদ্রতম জনজাতি টোটো সম্প্রাদায়ের গর্ব ধনীরাম টোটো।

চলতি বছরের জুন মাসে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর থেকে অবসরগ্রহণ করেন ধনীরাম। সেই থেকে তিনি পেনশনের জন্য হন্যে হয়ে জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় চরকিপাক খাচ্ছেন। সাত মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পেনশন পাননি বলে অভিযোগ। ধনীরামের অভিযোগ, ডুয়ার্সকন্যায় অনগ্রসর শ্রেণিকল্যান দপ্তরের ১১৮ নম্বর রুমের দুই কর্মী ওঁর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছেন। যদিও পদ্মশ্রীপ্রাপক ধনীরাম ওই দুই কর্মীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের বিপাকে ফেলতে চাননি। ধনীরাম বলেন, 'সবকিছু জেনেও ওঁরা আমার সঙ্গে এভাবে অভব্য আচরণ করায় আমি স্তম্ভিত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওঁরা কীরকম ব্যবহার করতে পারেন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।'

পেনশন নিয়ে হয়রানি

এদিকে, পেনশন চালু না হওয়ায় পরিবার নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন সরল সাদাসিধে টোটো সম্প্রদায়ের এই প্রবীণ রত্ন। অবসরগ্রহণের পর থেকেই পেনশনের জন্য আলিপুরদুয়ার-টোটোপাড়ার এখন তিনি নিত্যযাত্রী। বর্তমানে পেনশনের চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। পরিবার নিয়ে তিনি কীভাবে সংসার চালাবেন সেটাই এখন কুরে-কুরে খাচ্ছে এই পদ্মশ্রীপ্রাপককে।

রবিবার ডুয়ার্সকন্যায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ধনীরাম টোটো বলেন, 'কখনও বলছেন আমার নামের ভুল, পদবির বানান ভুল, কাগজপত্র ঠিক নেই। একাধিক অজুহাত। আমি এই দপ্তরের একজন প্রাক্তন কর্মী। আমার কাগজপত্র কোথায় ভুল সেটা ওঁদের ঠিক করে দেওয়ার কথা। আমার সার্ভিস বুক অনুযায়ী ওঁরা দেখবেন। সেটা না করে আমাকেই পালটা ধমক, অভব্য আচরণ করছেন।'

২০২৩ সালের ২৭ মে পদ্মশ্রী সম্মান পান ধনীরাম। তিনি টোটো ভাষার হরফ এবং টোটো সমাজ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার জন্য ওই সম্মান পেয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'আমি আধিকারিকদের বলে দ্রুত ওঁর পেনশনের ব্যবস্থা করব এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

আমি পদ্মশ্রী না হতশ্রী, এতে ওঁদের কিছু যায় আসে না। দুই কর্মী আমার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন। সাত মাস ধরে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ঘুরিয়ে চলছেন আমাকে।

ধনীরাম টোটো

জেলার খেলা

ক্রিকেটে হার বালুরঘাটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘের ন্যাশনাল ডে-নাইট গোল্ড কাপ ৯ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে সোমবার বালুরঘাটের গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ৩৫ রানে ভাঙ্গর ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে হেরেছে। সূর্যনগর মাঠে প্রথমে ভাঙ্গর ২৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। কৃষান কুমার ২৫ ও অনীশ টোরেটো ২০ রান করে। ঋষভ সাউ ৩৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে সায়ন্তন দাস (১৮/২)। জবাবে গ্রিন ২৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১০১ রানে আটকে যায়। শ্রেয়স বর্মা ২৭ ও অনীক কর্মকার ১৭ রান করে। ম্যাচের সেরা অনীশ ৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে সৌম্য মণ্ডল (২৫/২)। মঙ্গলবার খেলবে রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ও কলকাতার এ অ্যান্ড এস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

রুপো জেমের

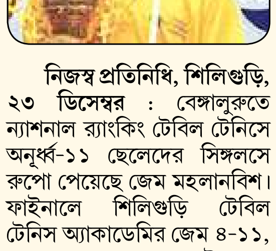

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের সিঙ্গলসে রুপো পেয়েছে জেম মহলানবিশ। ফাইনালে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির জেম ৪-১১, ৮-১১ ও ৫-১১ পয়েন্টে হেরে যায় আরিভ দত্তর কাছে।

৪ উইকেট জিতের

সেরার পুরস্কার হাতে জিৎ সিংহরায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব ৭ উইকেটে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে বিপ্লব ১৫.৩ ওভারে ৫৮ রানে অল আউট হয়। সবীর ঘোষ ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা জিৎ সিংহরায় ১০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আয়ুষ সাহা (১৭/৩)। জবাবে ভিবজিওর ১২ ওভারে ৩ উইকেটে ৬০ রান তুলে নেয়। গোপাল বর্মন ১৮ রান করেন। পলাশ রায়চৌধুরী ১৮ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ৪ উইকেটে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে দাদাভাই ৮ উইকেটে ১১৫ রান তোলে। স্নেহময় সরকার ৩৪ রান করেন। শুভঙ্কর দে ৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে উল্কা ১৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সায়ন নন্দী ৪৫ ও শচীন গুপ্তা ২৩ রান করেন। আমান মণ্ডল ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ-শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব-এনবিএসটিসিআরসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে দিবস রাই।

জিতল আর্মড পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে সোমবার নর্থবেঙ্গল আর্মড পুলিশ টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে দার্জিলিং ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা আর্মড পুলিশের দিবস রাই। মঙ্গলবার খেলবে সিকিম পুলিশ ও ইউকেএফসি কার্সিয়াং।

সুমিতের ৬ শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : সুকান্তনগর ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৪ টি২০ ক্রিকেটে সোমবার সুকান্তনগর স্পোর্টিং ক্লাব ৮৮ রানে মালদা ঝংকার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। কুণ্ডুপুকুর মাঠে সুকান্তনগর প্রথমে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নিরুপম বর্মন ৭০ রান করে। জবাবে মালদা ১২৪ রানে গুটিয়ে যায়। ২৬ রান করে তুষার পাল। তন্ময় তালুকদার ১১ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে প্রবাল ঘোষ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৯ উইকেটে এমজি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে এমজি ৯৭ রানে অল আউট হয়। সায়ন বর্মন ৩১ রান করে। ম্যাচের সেরা সুমিত সিং ৬ রানে পেয়েছে ৬ উইকেট। জবাবে প্রবাল ১ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়। আরসাত শেখ ৪২ রান করেছে।

জয়ী শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : রাজ্য জুনিয়ার বাস্কেটবলে জয় দিয়ে শুরু করল শিলিগুড়ির ছেলেদের দল। সোমবার তারা ৬১-৩৫ পয়েন্টে জলপাইগুড়িকে হারিয়েছে।

৩ পদক বাদলের

জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : কোন্নগরে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে জলপাইগুড়ি জেলার বাদল দেবনাথ ১০০ ও ২০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। লং জাম্পে হয়েছেন দ্বিতীয়। প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি ২২টি সোনা, ১২টি রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ পেয়েছে।

রাস্তায় ইউনূস বিরোধী পোস্টার

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : আরও একবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল শহর শিলিগুড়িতে। সোমবার সন্ধ্যায় অম্বিকানগর বাজার থেকে ভালোবাসা মোড় পর্যন্ত রাস্তার ওপর এই পোস্টার দেখা যায়। যেখানে ইউনূসের ছবির ওপর বাংলা ও হিন্দিতে লেখা রয়েছে 'বাংলাদেশি জিহাদি সরকার।'

এদিনের এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট- শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, শহরতলিতেও ভারত বিরোধীদের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে অনেকেই ভিন্ন মত দিয়েছেন। যে এলাকায় পোস্টার দেওয়া হয়েছে সেই এলাকার কিছু তরুণের বক্তব্য, 'বাংলাদেশ আমাদের দেশকে অপমান করেছে। এটা তাদের শিক্ষার অভাব। আমরাও যদি একইরকম কাজ করি তাহলে আমাদের আর ওদের মধ্যে কী পার্থক্য থাকবে।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী নরোত্তম রায়, সুকুমার রায়ের দোকানের সামনের রাস্তায় এমন কিছু পোস্টার এদিন লাগানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, একদল তরুণ রবিবার সন্ধ্যার দিকে অনেকগুলো কাগজ রাস্তার ওপর সাঁটিয়ে চলে যায়। তবে তাঁদের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁদের যুক্তি, 'এইভাবে কোনও দেশের সরকারের অবমাননা ঠিক কাজ নয়। তবে আমাদের জাতীয় পতাকারও অবমাননা করা হয়েছে বাংলাদেশে। হিন্দুদের ওপর লাগাতার আক্রমণ হচ্ছে সেদেশে। পোস্টার পড়েছে, একদিকে ঠিক হয়েছে।'

বেশ কয়েকদিন আগে একইভাবে শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের গেটের সামনে রাস্তার ওপর সাঁটিয়ে রাখা হয়েছিল ইউনূসের ছবি দেওয়া পোস্টার। যাতে লেখা ছিল, 'এই ছবিতে থুতু ফেলুন।'

বাংলা-বিদ্বেষ

- সোমবার সন্ধ্যায় ফের একবার ইউনূস বিরোধী পোস্টার পড়ল শিলিগুড়িতে
- অম্বিকানগর বাজার থেকে ভালোবাসা মোড় পর্যন্ত এই পোস্টার দেখা যাচ্ছে
- ইউনূসের ছবির ওপর বাংলা ও হিন্দিতে লেখা 'বাংলাদেশি জিহাদি সরকার'

এদিকে পোস্টারের বিষয়টি নিয়ে উপপ্রধান আনন্দ সিনহা বলছেন, 'বিষয়টি প্রশাসনকে জানাব। এভাবে পোস্টার সাঁটিয়ে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে বিজেপি। আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই।' একই কথা বলছেন আইএনটিটিইউসি ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি সুকান্ত কর।

যদিও বিষয়টি নিয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করছেন বিজেপির ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি মণ্ডল-১ সভাপতি দীপঙ্কর শিকদার। তাঁর কথায়, 'বিভেদের রাজনীতি করে তৃণমূল। আগে বামফ্রন্টও একই কাজ করে এসেছে।' এলাকার সিপিএমের এরিয়া কমিটির সদস্য সাজু সেন পালটা বিঁধেছেন বিজেপিকে। তাঁর মতে, 'একমাত্র বিভেদের রাজনীতি করে বিজেপি।'

বাংলাদেশের ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে সে দেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারির পর পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়েছে। যথারীতি সেই আঁচ এসে পড়েছে এপারেও। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও ভারতবিরোধী চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন দেশবাসী। এরাজ্যেও এই নিয়ে চলছে বিক্ষোভ আন্দোলন। সেই প্রভাবেই আবারও দেখা গেল শহরতলিতে।

দখলমুক্ত করার হুঁশিয়ারি প্রশাসনের

সরকারি ভবনে বাস শাসক নেতার

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ ডিসেম্বর : কয়েকবছর আগে সরকারি অর্থ ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল নীল-সাদা রংয়ের কমিউনিটি হল। তবে বর্তমানে সেটি তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের বাড়িতে পরিণত হয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট বাজারুগছে নির্মিত ভবন গ্রামের সাধারণ মানুষ সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারছেন না। সেটিকেই বাসযোগ্য করে ব্যবহার করছে প্রাক্তন প্রধানের পরিবার।

চটহাট গ্রাম পঞ্চয়েতের প্রাক্তন প্রধান শেফালি খালখোর পরিবার অবশ্য ভবন চালু না হওয়ায় ব্যবহার করছেন বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। শেফালির ননদ মারিয়াম খালকো বলেন, 'শেফালি দু'বছর চটহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। পরে তিনি যখন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হন সে সময় আমার শ্বশুর মাইকেল খালকোর জমিতে ভবনটি তৈরি হয়। সেটিতে সরকারিভাবে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। আমরা জমি দিয়েছি, আমাদের পরিবারে চাকরি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, তা না দেওয়ায় ভবনটি দেখভালের পাশাপাশি, ব্যবহার করছি। এরজন্য বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছি।'

এদিকে, স্থানীয় কিশোর টিগ্গাও জমিটি তাঁদের বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের জমিতে সরকারি ভবনটি এলাকার মানুষের সামাজিক অনুষ্ঠান করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কোনও সরকারি বোর্ড সেখানে লাগানো নেই। এখন শেফালি খালকোর পরিবার সেটি কাউকে ব্যবহার করতে দেন না। আমাদের জমিতে থাকা ভবনটি সকলের ব্যবহারের যোগ্য করার জন্য গ্রামবাসীরা মিলে প্রশাসনকে চিঠিও করেছিলাম। বিডিও অফিস থেকে আধিকারিকরা এসেছিলেন। তবে, এখনও প্রাক্তন গ্রাম প্রধানের পরিবারের ব্যক্তিগত দখল থেকে মুক্ত করা যায়নি।'

গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগোলে নীল-সাদা রংয়ের পাকা ঘরটি দেখা যায়। স্থানীয়দের কথায়, প্রায় ৫ বছরের বেশি হয়েছে ওই সরকারি ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। সোমবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল চটহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শেফালি খালকোর বাড়ির সীমানা প্রাচীরের ভিতর রয়েছে ওই ভবনে ওয়াটার পিউরিফায়ার রয়েছে। বড় ভবনটিতে শৌচাগার থেকে সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। অথচ, সেটি সরকারিভাবে চালু না হওয়ায় সেটি কার্যত একটি পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

সিঁড়ির ঘরের নীচে রাখা বস্তাবন্দি গবাদিপশুর খাবার। ছাদে রাখা গবাদিপশু। ভবনটিতে ফ্যান,

বিতর্কের কেন্দ্রে চটহাটের কমিউনিটি হল।

> অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের তরফে ২০১৮-'১৯ সালে ভবনটি তৈরি হয়েছিল। এভাবে সরকারি ভবন দখল করে রাখা যায় না। অভিযোগ পাওয়ার পরই পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলেই প্রয়োজনে পুলিশ নিয়ে ভবনটি দখলমুক্ত করা হবে।
>
> **বিপ্লব বিশ্বাস**
> *বিডিও, ফাঁসিদেওয়া*

ভবনটি। একটি বড় লোহার গেট ভিতর থেকে বন্ধ।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে একাধিকবার ভবনটি খালি করে দেওয়ার নোটিশ করা হয়েছে। লাইট সবই রয়েছে। রয়েছে একটি খাট। ভবনের ভিতর ঢুকলেই ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে নির্মাণের এতদিন পরও সেটি চালু কেন করা গেল না? সরকারি ভবন অন্যের দখলে রয়েছে জানা সত্ত্বেও সেটি কেন খালি করা হল না?

ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার বক্তব্য, 'অভিযোগ পেয়ে আমরা গিয়ে দেখে এসেছি। ৭ দিনের মধ্যে দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, 'অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের তরফে ২০১৮-'১৯ সালে ভবনটি তৈরি হয়েছিল। এভাবে সরকারি ভবন দখল করে রাখা যায় না। অভিযোগ পাওয়ার পরই পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলেই প্রয়োজনে পুলিশ নিয়ে ভবনটি দখলমুক্ত করা হবে।'

ঢিল ছোড়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইকেল মধুসূদন কলোনির ইন্দিরা গান্ধি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বাড়িতে ঢিল ছোড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে রবিবার রাতে। দীনেশ বর্মনের অভিযোগ, 'রবিবার রাতে আমার বাড়িতে ঢিল ছুড়ে কয়েকজন। প্রতিবাদ করতেই রমেনের পরিবার আমার পরিবারের ওপর চড়াও হয়। আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়েছে।'

সোমবার সকালে এনজেপি থানায় অভিযোগ জানান দীনেশ। সেই সময় দীনেশ, দীনেশের স্ত্রী ও তাঁর ছেলের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। যদিও বিকেলে দীনেশ ও তাঁর স্ত্রীর শরীরে কোনও ব্যান্ডেজের চিহ্ন ছিল না। জিজ্ঞাসা করা হলে দীনেশের সংযোজন, 'স্নান করার সময় ব্যান্ডেজ খুলে রেখেছি। শরীরে আঘাত রয়েছে।'

যদিও দীনেশের অভিযোগ মানতে নারাজ রমেন বর্মন। পালটা দীনেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় ২৫-৩০টি পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। দীনেশ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানান রমেন। রমেনের পালটা অভিযোগ, 'রবিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় দীনেশ আমাকে টেনে নিজের বাড়িতে ঢোকানোর চেষ্টা করে। এরপর পরিবারের অন্যদের সঙ্গে নিয়ে আমাকে মারতে শুরু করে।' বিষয়টির আঁচ পেয়ে রমেনকে তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে বাঁচাতে আসেন। প্রতিবেশীদের অনেকেই সেইসময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেইসময় কয়েকজন প্রতিবেশীকেও দীনেশের পরিবার মারধর করে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের।

এনজেপি থানার এক আধিকারিক জানান, দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। রবিবার রাতের ঘটনায় দু'পক্ষই চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। দীনেশের পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রমেনকে সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে বলে জানান রমেনের দাদা মহেশ বর্মন।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। *সোমবার বিকেলে ইসলামপুর মিশনপাড়ায় ক্যাথলিক চার্চে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক*

তালাবন্ধ বিধায়কের কার্যালয়

নকশালবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে বিধায়কের কার্যালয়। দেখা মেলে না বিধায়কের। ঘটনা নকশালবাড়ি এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ও তাঁদের কথা শোনার জন্য কার্গিল মোড়ে চলতি বছরের ৪ অগাস্ট বিধায়ক কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সপ্তাহে দু'দিন বিধায়ক নিজে কার্যালয়ে বসে মানুষের সমস্যা শুনবেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ ধরে কার্যালয়ে তালা ঝুলছে।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'অনেক নথিপত্র, সরকারি প্রকল্পে বিধায়কের স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কার্যালয়ে বিধায়ককে খুঁজেই পাওয়া যায় না। কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে তালাবন্ধ।' যদিও বিধায়কের বক্তব্য, 'কার্যালয় তো বন্ধ থাকার কথা নয়। বরং সপ্তাহে ছয়দিন খোলা থাকার কথা। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে সেটা কোনও সরকারি দপ্তর নয় যে প্রতিদিন খুলতে হবে।'

প্রশ্নে পুলিশ ও নেতাদের ভূমিকা

বকেয়ায় 'ছাড়' দিয়ে ভাড়াটে সরালেন বৃদ্ধা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মিলল না দেড় বছরের ঘরভাড়া। পাওয়া গেল না নেতা অথবা পুলিশের সাহায্য। অবশেষে ঘরভাড়ার টাকা ও বকেয়া বিদ্যুৎবিল না নিয়েই ভাড়াটিয়াকে বিদায় করলেন বাড়ির মালিক। সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বীণা পালের বাড়ি খালি হল এভাবেই। এদিন সকালে ভাড়াটিয়া অর্জুন চক্রবর্তী পরিবার নিয়ে সেখানে আসেন। সমস্যা তৈরির আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশও। দীর্ঘ কয়েকঘণ্টা ধরে ঘরের জিনিসপত্র খালি করেন অর্জুন।

বছর ৭৩-এর বীণা বলছেন, 'দেড়বছর ধরে ঝামেলা চললেও নেতা, পুলিশ বা প্রশাসনের কোনও সাহায্য আমি পাইনি। আমার বাড়ি দখল করে প্রোমোটারকে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছিল। শহরের বহু মানুষ পাশে দাঁড়ানোয় সেই চক্রান্ত সফল হয়নি।'

১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায় আরও একটি বাড়ি রয়েছে তাঁর। স্বামী এবং ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে সেই বাড়িটি ভাড়া দিয়েই সংসার চলে। বছর দুয়েক আগে বাড়িটি অর্জুনকে ভাড়ায় দিয়েছিলেন। বীণার অভিযোগ, এক মাসের অগ্রিম দিয়ে ঘরে ঢোকেন অর্জুন। এরপর প্রায় বছর দেড়েক ভাড়া না দিয়েই ঘর দখল করে রাখেন। ভাড়া চাইতে গিয়ে ঘাড় ধাক্কা এমনকি মারধরের অভিযোগও পুলিশকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন বৃদ্ধা। যদিও সেই ঘটনায় পুলিশের তরফে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং এদিন ফোনে সাড়া না দেওয়ায় বক্তব্য মেলেনি। তবে, পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির এক আধিকারিক বলছেন, 'অনেকদিন ধরেই দু'পক্ষের ঝামেলা চলছিল। দু'পক্ষ বসে বিষয়টি মিটমাট করে নিয়েছে।' তবে কীসের স্বার্থে মারধরের অভিযোগ থাকলেও পুলিশ

ওই ভাড়াটেকে গ্রেপ্তার করেনি অথবা টাকা না দিয়েই কী করে অর্জুন পার পেয়ে গেল? পুলিশের কাছে এই প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি।

মাসতিনেক আগে অর্জুন মন্তব্য করেছিলেন, 'বাড়িটি আমার দখলে রয়েছে। বীণা বাড়ির মালিক হিসেবে কোনও কাগজ আমাকে দেখাননি।' বীণা বাড়ির মালিক কি না সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এদিন অবশ্য প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন অর্জুন। ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে কিছু বলব না।'

সচেতনতামূলক কর্মসূচি

চোপড়া, ২৩ ডিসেম্বর : কুয়াশার মধ্যে দুর্ঘটনা এড়াতে টোটোচালকদের নিয়ে সদর চোপড়া এলাকায় সচেতনতামূলক বৈঠক করছে পুলিশ। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাতে জাতীয় সড়কে টোটো চালাতে মানা করা হচ্ছে টোটোচালকদের। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাতীয় সড়কে টোটোচালকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। তাছাড়া পথ দুর্ঘটনা কমাতে ও যাত্রী সুরক্ষার জন্য টোটোর ডান দিক দিয়ে ওঠানামা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চোপড়া থানার ট্রাফিক ওসি আজগর হোসেন বলেন, 'এলাকার টোটোচালকদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনা এড়াতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এটা শুধু সদর চোপড়ার ক্ষেত্রে নয়। চোপড়া থানার বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি চলছে।'

উৎকর্ষ-এর সূচনা

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'উৎকর্ষ-২০২৪' শুরু হল সোমবার থেকে। চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। সোমবার প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রণব ঘোষ, ভারতীয় সশস্ত্র সীমাবলের মহাপরিদর্শক শ্রী সুধীর। এছাড়াও ছিলেন ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নীলংশুশেখর দাস। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক নাটক, যোগব্যায়াম, আত্মরক্ষামূলক অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অভিভাবকদের দ্বারা নৃত্য প্রদর্শন।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ফাইটার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সোমবার উত্তরকন্যায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিন সংগঠনের রাজ্য কমিটির একটি প্রতিনিধিদল উত্তরকন্যায় গিয়ে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটির কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। সময়মতো সাম্মানিক প্রদান, সিভিল ডিফেন্সকর্মীদের সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত কয়েক মাসে মুখ্যসচিব সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিককে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে সংগঠন সূত্রে খবর। এদিনের কর্মসূচিতে উত্তরকন্যায় সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী সুফিয়া খাতুন, সহ সভাপতি স্বপন রায়, রাজ্য সম্পাদক প্রসেনজিৎ বসাক সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মিউজিয়াম চালু

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : ইতিহাসপ্রেমী ও পর্যটকদের জন্য দার্জিলিংয়ের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মিউজিয়াম ফের চালু করা হল। সংস্কারের জন্য প্রায় ১০ মাস ধরে মিউজিয়ামটি বন্ধ রাখা হয়েছিল। সোমবার পুনরায় এই সংগ্রহশালা চালু করা হয়। দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তার পাশে এই মিউজিয়ামটি রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে এখান থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় ২৯ লক্ষ টাকায় এটির সংস্কার করা হয়েছে বলে জেলা শাসক রিচার্ড লেপচা জানিয়েছেন।

শ্মশানের পথে চাষাবাদ

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৩ ডিসেম্বর : শ্মশানের রাস্তা দখল করে চাষবাস করার অভিযোগ উঠেছে গ্রামেরই একাংশ বাসিন্দার বিরুদ্ধে। চাকুলিয়া থানার পাগলা গ্রামের ঘটনা। যার ফলে মরদেহ সৎকার করতে এসে বিপাকে পড়ছেন শ্মশানযাত্রীরা। শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা দখলমুক্ত করতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাগলা গ্রাম। আশপাশের গ্রামের মানুষ পাগলা গ্রামের শ্মশানঘাটে মরদেহ সৎকার করে থাকেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, শ্মশানের রাস্তা থাকলেও, বাস্তবে এর কোনও অস্তিত্ব নেই। রাস্তা দখল করে চাষবাস করছেন গ্রামের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফলে আলপথে মরদেহ সৎকার করতে যেতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে শ্মশানযাত্রীদের।

রাস্তা না থাকায় আলপথ দিয়ে যেতে হয় শ্মশানে।

স্থানীয় বাসিন্দা দুনীল সিংহ বলেন, 'শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা থাকা খুব দরকার। বর্ষাকালে কিংবা জমিতে ফসল থাকলে সে সময় মরদেহ নিয়ে যেতে সমস্যা হয়।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দীনেশচন্দ্র সিংহের বক্তব্য, 'ম্যাপে রাস্তার উল্লেখ থাকলেও, গ্রামের কয়েকজন সেই রাস্তা দখল করে চাষবাস করছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক।' সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উমর আলি জানান, গ্রামের সকলকে নিয়ে আলোচনায় বসে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

মঙ্গলবার, ৮ পৌষ ১৪৩১, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১৫ সংখ্যা

গণরায় নেওয়া উচিত

এক দেশ, এক ভোট বিল সংসদে পেশ হওয়ার কয়েক বছর আগে বিধানসভার সঙ্গে পুরসভা ও পঞ্চায়েতের ভোট করানোর প্রস্তাব দিয়েছিল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। যুক্তি ছিল, শিক্ষকরা তাহলে ভোটের কাজের বদলে স্কুলে বেশি সময় দিতে পারবেন। আখেরে লাভ হবে ছাত্রছাত্রীদের। গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নিঃসন্দেহে। খরচ কমানো, দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি, উন্নত শাসন সহ প্রচুর ভোটারের অংশগ্রহণ ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি।

শিক্ষাবর্ষে সময়সূচির প্রতিবন্ধকতা রোধে ও পড়ুয়াদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও, এটা আসলে সোনার পাথরবাটি। উদাহরণ, রাজস্থান। যেখানে বিধানসভা ভোট হয়েছিল ২০২৩-এর ডিসেম্বরে। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক মাস। যে সময়ে স্কুলগুলিতে পরীক্ষা চলে। ফলে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ফলত, লোকসভা-বিধানসভার সঙ্গে পঞ্চায়েত, পুরসভার ভোট যেমন বাড়তি বোঝা, তেমনই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করবে।

সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলির শিক্ষকরা এই সময় ভোটার তালিকা সংশোধন, ভোটকেন্দ্র পরিচালনায় ব্যস্ত থাকবেন। ভোটের জন্য অধিকাংশ স্কুলে পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণ হয়। এক ভোটে সবকিছু হয়ে গেলে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের নিশ্চিত মঙ্গল। দু'পক্ষের চাপও কমবে। নির্বাচন সময়সাপেক্ষ বিষয়। শিক্ষকদের ভোটের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। দূরের ভোটকেন্দ্রে লম্বা পথ পেরিয়ে যেতে হয়। এমন বাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডে অনিবার্যভাবে অ্যাকাডেমিক সময়সূচি ব্যাহত হয়।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদেরও শামিল করানোর চেষ্টা হয়েছিল। যদিও বম্বে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে তা শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়নি। শিক্ষকদের ভোটের দায়িত্ব দিয়ে পড়ুয়াদের সংবিধান স্বীকৃত শিক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে সন্দেহ নেই। নির্বাচন পরিচালনায় শিক্ষকরা খুবই দক্ষ নিশ্চয়ই। তাঁদের সাংগঠনিক ক্ষমতা, শৃঙ্খলাবোধ, যোগাযোগ খুবই কাজে লাগে। স্থানীয়দের সঙ্গে পরিচিতি, তাঁদের প্রতি ভোটারদের বিশ্বাস ভোটের কাজকে সহজ করে।

নির্বাচনি দায়িত্ব ঝুঁকিপূর্ণ। কোভিড অতিমারির সময় উত্তরপ্রদেশের ন'জন শিক্ষক পঞ্চায়েত ভোট করাতে গিয়ে সংক্রামিত হন। তাঁদের কয়েকজন মারাও যান। কোবিন্দ কমিটির রিপোর্টে এই সমস্যা ছাড়াও সাংবিধানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য বাধাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপর তৈরি চাপ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার দাবি রাখে। নির্বাচনের বাইরেও শিক্ষকদের আদমশুমারি, দুর্যোগে ত্রাণ বিলি ইত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন বহু কাজ করতে হয়।

বিরোধীদের যুক্তি, 'এক দেশ এক ভোট' সংবিধান স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থী। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছাড়াই একসঙ্গে ভোট হয়েছিল। নজির, ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট। তবে ফলাফলে বিভিন্নতা ছিল। সংসদ গিয়েছিল কংগ্রেসের দখলে। কিন্তু তামিলনাড়ুতে ডিএমকে ও ওড়িশায় স্বতন্ত্র পার্টির মতো আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতা দখল করেছিল।

১৯৫২ সাল থেকে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে ভোটদানের ধরনে বদল দেখা গিয়েছে। উদাহরণ, দিল্লি। বিধানসভায় আম আদমি পার্টি থাকলেও ২০১৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে দিল্লি বিজেপিকে সংসদে পাঠাচ্ছে। তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা আঞ্চলিক দলগুলিকে ধারাবাহিক সমর্থন জোগাচ্ছেন।

এক দেশ এক ভোটের ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার যুক্তিগ্রাহ্য আইনি সমাধান জরুরি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ঘটাতে আপস অনুচিত। এতে সরকার ভোটারদের আস্থা হারায়। তাছাড়া নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ হ্রাস যথেষ্ট সমস্যা তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া কার্যকরীর আগে সবদিক বিবেচনায় গণভোট গ্রহণ জরুরি। কারণ, এই ধারণার মূল ভোটাররা। যেহেতু, চলতি আইনে এর অনুমতি নেই, তাই গোটা দেশের ৫০ লক্ষ শিক্ষক ও ১৫ কোটি পড়ুয়ার স্বার্থে ঐকমত্য তৈরি জরুরি।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার সেবক হইয়া সকল বাসনা জঞ্জাল হইতে উন্মুক্ত হউন।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

উত্তরের চার্চ চর্চা শেষ বড়দিন চলে গেলেই

কোচবিহার থেকে মালদা অনেক চার্চ রয়েছে। সব চার্চেই নানা ইতিহাস। তবু তারা উপেক্ষিত পর্যটনের প্রেক্ষিতে।

শৌভিক রায়

দার্জিলিংয়ের অবজার্ভেটরি হিলসকে ঘিরে থাকা অসম্ভব সুন্দর পথটিতে, একটি চক্কর কাটতেই, বিরাট, শান্ত, সমাহিত চার্চটি নজরে এল। প্রামাণ্য তথ্য অনুসারে, এখনও উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো চার্চ এটি।

সিকিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দার্জিলিং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে এলে, শহর গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল। তখন ১৮৩৮ সাল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল লয়েড ও এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জন গিলমোর ছিলেন তত্ত্বাবধানে। পাঁচ বছর পর, ৩০ নভেম্বর, ১৮৪৩ সালে, সেন্ট অ্যান্ড্রুজের জন্মদিনে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল উত্তরের সবচেয়ে প্রাচীন চার্চটির। দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন বিশপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে কাটিয়ে নির্মাণ শেষ হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। ব্রিটিশ গথিক শিল্পশৈলীর এই বিরাট চার্চটির 'প্যাট্রন সেন্ট' অবশ্যই সেন্ট পিটারের ভাই, সেন্ট অ্যান্ড্রুজ। অতীতে চার্চ থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে সময় ঘোষণা করা হত। আজ অবশ্য ঘণ্টা নেই। কিন্তু দেখলাম ব্রোঞ্জের ফলকে রয়েছে লেফটেন্যান্ট লয়েড ও তদানীন্তন গভর্নর লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রী শার্লট কাউন্টেস ক্যানিংয়ের নাম। শোনা যায়, দার্জিলিংয়ের ৬৭০০ ফুট উচ্চতায় স্থাপিত এই অঞ্চলের প্রাচীনতম চার্চের রূপে মুগ্ধ হয়ে, চার্চের ছবি এঁকেছিলেন রানি ভিক্টোরিয়ার সহচরী চিত্রশিল্পী শার্লট।

ইংরেজি 'সিরিস' শব্দটি থেকে চার্চ কথাটি কিন্তু শুধুমাত্র উপাসনালয়কেই বোঝায় না। সমগ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বোঝাতেও এই শব্দের ব্যবহার হয়। আবার খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, প্রেসবিটেরিয়ান, অপোস্টলিক, সেভেনথ ডে অফ অ্যাডভানটিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, মেথডিস্ট, সিএনআই ইত্যাদি নানা ধরনের চার্চও দেখা যায়।

ফ্রান্স ও কানাডা থেকে আসা মিশনারিরা কার্সিয়াংয়ে, ১৯০৫ সালে, তৈরি করেন সেন্ট পল দ্য অপোস্টল চার্চ। রয়েছে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চও। আছে ডাউহিল চার্চ। অন্যদিকে, ১৮৯০-'৯১ সালে কালিম্পংয়ে আসা প্রথম স্কটিশ মিশনারির নামে নির্মিত হয় ম্যাকফারলেন চার্চ। এখানে আজও লেপচা, চাইনিজ, বোড়ো ইত্যাদি সহ দশটি ভাষায় 'সারমন' দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত, কালিম্পংয়ের সেন্ট টেরেজা চার্চ, জেলার রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলির 'মাদার চার্চ' হিসেবে পরিচিত। উত্তর ভারত ও নেপালের 'ক্লুনি কংগ্রেশন'-এর গুরুদায়িত্বও তাদের কাঁধে।

উত্তরবঙ্গের সমতলেও প্রাচীন চার্চের সংখ্যা প্রচুর। কোচবিহারের কথা ধরা যাক। কোচবিহারে খ্রিস্টধর্ম প্রসারিত হয়েছিল সুইডিশ মিশনারিদের হাত ধরে। করদ রাজ্য হলেও, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের ব্যাপারে কোচবিহারের রাজারা সচেতন ছিলেন। ফলে মিশনারিদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিবাহের পর সুনীতি দেবী নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি স্কুল তৈরি করেন। মধ্যপ্রদেশ থেকে নিয়ে আসেন সুইডিশ লিডিয়া ম্যাগনুসনকে। সেই সময় মহারাজার ব্যান্ডপার্টিতে কয়েকজন ইউরোপিয়ান ছাড়াও, গারো হিলস থেকে ভাগ্যান্বেষণে আসা কিছু খ্রিস্টান ছিলেন। ধর্মপ্রচারের সুযোগ রয়েছে দেখে, লিডিয়া মহারানি সুনীতি দেবীর সহায়তায় মহারাজার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি আদায় করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে স্থাপিত হয়েছিল একটি হোম স্কুল ও চার্চ। কোচবিহার এয়ারপোর্ট সংলগ্ন হ্যাঙ্গার রোডে সেই চার্চ আজ নর্দার্ন ইভাঞ্জেলিক্যাল লুথেরান চার্চ (এনইএলসি) নামে পরিচিত। সম্ভবত কোচবিহারের প্রাচীনতম চার্চ এটি। বর্তমানে দিনহাটার পথে, গারোপাড়াতেও, সেন্ট জন ক্যাথলিক চার্চের পাশাপাশি এনইএলসি চার্চ রয়েছে।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের চার্চগুলির সঙ্গে কিন্তু 'সবুজ সোনা' চায়ের একটি সম্পর্ক রয়েছে। ১৮৪১ সালে দার্জিলিংয়ে ডক্টর ক্যাম্বেল পরীক্ষামূলকভাবে চা গাছের বীজ পোঁতেন। অচিরেই গাছ হয়। এরপর লেবং অঞ্চলে প্রথম চা বাগান তৈরি করেন মেজর গ্রামলিন। অসমের পর, খুব দ্রুত, দার্জিলিং পাহাড় চা বাগানে ছেয়ে যায়। কিন্তু ডুয়ার্সের মাটিও যে চা চাষের উপযুক্ত সেটা ব্রিটিশরা বুঝেছিল ১৮৭৪ সালে, যখন গজলডোবায় ব্রুহাম সাহেব প্রথম চা বাগান তৈরি করলেন। তবে প্রচেষ্টা চলছিল তার আগে থেকেই।

ফলে, ১৮৬৯ সালে জেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই, জলপাইগুড়ি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। সেখানেই ইউরোপিয়ানরা প্রতিষ্ঠা করলেন সমতলের সবচাইতে পুরোনো চার্চটি। জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরের উলটোদিকের সেন্ট মাইকেলস অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল নামের সেই চার্চ তৈরি হয়েছিল ১৮৬৪ সালে।

প্রোটেস্টান্টদের এই চার্চে দেখেছি অতীতের বিভিন্ন স্মৃতি। চার্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত মানুষের স্মৃতিসৌধগুলি দেখে মন খারাপ হয়েছিল। চুন সড়কি নির্মিত চার্চটির ভেতরে বেলজিয়াম কাচের জানলা আর ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা ঘণ্টাটির অক্ষত চেহারা অবশ্য শান্তি দিয়েছিল। নয়াবস্তির ব্যাপ্টিস্ট চার্চের নির্মাণকালও ১৮৮৩ সাল। প্রাচীনত্বে সেটিও কম নয়। এই জেলার চা বাগান এলাকায় অর্থাৎ মালবাজার, চালসা, মেটেলি, বিন্নাগুড়ি ইত্যাদিতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বয়সে ও প্রবীণ ও নবীন বহু চার্চ।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনিতে রয়েছে এই অঞ্চলের সবচেয়ে পুরোনো চা বাগান। তাই সেন্ট মেরিস ক্যাথলিক, সেন্ট পিটার্স, আটিয়াবাড়ি ও কালচিনি ব্যাপটিস্ট চার্চ ইত্যাদির অনেকেই শতবর্ষ উত্তীর্ণ। তবে সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল কেউই বলতে পারলেন না। আলিপুরদুয়ারের শামুকতলার কাছে খোয়ারডাঙ্গার নারারথলি প্রেসবিটেরিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চ তৈরি হয়েছিল ১৯১৩ সালে। চার্চের অন্যতম কর্মকর্তা নিবারণ নার্জিনারি বললেন, খুব কাছের মহাকালগুড়িতে আর একটি চার্চ নির্মিত হয় ১৯০৭ সালে। তবে সেটি নারারথলির চার্চের চাইতে আকারে ছোট। এখানে সিএনআই ও ব্যাপটিস্ট চার্চও রয়েছে। অসম সংলগ্ন এই অঞ্চলটি চার্চ, মন্দির, গুরদোয়ারা, মসজিদ নিয়ে যেন এক টুকরো ভারত।

৩০ নভেম্বর, ১৮৪৩ সালে সেন্ট অ্যান্ড্রুজের জন্মদিনে দার্জিলিংয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল উত্তরের সবচেয়ে প্রাচীন চার্চটির। দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন বিশপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে কাটিয়ে নির্মাণ শেষ হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। ১৮৯০-'৯১ সালে কালিম্পংয়ে আসা প্রথম স্কটিশ মিশনারির নামে নির্মিত হয় ম্যাকফারলেন চার্চ।

উত্তরের বহু জায়গায় সেভেনথ ডে অফ অ্যাডভ্যানটিস্টদের দেখা যায়। এঁদের অধীনে সারা বিশ্বে রয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি প্রাথমিক এবং প্রায় আড়াই হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রায় সাড়ে তিনশো হাসপাতালের পরিচালনাও করছেন এঁরা। ফালাকাটায় রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুল ও সংলগ্ন চার্চটি এঁদের অধীনে। জানলাম, ১৯৪৯ সালে কার্মাটার থেকে এমজি চ্যাম্পিয়ন ও সিজে জেনসন নিজেদের স্কুলকে ফালাকাটায় সরিয়ে নিয়ে আসেন। চার্চও প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এঁদের প্রথম চার্চ তৈরি হয়েছিল ১৯৪১ সালে আলিপুরদুয়ারের চকোয়াখেতিতে। তারও আগে মালদা শহরের কুড়ি কিমি দূরের রোহনপুরে উপেন্দ্রনাথ হালদার ও জিতেন সরকারের হাত ধরে ধর্মপ্রচার শুরু হয়।

মালদা স্টেশন থেকে সামান্য দূরে কানির মোড়ের কাছে খ্রিস্টান ফেলোশিপ চার্চ অর্ধ শতাব্দীর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ভারতে এই চার্চের যাত্রা শুরু। এমনিতে মালদা জেলায় সেভাবে খুব বেশি চার্চ দেখা যায় না। তবে ইংলিশবাজারে ক্যাথলিক চার্চ, এনইএলসি চার্চ দেখেছি। এগুলির মধ্যে এনইএলসি চার্চটি পুরোনো ও আকারে বড়। আদিনা ওল্ড মালদার মাঝেও একটি চার্চ বহুদিনের। রেলপথ থেকেই সেটি দৃশ্যমান। রায়গঞ্জের সেন্ট জোসেফ দ্য ওয়ার্কার ক্যাথিড্রাল ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়। এই সুদৃশ্য চার্চটি ২০০৭ সালে নির্মিত হয়। গথিক থেকে রেনেসাঁ এবং রোমান থেকে গ্রিক শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে নির্মাণে। তিরিশ হাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন ক্যাথিড্রালের উদ্বোধনের দিন। বালুরঘাটে জয়ফুল ফেলোশিপের চার্চ বাদেও রয়েছে সিএনআই ক্যাথিড্রাল চার্চ। ইসলামপুরের ক্যাথলিক ও ব্যাপটিস্ট চার্চ দুটিও বেশ পুরোনো।

উত্তরের বেশ কিছু চার্চ হেরিটেজ স্বীকৃতির যোগ্য। দুর্ভাগ্য সেটি আজও সম্ভব হয়নি। শেষ জনগণনা অনুযায়ী, উত্তরের ১৩.৫৩ শতাংশ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষের ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকেই উদাসীন। ফলে ক্রিসমাস ক্যারল আর বড়দিনের কেকের স্বাদ মিটলেই চার্চ নিয়ে চর্চাও থমকে যায়।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

আজ

১৯২৪

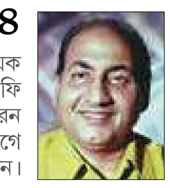

কিংবদন্তি গায়ক মহম্মদ রফি জন্মগ্রহণ করেন ১০০ বছর আগে আজকের দিনে।

২০১৮

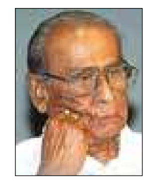

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিশিষ্ট গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের।

আলোচিত

মমতা ব্যানার্জি আজ আমার লজ্জা নাটকটি পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করলেন। যারা বলেছে দাঙ্গা বাধাবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, শিল্প সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করা হয় কেন? শিল্পী সাহিত্যিকের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় কেন?

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন এক রূপান্তরকামী। যাত্রীদের উদ্দেশে এয়ার হোস্টেসদের কায়দায় তিনি বলেন, 'ট্রেনে স্বাগত। আমাদের ট্রেন ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাসে রওনা হতে চলেছে।' পরে যোগ করেন, 'টিকিটের টাকা শেষ। অনুগ্রহ করে নেমে যান। ধন্যবাদ।' তাঁর বাচনভঙ্গিতে মোহিত সহযাত্রীরা।

ভাইরাল/২

যুগলকে বৈদ্যুতিন খুঁটিতে বেঁধে মারধরের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। বিহারের মুজফফরপুরের তরুণ ওই তরুণীটিকে ভালোবাসতেন। সেই 'অপরাধে' একদল লোক তাঁদের বৈদ্যুতিন খুঁটিতে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জনমন

জনমত

আইনসভা সহ সর্বত্র দৃষ্টিহীনদের জন্য আসন সংরক্ষণ চাই

আর পাঁচজন নাগরিকের মতো দৃষ্টিহীনরাও গণতন্ত্রের উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে খুবই ভালো লাগে। ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে দৃষ্টিহীনদের। কিন্তু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না দৃষ্টিহীনরা। আসন সংরক্ষণ ছাড়া দৃষ্টিহীনদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া কষ্টকল্পনা মাত্র। যদিও সংরক্ষণ ছাড়াই প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন সাধন গুপ্ত।

যাইহোক, দৃষ্টিহীনদেরও ইচ্ছে হয় বৃহত্তর সমাজের অঙ্গ হিসাবে দেশের কাজে লাগতে। দৃষ্টিহীনদের এই দাবি দীর্ঘদিনের। লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা, বিধান পরিষদ, পুরসভা, পঞ্চায়েত - সর্বত্র দৃষ্টিহীনদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন এবং ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণ থাকা অপরিহার্য।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন, আপনারা একটু সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করে দৃষ্টিহীনদের আইনসভা সহ সর্বত্র নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দিন।

বিপদতারণ দাস,
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

ডিমের মূল্যবৃদ্ধিতে পুষ্টিতে টান

ডিম নিয়ে কিছু কথা না বলে পারছি না। কিছুদিন আগেই যে ডিম ছিল পাঁচ টাকা, এখন সেই ডিম কিনতে হচ্ছে আট টাকায়। এক বছরের মধ্যে এমনকি হল যে, ডিম এত মহার্ঘ হয়ে গেল!

এদিকে সংবাদমাধ্যমে দু'দিন আগেই জানতে পেরেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যান ও পশুপালন মন্ত্রক থেকে ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ সেরার স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা কি সেরা হওয়ার নমুনা? যদি সাধারণ মানুষের জন্য এই সেরা হওয়ার তকমা কোনও কাজেই না আসে তাহলে সেই সেরা হওয়া মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, ব্যবসায়ীরা যে ডিমের জোগানের ঘাটতির কথা বলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন সেটা কি বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য? নাকি সত্যি সত্যিই ডিমের ঘাটতি আছে? তাহলে উৎপাদনে সেরা হওয়ার কথাটার মধ্যে তো দ্বিচারিতা প্রকাশ পায়। সরকার সেরা হওয়ার গল্প শোনাচ্ছে আর ব্যবসায়ীরা বলছেন ঘাটতি আছে। তাহলে কোনটা সত্যি? টাস্ক ফোর্সই বা কী করছে?

নিয়ন্ত্রণ চাই, নিয়ন্ত্রণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ, যাতে গরিব জনসাধারণ ডিমভাত খেয়ে ন্যূনতম পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে।

সমীরকুমার বিশ্বাস,
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা এক গানের মানুষ

উত্তরবঙ্গের মেয়ে বাসবী দত্ত রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম নাম। রবিবার প্রয়াত হলেন শান্তিনিকেতনে বেড়ে ওঠা এই শিল্পী।

সৌমিত্র রায়

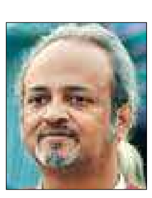

আমাদের ছোড়দি যে এত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন, কখনও সেটা ভাইবোনদের বুঝতেই দেননি। অথচ গায়িকা হিসেবে বাসবী দত্তের ব্যাপ্তি কতখানি, সেটা আমি বুঝতে পারি বছর কয়েক আগে। যখন কলকাতার সংগীতমেলাতে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার সঙ্গে আলাপ করতে যাই। সেখানে নিজেকে পরিচয় দিয়েছিলাম বাসবীর ভাই বলে। তাতেই কত খাতির পেয়েছিলাম। সেটা ভোলার নয়।

শুধু কি তাই? বাংলার ইন্দ্রাণী সেন, শ্রাবণী সেন থেকে শুরু করে অসামান্য প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবার কাছেই আমার পরিচয় ছিল বাসবীর ভাই বলে।

শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা ছোড়দির। ওঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা সেন। কণিকা আমাদের ছোড়দিকে চিঠি লিখতেন। সেটাও ছোড়দির কাছেই দেখেছি। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে আমাদের বাড়িতে যখন সব ভাইবোন জড়ো হতাম, তখন ছোড়দি সবাইকে নিয়ে নাটকের আয়োজন করতেন। একবার কোনও এক নাটকে আমার গোঁফের প্রয়োজন পড়েছিল। ছোড়দি বাড়ির সোফার থেকে তুলো বের করে তা থেকে গোঁফ বানিয়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন আমায়। তার জন্য জেঠিমার কাছে সেদিন বকা খেতে হয়েছিল ওঁকে। আমার জেঠিমা মানে ছোড়দির মা।

প্রাণচঞ্চল ছোড়দি যৌথ পরিবারে আমাদের ছোটদের পালের গোদা ছিলেন। ছিলেন সব দুষ্টুমির মাথা। প্রতিবছর পুজোর সময় ছোড়দি সব ভাই-বোনদেরকে নিয়ে ভোরবেলা ফুল তুলতে বেরোতেন। ছোড়দিকেই প্রথম দেখেছিলাম বাড়িতে কোনও মহিলা ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে একদম সঠিক ছন্দে আরতির বোলগুলো বাজাতে। আমাদের গৃহদেবতা রামকানুর মন্দিরে কীর্তনের সময় নিজের আবেগে নেচে নিতেন। মা দুর্গার সামনের আলপনা দিতেন। মালাগুলো গাঁথতেন। দোলযাত্রার সময় খালি পায়ে রামকানুর দোল পাহারা দিয়ে নাচ ফিরায় গোটা গ্রাম ঘুরতেন। তার মধ্যে হঠাৎ হয়তো এসে বলতেন 'এই টাংরু শোন, তোর গলায়, রবীন্দ্রনাথের ওই বাউল অঙ্গের গানটা ভালো শোনাবে।'

ছোড়দিকে একবার জোর করেই নিয়ে যাই এইচএমভি-র স্টুডিওতে গান রেকর্ড করাতে। কারণ আমার মনে হয়েছিল ওই স্টুডিওর দক্ষ মিউজিশিয়ানদের সংগতে দিদির গলায় বৈঠকি গান আরও ভালো হবে। হয়েছিলও তাই। রেকর্ডের পর ছোড়দি আপ্লুত হয়েছিলেন। সেটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া।

আমার রবীন্দ্রসংগীতের অনুপ্রেরণায় ছিলেন ছোড়দি। সব দুষ্টুমির মাথা, আবার সব সৃষ্টিরও অনুপ্রেরণা। বৈঠকি ঘরানার গান দিদির গলায় খুব ভালো ফুটত। করেছেনও অনেক গান।

একবার ছোড়দি আমাকে ওঁর গ্রুপ প্রদোষে নিয়ে গিয়েছিলেন গান গাইবার জন্য। সেটা আবার রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হবে। দুরু দুরু বক্ষে সেদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেয়েছিলাম 'আমায় গাহিতে বলো না আর'। গান শেষে ছোড়দির মুখে প্রশংসা শুনে বুক ভরে গিয়েছিল।

ছোড়দিকে ২১টা রবীন্দ্রসংগীতের তালিকা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম তুলে দিতে। কিন্তু সেটা আর হল না। পড়ে থেকে গেল তালিকা।

শিল্পী মন অসাধারণ ছিল। আবার লড়াকুও ছিল। ১৫ বছর ধরে ক্যানসার নিয়ে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন ওইজন্য। এই তো দিনকয়েক আগের কথা। ছোড়দি তখন নার্সিংহোমে আইসিইউতে শুয়ে। সংগীতশিল্পী সৃজন দেখা করতে এসেছেন। ছোড়দি বললেন সৃজনকে গাইতে। সৃজন গান শুরু করলেন। ছোড়দি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন। জীবনীশক্তিতে ভরপুর না হলে এরকম করা যায় না।

(লেখক গায়ক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল–ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০২১

পাশাপাশি : ১। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা বনদেবী ৩। মনস্তাপ থেকে শোকের বহিঃপ্রকাশ ৫। নিজে ভোগ না করে পরের সুখের জন্য পরিশ্রম ৬। গানে ডাহুক যে গাছের ডালে বসে ডাকে ৭। হিংস্র বন্য প্রাণী ৯। এ রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র ১২। আগলানো, সতর্ক করা বা সংযত করা ১৩। অচল বা অপ্রচলিত।

উপর-নীচ : ১। বাংলা ব্যাকরণের একটি সমাস ২। বিন্যস্ত চুল জড়িয়ে বাঁধা ৩। সোচ্চার হওয়া ৪। যে মেঘে বৃষ্টি হয় ৫। প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন শিকারি পাখি ৭। গলার মালা অথবা পরাজয় ৮। যে ছেলের বয়স এখনও ১৮ পূর্ণ হয়নি ৯। যৌবনে পদার্পণের সময় গলায় আওয়াজ ভারী হওয়া ১০। প্যাচপ্যাচে কাদা বা কর্দমাক্ত ১১। সোনা বা রুপোর অলংকার।

সমাধান ■ ৪০২০

পাশাপাশি : ১। আসকে ৪। তস্কর ৫। হাবা ৭। নন্দন ৮। শরিকানা ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। লিলি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। আজান ২। কেতন ৩। দরবেশ ৬। বাহানা ৯। নেপালি ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লণ্ঠন।

ভাইরাল

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কড়া পদক্ষেপ

আবাস যোজনা নিয়ে কোনওরকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে কড়া পদক্ষেপ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিল নবান্ন। চার দফা পদক্ষেপ করতে জেলা শাসকদের বলা হয়েছে।

তৃণমূলের মিছিল

সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা অপমানজনক মন্তব্য করেছেন অভিযোগে সোমবার রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল করল তৃণমূল।

কাজ শেষের নির্দেশ

টেট-এর প্রশ্ন ভুল খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নিযুক্ত কমিটিকে সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৮ সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন।

দক্ষিণে গরম

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে দক্ষিণবঙ্গে বাধা পাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। তার ফলে দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ নেই। বড়দিনও 'গরমে' কাটবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

ধান কেনা নিয়ে স্বীকারোক্তি খাদ্যমন্ত্রীর

'দুর্নীতি রোধ অসম্ভব'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : চাষিদের কাছে সরকারের ধান কেনা একশোভাগ ত্রুটি ও দুর্নীতিমুক্ত করা বাস্তবে কখনই সম্ভব নয়। হাজার নজরদারি ও সিসিটিভি লাগালেও তা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না। অকপট স্বীকারোক্তি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের। অথচ ধান কেনার শিবিরগুলিতে মহাজন ও ফড়েদের দৌরাত্ম্য বন্ধে অতিসম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং দলের বিধায়কদের মুখে অভিযোগ শুনে কড়া পদক্ষেপ করেন। তাঁর নির্দেশে তড়িঘড়ি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। ঠিক হয়, ধান কেনার সরকারি শিবিরগুলিকে সিসিটিভির মাধ্যমে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। শিবিরগুলিতে নিয়মিত নজরদারি রাখতে হবে জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই নিয়ে হস্তক্ষেপ করায় বিষয়টির গুরুত্ব প্রশাসনিক

মহলে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। নির্দেশ মতো কাজও শুরু হয় জেলায় জেলায় সংশ্লিষ্ট মহলে।

বিষয়টি নিয়ে সোমবার খাদ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, আদৌ এটা 'ফুল প্রুফ' করা কি বাস্তবে সম্ভব? ধান কেনায় মহাজন ও ফড়েদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে বিবিধ কড়া ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা। সিসিটিভি বসিয়ে কড়া নজরদারির মধ্যে শিবিরগুলিতে চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনা চলছে। সরকারি খাতায় নথিভুক্ত চাষিরা নিজেরাই এসে সরকারের কাছে ধান বিক্রি করছেন।

> কোনও চাষি যদি সঙ্গে করে কোনও ফড়ে বা মহাজনকে সাজিয়ে শিবিরে নিয়ে আসে, সেটা আটকানো কি সম্ভব?
>
> **রথীন ঘোষ**
> *খাদ্যমন্ত্রী*

সুনির্দিষ্টভাবে কোন তারিখে কী পরিমাণ ধান তাঁরা সরকারের শিবিরে বিক্রি করবেন, তাও আগাম তাঁদের জানিয়ে দিতে হচ্ছে। ধান বিক্রির সময় 'বাটা' সংক্রান্ত কোনও ঝামেলা হলে সরকারের গড়ে দেওয়া বিডিও সহ তিন সদস্যের কমিটি সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করবে। সরকারের ধান কেনার এই পুরো প্রক্রিয়াটি শিবিরের সিসিটিভির কড়া নজরদারির ওপর থাকছে। এর ফলে ধান কেনায় দুর্নীতি হলে কী করে তা আটকানো যাবে। আমরা তো নজরদারি রাখছি কড়াভাবেই।

এরপর 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে খাদ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'কোনও চাষি যদি সঙ্গে করে কোনও ফড়ে বা মহাজনকে সাজিয়ে শিবিরে নিয়ে আসে, সেটা আটকানো কি সম্ভব? চাষি কী পরিমাণ ধান বিক্রি করতে পারবে, তাও তো বেঁধে দিয়েছি আমরা। একবারে ৯০ কুইন্টালের বেশি নয়। এরপর অভিযোগ উঠলে তো খাদ্য দপ্তরের কিছু করার নেই।' স্পষ্ট মন্তব্য খাদ্যমন্ত্রীর। 'তাছাড়া কোন চাষি কতটা ধান উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে তাও তো সুনির্দিষ্টভাবে আমরা রেকর্ড করে রেখেছি। ফড়ে ও মহাজনদের দু'নম্বরি করার সুযোগ কোথায়?', তাঁর প্রশ্ন।

খাদ্যমন্ত্রী এদিন জানান, 'এবার সরকারের ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন। এদিন পর্যন্ত আমরা ২০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান চাষিদের কাছ থেকে কিনেছি। গত নভেম্বর ও চলতি ডিসেম্বরে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা বেশি। আশা করছি, এবছর আমরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে পারব।'

শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা শুরুর আগে ছাতিমতলায় উপাসনায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা। -পিটিআই

'লজ্জা' প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা বাংলায়

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : তসলিমা নাসরিনের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'লজ্জা'-কে অবলম্বন করে নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হল এরাজ্যে। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা ও হুগলির পাণ্ডুয়ার নাট্য উৎসবে 'লজ্জা' নাটকটির প্রদর্শন হওয়ার কথা ছিল। এভাবে তাঁর লেখা নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করায় ক্ষুব্ধ তসলিমা। এই নিয়ে সমাজ মাধ্যমে পোস্টও করেছেন লেখিকা। তাঁর প্রশ্ন, 'শিল্পী-সাহিত্যিকের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় কেন?'

প্রতিবেশী বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন এপার বাংলার মানুষও। তাঁর লেখা 'লজ্জা' নাটকটিতে এপার বাংলার সংখ্যালঘুদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাতেই পুলিশ ওই নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন লেখিকা। হুগলির পাণ্ডুয়ার ডায়মন্ড ক্লাবের সপ্তাহব্যাপী নাট্য উৎসবে ২৯ ডিসেম্বর সন্ধে ৭টায় নাটকটি প্রদর্শিত হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় শশীভূষণ সাহা হাইস্কুলে। নিউদিল্লির নবপল্লি নাট্য সংস্থার এই নাটকটি নির্মাণ করেছেন সোমা ও বিশ্বজিৎ সিনহা। পরিচালকও বিশ্বজিৎ সিনহা। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রচারও করা হয়েছে। সম্প্রতি পাণ্ডুয়া থানার পুলিশের তরফে আয়োজকদের বলা হয়েছে, ওই নাটক যেন প্রদর্শিত না হয়। যদিও ডায়মন্ড ক্লাবের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, পুলিশের থেকে কোনও আপত্তি করা হয়নি। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই তাঁরা নাটকটি মঞ্চস্থ না করার সিদ্ধান্ত নেন। পরিবর্তে অন্য নাটক প্রদর্শিত হবে ওইসময়।

এভাবে তাঁর নাটকের প্রদর্শন

> সব নাটক মঞ্চস্থ হবে একমাত্র লজ্জা ছাড়া। একটি নাট্য সংস্থা দিল্লিতে তিনবার পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে। শিল্প-সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করা কেন?
>
> **তসলিমা নাসরিন**

বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ তসলিমা। তিনি বলেছেন, 'সব নাটক মঞ্চস্থ হবে একমাত্র লজ্জা ছাড়া। একটি নাট্য সংস্থা দিল্লিতে তিনবার পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই নাটক মঞ্চস্থ হলে মুসলিমরা নাকি দাঙ্গা বাধাবে। 'লজ্জা'র ঘটনা বাংলাদেশের। কী কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে দাঙ্গা বাধাবে, আমার বোধগম্য নয়। মুসলিমরা দাঙ্গা বাধাবে এই অজুহাত দেখিয়ে আমাকে একসময় পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল। যারা বলছে দাঙ্গা বাধাবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে শিল্প-সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করা কেন? একই অজুহাতে আমার একটি সিরিয়ালের সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল।' তাঁর আক্ষেপ, এই প্রশ্নটি নিয়ে আর কত যুগ একা একা তিনি লড়াই করে যাবেন? আর কারও দায়িত্ব নেই প্রতিবাদ করার?

এ বিষয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাম জমানায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশে তসলিমার 'লজ্জা' উপন্যাসের পাইরেটেড কপিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। একই পথে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ওপার বাংলার উগ্রপন্থীরা যে ভাষায় কথা বলছে, এরাজ্যের মন্ত্রীও সেই ভাষায় কথা বলছেন।' তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'সমাজে অনেক স্পর্শকাতর বিষয় থাকে। সবাই সমানভাবে প্রগতিশীল নন। সমঝদার হন না। এছাড়া ধর্ম নিয়ে ভুল বোঝানোর লোকের অভাব নেই। উসকানি দেওয়ার লোকও কম নেই। এজন্যই পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। বিষয়টি তসলিমাও জানেন।' সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'যে সমস্ত দেশে মৌলবাদের ঝোঁক আছে, সেই সমস্ত দেশে মুক্ত চিন্তার সাহিত্য, নাটক নিয়ে ঝামেলার সম্ভাবনা থাকে।'

চার বছর পর শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা শুরু

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ২৩ ডিসেম্বর : চার বছর পর 'বিশ্ব ঐতিহ্য' শান্তিনিকেতনে ফের শুরু হল পৌষমেলা। বিশ্বভারতীর গৌড়প্রাঙ্গণে সোমবার ভোরে বৈতালিক, সানাই ও উপাসনার মাধ্যমে ১৮১তম পৌষ উৎসবের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয়কুমার সোরেন, জেলা শাসক বিধান রায়, সভাধিপতি কাজল শেখ সহ নানা ভবনের পড়ুয়া, আশ্রমিক ও অধ্যাপকরা।

সোমবার প্রথম দিনই পূর্বপল্লির মাঠে পৌষমেলা মিলনমেলার রূপ নেয়। মোট ১৮০০ দোকান রয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলা চলবে। ২০১৯-এর পর এই প্রথম শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতীর উদ্যোগে পৌষমেলা ফের স্বমহিমায় শুরু হল। শান্তিপূর্ণভাবে মেলা করতে প্রশাসন সব ব্যবস্থা নিয়েছে বলে বিধান রায় জানান। মেলায় থাকছেন তিনশোর বেশি পুলিশকর্মী। তৈরি হয়েছে নজরমিনার, ড্রপগেট, বায়োটয়লেট, পর্যটকদের গাড়ি পার্কিং স্পট। তবে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নিষেধাজ্ঞায় বন্ধ আতশবাজি প্রদর্শনী।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সবুজকলি সেন বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বরাবর গ্রামীণ মেলার পক্ষপাতী। ৭ পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার দিন মেলার পত্তন হয়েছিল। আগে কলকাতার পানিহাটির পেনেটি বাগানে এর সূচনা হয়। কবির কাছে মেলার অর্থ ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের মহামিলন। যা তাঁর লেখায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।'

ডাক্তারদের অবস্থান, রাজ্যের আবেদন খারিজ

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে অভয়ার বিচারের দাবিতে ২০ ডিসেম্বর থেকে ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'। এর আগে জুনিয়ার ডাক্তাররা একই জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন। কোর্টের নির্দেশে ২৬ তারিখ পর্যন্ত ওই অবস্থান চলবে। রাজ্য সরকার এই নিয়ে আপত্তি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল। সোমবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে অবস্থানমঞ্চে জনসংখ্যা ২৫০ থেকে কমিয়ে ১০০ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টিকে রাজ্য সরকারের ফের পরাজয় বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারী সিনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, যতদিন না পর্যন্ত অভয়ার প্রকৃত বিচার পাওয়া যাবে, ততদিন আন্দোলন চলবে। তাঁর বক্তব্য, সিবিআই যেমন প্রকৃত চার্জশিট দেয়নি, তেমনি রাজ্য সরকারও প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার জন্য 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' দিচ্ছে না। এসবের প্রতিবাদেই তাঁদের ফের এই অবস্থান বিক্ষোভ। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলা বিক্ষোভ দেখতে পথচলতি প্রচুর মানুষ এখানে চলে আসছেন। আগের মতোই শুরু হয়েছে স্লোগান। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সিনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সাধারণ মানুষও। সকলেরই একটাই দাবি, অভয়ার বিচার চাই।

সুকান্তদের সময় দিতে নারাজ শীর্ষ নেতৃত্ব

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : চলতি ডিসেম্বরের শেষে দিল্লি থেকে দলের সার্ভার বন্ধ হলেই সদস্য সংগ্রহ অভিযান মুখ থুবড়ে পড়ার ঘোর আশঙ্কা এখন বঙ্গ বিজেপিতে। সোমবার গেরুয়া শিবির সূত্রের খবর, বঙ্গ বিজেপি এখন মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডকে দেখিয়ে রাজ্য দলের সদস্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যেতে চায়। অতি সম্প্রতি বিধানসভা ভোট থাকায় ওই দুই রাজ্যে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান অনেকটাই দেরিতে শুরু হয়েছে। সংগত কারণে ওই দুই রাজ্যে দলকে এই অভিযান চালিয়ে যেতে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হচ্ছে। ব্যতিক্রম অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ। এরাজ্যে দু'বার অভিযানের সময় বাড়িয়েও আশানুরূপ ফল এখনও পাওয়া যায়নি। তাতেই এবার বঙ্গ বিজেপির এই অভিযানের সময় বাড়ানোর আর্জি শুনে একেবারেই বেঁকে বসেছেন দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্ব। সোমবার এব্যাপারে বঙ্গ বিজেপির এক শীর্ষ নেতাকে দিল্লি থেকে দলের এক কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, 'সময় বাড়িয়ে কোনও লাভ হবে কি? দু'বার তো হল। রাজ্যে এই কাজে তো বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব প্রায় ডাহা ফেল। বাংলায় এই ব্যাপারে সময় বাড়ছে। অথচ সদস্য বাড়ছে না।'

সময় বাড়িয়েও দলের সদস্য সংগ্রহে বঙ্গ বিজেপি এখনও পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার থেকে অনেক দূরে, মাত্র প্রায় ২৭ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। লক্ষ্যমাত্রা এক কোটি হলেও তুলনায় এপর্যন্ত মাত্র ২৭ লক্ষ 'নস্যি' বইতো কিছু নয়। এমনই মন্তব্য কেন্দ্রীয় ওই নেতার।

এই অবস্থায় ডিসেম্বরের পরে আর হয়তো সময় থাকবে না বঙ্গ বিজেপির। কারণ, দিল্লিতে দলের এই সংক্রান্ত কাজের সার্ভার বন্ধ হলেও সদস্য সংগ্রহের আর কোনও সুযোগ থাকবে না বঙ্গ বিজেপির। কারণ, পার্টির এই সংক্রান্ত কাজের সার্ভার বন্ধ হওয়া মানেই পরবর্তী কাজগুলি শুরু হবে। সক্রিয় সদস্য করার ফর্ম বণ্টন ও দলের বিভিন্ন কমিটি গঠন এই ধরনের কাজ শুরু হয়ে যাবে বলেই পার্টি সূত্রের খবর এদিন।

চাপের মুখে পড়ে 'মহাগুরু' অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকেও বাংলায় দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামাতে হয়েছে বঙ্গ বিজেপিকে। ফল অবশ্য কিছু তেমন মেলেনি। এযাবৎ সঠিক সদস্য সংগ্রহের সংখ্যা জানাতে অস্বীকার করেছেন এরাজ্যে এই কাজে ভারপ্রাপ্ত নেতা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তবে সংগ্রহের কাজ এখনও সন্তোষজনক। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একপ্রকার বঙ্গ বিজেপিকে জানিয়ে দিয়েছেন, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওদের বিধানসভা ভোট ছিল বলে এই অভিযানে তারা সময় পাচ্ছে। বঙ্গ বিজেপি যথেষ্ট সময় পেয়েছে। আবার কেন?

ফের দিলীপের নিশানায় শুভেন্দু

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : সভাপতি নির্বাচনের মুখে নাম না করে ফের শুভেন্দু অধিকারীকে খোঁচা দিলেন দিলীপ ঘোষ। তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের চেয়ে সিপিএম থেকে আসা নেতারা অনেক শৃঙ্খলাপরায়ণ বলে মন্তব্য করে আসলে শুভেন্দুকেই নিশানা করতে চাইলেন দিলীপ। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে দলের অভ্যন্তরে মত জানানোই উচিত বলে নাম না করে দিলীপকে সমঝে দিলেন শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

'২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক রদবদল আসন্ন। সেই সূত্রেই দলের সম্ভাব্য সভাপতির মুখের চর্চায় কোনও কোনও মহল থেকে উঠে আসছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম। এদিন সেই চর্চা প্রসঙ্গেই দিলীপ বলেন, 'শুভেন্দুবাবুকে সভাপতি করে যদি ভালো হয়, তাহলে উনি অবশ্যই সভাপতি হোন।' এরপরেই দিলীপের তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন, 'ভোটের ফলাফলই সাফল্যের পরিচয়।'

দলকে শক্তিশালী করা নিয়ে পুরোনো বিতর্ক ফের উসকে দিয়ে দিলীপ বলেন, 'পার্টিকে ভাবতে হবে বাইরে থেকে নেতা এনে আমরা এগোচ্ছি না পিছোচ্ছি?' ২০১৪ থেকে রাজ্যে বিজেপিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে কখনও সিদ্ধার্থনাথ সিং, কখনও কৈলাস বিজয়বর্গীয়রা মুকুল রায় থেকে শুরু করে বাম, কংগ্রেস ও তৃণমূল থেকে একাধিক নেতাদের বিজেপিতে এনেছিলেন। এই দলবদলু সাংসদ, বিধায়ক ও নেতাদের নিয়ে বরাবরই দ্বিধায় ছিল বিজেপির একাংশ। '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সেই পথেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে তৃণমূলের রাজ্য স্তরে বড় মাপের সংগঠক ও নেতা ছিলেন। নিজের জেলা সহ দুই মেদিনীপুর, জঙ্গলমহল ও মালদা সহ একাধিক জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ফলে শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তার প্রভাব কাজে আসবে দলের। বহিরাগত নেতাদের প্রসঙ্গে এদিন দিলীপ বলেন, 'পার্টির দেখা উচিত, অন্য পার্টি থেকে শুধু কি নেতারা আসছেন? নাকি অনুগামীরাও আসছেন। নেতার সঙ্গে মানুষ এলে ফল এমন হবে কেন?' গত লোকসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক ছাড়া দক্ষিণবঙ্গ থেকে বাড়তি কোনও আসন আনতে ব্যর্থ শুভেন্দু।

এর মধ্যেই দলবদলুদের মধ্যে আবার তৃণমূল ও বামদের মধ্যে খারাপ - ভালোয় ফারাক টেনে শুভেন্দুকে আরেক দফা খোঁচা দিয়েছেন দিলীপ। দিলীপ বলেন, 'সিপিএম সহ বাম দল থেকে অনেক নেতা বিজেপিতে এসেছেন। তাঁরা কিন্তু ডিসিপ্লিনড শৃঙ্খলাপরায়ণ। ভালো কাজ করছেন। তৃণমূল থেকে যারা এসেছে তারা এখনও বুঝেই উঠতে পারছে না বিজেপিকে। বিজেপির কালচার, সংগঠন এরা জানে না। এই সমস্যা বিজেপিতে রয়েছে।'

দিলীপের মন্তব্যের জবাবে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'বিজেপি শৃঙ্খলাপরায়ণ দল। দিলীপ ঘোষ দলের বরিষ্ঠ নেতা। তবে সাধারণভাবে আমার মনে হয় সাংগঠনিক মতামত দলের অভ্যন্তরেই বলা উচিত।'

মিঠুনের অভিযোগে অস্বস্তিতে বিজেপি

পূর্ব বর্ধমানে পদ্ম দপ্তরে মিঠুন চক্রবর্তী। সোমবার। -প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : সদস্য সংগ্রহে এমনিতেই ল্যাজেগোবরে বিজেপি। তারই মধ্যে শেষবেলার অভিযানে গতি আনতে মিঠুন চক্রবর্তীর মতো সেলেব্রিটিকে মাঠে নামিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু গতি আনতে গিয়ে হিতে বিপরীত করলেন মিঠুন। যার জেরে শেষপর্যন্ত সদস্যতা অভিযান থেকে মিঠুনকে সরিয়ে নিল বিজেপি। সম্প্রতি হুগলিতে সদস্যতা অভিযানে গিয়ে বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ করেন মিঠুন। দলের একাংশের মতে, মিঠুনের মন্তব্য হুগলি সহ গোটা রাজ্যেই দলকে আরও বেশি গাড্ডায় ফেলে দিল।

সম্প্রতি, হুগলিতে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সংসদীয় এলাকায় বিজেপির সদস্যতা অভিযানে গিয়ে মিঠুন বলেন, দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই লকেটকে হারতে হয়েছে। এখানে সবাই ওর হয়ে কাজ করলে লকেটকে হারতে হত না। জেতা বিধানসভায় আমাদের হারতে হয়েছে। এখানে এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরব। সংগঠন তলানিতে।

দলের সদস্য সংগ্রহ লক্ষ্যপূরণ করতে না পারায় রাজ্য বিজেপি অকৃতকার্য হয়েছে বলে বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পান্ডে। আর সেই সদস্যতা অভিযানে গিয়েই মিঠুনের সংগঠনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে এহেন মন্তব্যে বিপাকে পড়েছে দল।

কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তী আবার যে-সে নেতা নন। তিনি বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য। ফলে তাঁর সমালোচনায় অস্বস্তিতে পড়লেও ঢোঁক গিলতে হচ্ছে বঙ্গ বিজেপিকে। মিঠুনের মন্তব্য প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'মিডিয়ার থেকে শুনে নয়, মিঠুন চক্রবর্তীর মুখ থেকে শুনে এ বিষয়ে যা বলার তা বলবেন।' সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে মিঠুনের সঙ্গে কথা বলব।' কেমন চলছে হুগলি জেলায় সদস্য সংগ্রহ। এই জেলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিন লক্ষ। হয়েছে মাত্র ৫১ হাজার।

বিধানসভা চত্বরে ফুলের প্রদর্শনীতে বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ সহ অন্য আধিকারিকেরা। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

নিয়োগ দুর্নীতির চার্জ গঠন হল না

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় সোমবারও চার্জ গঠন হল না নিম্ন আদালতে। এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নতুন করে আবেদন করতে চেয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও পুত্র। তাই চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সোমবার নিম্ন আদালত থেকে এই মামলায় জামিন পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। চার্জ গঠনের জন্য এদিন আদালতে সশরীরে হাজির করানো হয় পার্থ, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র, অয়ন শীল, সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়দের। এছাড়াও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ও বিদেশ থেকে পার্থর জামাই কল্যাণময়ও সশরীরে হাজির ছিলেন। অভিযুক্তদের তরফে আদালতে আবেদন করা হয় ইডি'র জমা দেওয়ার চার্জশিটের তদন্তের শুরুতে তাঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তার সঙ্গে সম্প্রতি জমা দেওয়া চার্জশিটে ফারাক রয়েছে। সেখানে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। ইডি'র দেওয়া ১০ হাজার পাতার নথি পড়া সম্ভব হয়নি। ইডি এখনও আদালতের নির্দেশ মতো সমস্ত পক্ষকে নথি দিতে পারেনি। এই মামলায় তাদের কোনও যোগ নেই। নতুন করে আবেদন জানানো হলে শুনানিতে আবার সময় লাগবে ফলে চার্জ গঠন আরও পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

এদিন নিম্ন আদালতে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় চার্জ গঠনের কথা ছিল। ফলে মামলার সমস্ত পক্ষ সশরীরে হাজিরা দেন। বিদেশ থেকে আসেন পার্থর জামাই কল্যাণময়। তিনি এদিন আদালতে জানান, ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করলেও কখনও গ্রেপ্তার করেনি। তারপর তাঁকে ১০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেন বিচারক।

বিধায়কদের গ্রুপ ঘিরে ক্ষোভ

অপ্রয়োজনীয় পোস্ট করতে মানা দলনেত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন বিধায়কদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই গ্রুপের গ্রুপ অ্যাডমিন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কিন্তু সেখানে গঠনমূলক কোনও আলোচনা তো দূরের কথা, বিধায়করা তাঁদের সারাদিনের কর্মসূচির ছবি পাঠাতেই ব্যস্ত। কেউ কেউ আবার শুধুমাত্র 'গুড মর্নিং' ও 'গুড নাইট' পাঠাতে শুরু করেছেন। এই গ্রুপটির ওপর নজর রাখার জন্য অরূপ বিশ্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এই ধরনের মেসেজ আসার পরই বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। এরপরই অরূপ ওই গ্রুপে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কোনওভাবে এই জাতীয় মেসেজ এই গ্রুপে করা যাবে না। বিধায়কদের সমস্যা বা কোনও খবর থাকলে তা শুধু এই গ্রুপে জানাতে হবে। এই ঘটনায় কিছুটা হলেও গ্রুপে অপ্রয়োজনীয় মেসেজ আসা সোমবার থেকে বন্ধ হয়েছে।

২ ডিসেম্বর বিধানসভায় নৌসর আলি কক্ষে দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি পরিষদীয় দলের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করার নির্দেশ দেন। তার আগে দলীয় বিধায়ক হুমায়ুন কবীর সহ একাধিক জন দলের নির্দেশিকার বাইরে মন্তব্য করছিলেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, কারও কোনও বক্তব্য থাকলে ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানাতে হবে। বাইরে প্রকাশ করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো অরূপ বিশ্বাস ওই গ্রুপ তৈরি করেন। কিন্তু দেখা গিয়েছে, গত এক মাসে কোনও বিধায়কই ওই গ্রুপে কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব দেননি। বরং তাঁরা গুড মর্নিং ও গুড নাইট লিখতেই ব্যস্ত।

তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ অনুযায়ী এই গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলেন অরূপ। যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। দলের ২২৫ জন বিধায়কই এই গ্রুপে আছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অধিকাংশ বিধায়কই এই গ্রুপ খুলেও দেখেন না। তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতা বলেন, 'দলের শৃঙ্খলারক্ষা করতেই মুখ্যমন্ত্রী এই গ্রুপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমস্ত হাবিজাবি পোস্ট হচ্ছে। এটা কোনওভাবেই করা যায় না। বিধায়কদের তা জানিয়ে দিয়েছেন অরূপ।' তৃণমূল সূত্রে খবর, রবিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়কদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অরূপের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অরূপ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ কোনও অভাব-অভিযোগ জানাননি। এমনকি ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন, কোন বিধায়ক কী ধরনের পোস্ট করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তখনই তিনি অরূপকে নির্দেশ দেন, গ্রুপে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে যে, কোনও হাবিজাবি পোস্ট চলবে না।

নিষ্ঠুরতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ আদালতের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : স্বামীর অমতে তাঁর বাড়িতে স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোকেদের দীর্ঘদিন থাকা স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরতার সমান বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। একটি বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার নির্দেশ দিতে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। দীর্ঘদিন স্ত্রীর পরিবার ও বন্ধুবান্ধব আবেদনকারী স্বামীর বাড়িতে ছিলেন। এই বিষয়ে মত ছিল না স্বামীর। তাই বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে নিম্ন আদালতে আবেদন জানালেও লাভ হয়নি। নিম্ন আদালত স্বামীর আবেদন খারিজ করে দেয়। তারপর বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কোলাঘাটের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্ত্রীর বাপের বাড়ি বা পরিচিতদের দীর্ঘদিন স্বামীর বাড়িতে থেকে যাওয়া নিষ্ঠুরতার সমান।

মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল

শিলিগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : এনজেপি আসার পথে বেলাকোবা ও আমবাড়ি রেলস্টেশনের মাঝে বিকল হয়ে পড়ল মালগাড়ির ইঞ্জিন। এর জেরে সোমবার রাতে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। আলিপুরদুয়ারের দিক থেকে এনজেপি আসার ডাউনলাইন বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে থমকে যায় গুয়াহাটি-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ও লোহিত এক্সপ্রেসও। পরে তা আপলাইন দিয়ে এনজেপির উদ্দেশে রওনা হয়। এই কারণে এদিন এনজেপি স্টেশনে সাইরেন বাজানো হয়। বেলাকোবার স্টেশন মাস্টার বিভাস দেব জানান, ডাউনলাইনের ট্রেন আপলাইন দিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু জরুরি পরিস্থিতিতে এটা করতে হয়েছে। এনজেপি থেকে রিলিফ ট্রেন গিয়ে মালগাড়িটিকে টেনে নিয়ে আসে।

ঘরে আগুন

কিশনগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে কিশনগঞ্জের দুটি আলাদা জায়গায় আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে থাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কোনওভাবে আগুন ধরে গিয়েছিল। পরে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, গাছপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে আগুনে তিনটি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। অনেক পরে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলে অভিযোগ। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাশ-ফেল

প্রথম পাতার পর

বরং আরও বেশি যত্ন নিয়ে সেই পড়ুয়াকে শেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে। সেজন্য ক্লাস টিচারকে অতিরিক্ত নজর দিতে বলা হচ্ছে। সমস্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় ও সৈনিক স্কুলগুলিতে এই নীতি কার্যকর করতে চলেছে কেন্দ্র।

তবে সেই নির্দেশিকা রাজ্যগুলি কার্যকর করবে কি না, সেটা তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অবশ্য প্রথম থেকেই স্কুলে পাশ-ফেল প্রথা চালু রাখার পক্ষে। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০১৯ সালেই সেই ঘোষণা করেছিলেন। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের নির্দেশিকা পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করায় কোনও বাধা থাকবে না।

এর ফলে কোনও ছাত্রছাত্রী দু'বারের চেষ্টায় ফেল করলে পরের ক্লাসে প্রোমোশন পাবে না বটে, তবে ওই ক্লাসে পরের বছর আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। স্কুল তাকে বহিষ্কার করতে পারবে না। বরং তার শিক্ষায় গলদ কোথায়, তা খুঁজে বের করে তার প্রতি আরও ভালোভাবে নজর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে স্কুলকে। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তাঁর মতে, ২০০৯ সালের শিক্ষানীতিতে পঞ্চম থেকে দশম পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। ওইসময় দেশজুড়ে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছিল। পবিত্রর বক্তব্য, 'সম্ভবত সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করছেন কেন্দ্রের আইনপ্রণেতারা। তাঁরা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের দিকে নজর দিতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভালো। কারণ এতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের দুর্বলতা জানতে পারবে। সারাবছর তারা কতটা পড়াশোনা করেছে, সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হবে।'

কিন্তু কেন্দ্রের নতুন নীতির সঙ্গে সহমত নয় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস।' এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'এতে স্কুলছুটের সংখ্যা ফের বাড়ার সম্ভাবনা থাকছে।' তাঁর যুক্তি, যে পড়ুয়া দ্বিতীয়বারও ফেল করবে, সে আর স্কুলে যেতে চাইবে না। কারণ, তাতে তার সম্মানে লাগবে। চন্দনের বক্তব্য, এসব না করে বরং স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নতি ও শিক্ষকদের গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া উচিত।

মাশুল গুনলেন দুই প্রতিবাদী মহিলা

অত্যাচারের কাহিনী

১ বন্ধুর মা'কে প্রায়শই কুপ্রস্তাব দিচ্ছিলেন এক তরুণ। মহিলা নিজে তার প্রতিবাদ করেন। এরপর বয়সে ছোট নাবালক 'বন্ধু'ও মায়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে প্রতিবাদ জানায়। ঘরে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তরুণ।

২ পণের অর্থ দিতে না পারায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে পারছিলেন না বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা এক তরুণী। অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। যদিও এরপরই ঘটে বিপত্তি। রবিবার রাতে তরুণীকে স্বামী মারধর করে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : 'নারী তুমি প্রতিবাদী হও, নারী তুমি দুর্বল নও'। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই শব্দবন্ধটি খুব একটা অপরিচিত নয়। কিন্তু প্রতিবাদেও যে অত্যাচার থামে না, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে থাকল শহর শিলিগুড়ির জোড়া ঘটনা। দুটি ঘটনাতেই প্রতিবাদ করে মাশুল গুনতে হল দুই মহিলাকে।

ঘটনা এক, বন্ধুর মা'কে প্রায়শই কুপ্রস্তাব দিচ্ছিলেন এক তরুণ। মহিলা নিজে তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তরুণ তা শোনার পাত্র নয়। এরপর বয়সে ছোট নাবালক 'বন্ধু'ও মায়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু উলটে মার খেতে হয় তাকেই। অগত্যা থানায় অভিযোগ জানানো ছাড়া উপায় ছিল না মহিলার কাছে। তখনও অবশ্য তিনি পরের ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য ওই তরুণ মহিলার ঘরে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তরুণ। মহিলা চিৎকার শুরু করলে সেদিনের মতো তিনি পালিয়ে যান। উপায়ান্তর না পেয়ে মহিলা থানায় আরও একটি অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ তরুণকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তুললে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঘটনা দুই, চাহিদামতো পণের অর্থ দিতে না পারায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে পারছিলেন না বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা এক তরুণী। ঘটনায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যের বিরুদ্ধে মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। যদিও এরপরই ঘটে বিপত্তি। বিষয়টি জানাজানি হতেই রবিবার রাতে তরুণীকে তাঁর স্বামী বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন হয় যে, তরুণীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরপর মহিলা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত বিষ্ণু শা-কে।

প্রথম ঘটনার মোড় অন্য জায়গায়। অভিযুক্ত তরুণ সম্পর্কে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার ভাইপো। ফলে ঘটনায় 'চাপ বাড়ছে' মহিলার ওপর। তৃণমূল নেতার পালটা দাবি, তাঁর ভাইপোকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

মহিলা বলছেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই ও আমাকে কুপ্রস্তাব দিচ্ছিল। রাজি না হওয়ায় হুমকি দিতে শুরু করে। আমার ১৭ বছরের ছেলে সেটার প্রতিবাদ করলে, ওকেও দেখে নেওয়ার কথা বলে। এরপর ১৯ তারিখ ছেলে বাড়িতে না থাকায় ও ঘরে ঢুকে আমাকে মারধর করতে শুরু করে। পরে ছেলেকেও মারধর করা হয়।' কিশোরের মাথায় গুরুতর চোট লাগায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০ তারিখ খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। ওই রাতেই অভিযুক্ত মহিলার ঘরে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। সেদিন পালিয়ে গেলেও ২১ তারিখ ফের এসে অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেন। অভিযোগ, সেদিনও তরুণ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসেন।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলছেন, 'আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয়টা জানা নেই। তবে একটা ঘটনা হয়েছে। পুলিশ পুলিশের কাজ করবে।' আরজি কর চিকিৎসক তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর নারী নিরাপত্তা নিয়ে ঢের আন্দোলন হয়েছে। রাস্তায় নামা মহিলাদের একটা বড় অংশই দাবি করে এসেছেন, সমাজ তাঁদের কণ্ঠরোধ করছে। সোমবার প্রকাশ্যে আসা দুটো ঘটনা সেই দাবিকেই প্রমাণ করছে।

শুধু তোমার পরশ চাই। ক্যাথলিক বিশপস কনফারেন্সের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার।-পিটিআই

বড়দিনের আগে পাহাড়ে পর্যটকের ঢল

শৈলশহরে পৌঁছাতে হঠাৎ ভাড়া দ্বিগুণ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : ডিসেম্বরের রোদ ঝলমলে আবহাওয়ায় পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের ঢল নেমেছে দার্জিলিংয়ে। বড়দিনের আগে কলকাতা তো বটেই, দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রকৃতিপ্রেমিকরা এসে নামছেন এনজেপিতে। এরপর পাড়ি দিচ্ছেন শৈলশহরে। আর এই সুযোগে একশ্রেণির গাড়িচালক দ্বিগুণ ভাড়া হাঁকছেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে পর্যটকদের অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যদিও বেশি ভাড়া চাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে গাড়িচালকদের সংগঠন।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ দার্জিলিং সহ পাহাড়ের হোটেলগুলিতে বুকিং প্রায় শেষ। ২০ ডিসেম্বর থেকেই পাহাড়মুখী হয়েছেন এরাজ্যের তো বটেই ভিনরাজ্যের পর্যটকরাও। তবে তাঁদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে গাড়িভাড়া। সোমবার সকালে কাকদ্বীপের বাসিন্দা মহীতোষ চক্রবর্তী পরিবার নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামেন। গন্তব্য দার্জিলিং। শৈলশহরে যাওয়ার জন্য গাড়িভাড়া নিয়ে চালকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন মহীতোষ। কিন্তু চালকরা যা ভাড়া হাঁকেন, তা শুনে রীতিমতো হতাশ তিনি। শেষে সাড়ে ৪ হাজার টাকায় রফা হয়। মহীতোষ বলছেন, 'এমনি সময় তো দুই বা আড়াই হাজার টাকাতেই দার্জিলিংয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু এদিন প্রায় দ্বিগুণ গাড়িভাড়া চাইল।'

পরিবারকে নিয়ে এবারের বড়দিন শৈলশহরে কাটাবেন বলে ঠিক করেছেন সুমনা সরকার। সেইমতো কলকাতা থেকে বাসে এদিন জংশনে নামেন তিনি। গাড়িভাড়া করতে গিয়ে তিনি চালকের সঙ্গে রীতিমতো বচসা বাধিয়ে ফেলেন। সুমনার অভিযোগ, দার্জিলিংয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর কাছে ৭ হাজার টাকা চাওয়া হয়। পরে অবশ্য সাড়ে ৫ হাজার টাকায় যেতে রাজি হন গাড়িচালক। ঘটনায় বিরক্ত সুমনা বললেন, 'ন্যায্য ভাড়া না নেওয়া হলে কিন্তু পর্যটকরা এখান থেকে মুখ ফেরাবেন। প্রশাসনেরও বিষয়টি দেখা প্রয়োজন।'

> বুকিং যেভাবে হচ্ছে তাতে আমরা আশাবাদী। তবে গাড়ির বেশি ভাড়া নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে, তা কিন্তু চিন্তার। দীর্ঘদিন এখানকার পর্যটন মার খেয়েছে। তাই অতিরিক্ত ভাড়ার কারণে মানুষ এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, এমনটা যেন না হয়।
>
> **দেবাশিস চক্রবর্তী**
> সাধারণ সম্পাদক
> ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন

এবিষয়ে এনজেপিতে ট্যাক্সি মালিকদের সংগঠনের সভাপতি উদয় সাহা বলছেন, 'আমরা ভাড়া নিয়ে জোরজুলুম করি না। আমরা ন্যায্য ভাড়া নিয়েই পর্যটকদের তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দিই।'

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন পর উত্তর সিকিম খুলে যাওয়ায় সেখানেও তিলধারণের জায়গা নেই। সেখানেও পর্যটকের ঢল। সিকিম পর্যটন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, রবিবার ১৯৮৯ জন পর্যটক উত্তর সিকিমে যান। যা সর্বকালীন রেকর্ড। এঁদের মধ্যে ১৭৭৬ জন অনলাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে ঘুরতে এসেছেন, বাকিরা অফলাইন পারমিট নিয়ে। যাঁরা পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে বেড়াতে আসছেন তাঁদের খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা দার্জিলিং কিংবা সিকিমে এসে হোটেল খুঁজছেন, তাঁদের হোটেল পেতে সমস্যা হচ্ছে।

এদিকে, বড়দিনকে ঘিরে পর্যটনে জোয়ার আসায় এবার খুশি ব্যবসায়ীরা। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে প্রচুর পর্যটক রয়েছেন পাহাড়ে। তবে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের কাছে অনুরোধ থাকবে, যেন পর্যটকদের সেরা পরিষেবা দেওয়া হয়।'

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর কথায়, 'বুকিং যেভাবে হচ্ছে তাতে আমরা আশাবাদী। তবে গাড়ির বেশি ভাড়া নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে, তা কিন্তু চিন্তার। দীর্ঘদিন এখানকার পর্যটন মার খেয়েছে। তাই অতিরিক্ত ভাড়ার কারণে মানুষ এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, এমনটা যেন না হয়।'

সেইসঙ্গে পুজোর সময় পাহাড় নিয়ে নেতিবাচক প্রচারের কারণে পর্যটনে যে ক্ষতি হয়েছিল, তা অনেকটাই মেটানো সম্ভব বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

ঘুষ পুলিশের

প্রথম পাতার পর

চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই ফাঁড়িরই এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। বারবার কেন একটি ফাঁড়ির বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠছে, তা তদন্ত করে দেখা উচিত বলেও দাবি করছেন শিখা।

এদিন সনতের পরিবারের তরফে বেশ কয়েকটি কল রেকর্ড প্রকাশ করা হয়। একটি অডিওয় সনৎকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'স্যর, বিকেলে দেখা করি। মা কাজে গিয়েছে তো, কাজ থেকে টাকা নিয়ে আসবে, তারপর আপনার সঙ্গে দেখা করব।' উত্তরে সেই এএসআই বিকেলে ভ্যান ডিউটি রয়েছে বলে জানান। অন্য একটি রেকর্ডে মৃতের পরিবারের একজনও ওই এএসআই-কে টাকা দেওয়ার কথা বলেন। জবাবে সেই এএসআই টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেননি বা প্রতিবাদও করেননি। এদিন ওই এএসআই-কে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি ওই কেসের তদন্ত করছি না। বিদ্যুতের বকেয়া দিতে পারল কি না ফোন করে সেটারই খোঁজ নিচ্ছিলাম।'

দিনকয়েক আগে ফকদইবাড়ির বাসিন্দা সনতের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। একাধিক বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নেওয়া ছিল তাঁর। এছাড়াও তাঁর বাড়িতে দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ছিল। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে সনতের বাবা পঙ্কজ সাহার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে আসে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। সনতের স্ত্রী কাজল বিশ্বাস বলছেন, 'বাড়িতে উপার্জনের একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন আমার স্বামী। কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে শ্বশুরমশাইয়ের নামে। শ্বশুরমশাইকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে এক এএসআই কয়েক হাজার টাকা চায়। আমার স্বামী কোনওমতে তিন হাজার টাকা সেই পুলিশকে দিয়ে আসে। আর তারপরই অঘটন।'

ঘটনায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। আশিঘর ফাঁড়ির এক আধিকারিক অবশ্য বলছেন, 'প্রমাণ সহ অভিযোগ করা হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দিনদুপুরে ধাক্কা চিতাবাঘের সঙ্গে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : দুপুর তখন দুটো ছুঁইছুঁই। কাজ শেষে সাইকেল চালিয়ে রামশাই লাটাগুড়িগামী ক্যানালের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলেন মৌলানি দক্ষিণ মাটিয়ালির দেবেন রায়। পথে ক্যানালের স্লুইস গেটের সামনে একটি জন্তুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁর সাইকেলের। ঘটনাস্থলেই পড়ে যান দেবেনবাবু। হকচকিত দেবেনবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো কোনও কুকুরের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে তাঁর। তবে পাশেই থাকা ঝোপ থেকে চাপা গর্জন শুনে দেবেনবাবুর ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। পলকের মধ্যে তিনি বুঝে যান, সেটা কোনও কুকুর নয়, চিতাবাঘ। পড়ে যাওয়ার আঘাত ভুলে আতঙ্কে সাইকেল নিয়ে দৌড়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেন দেবেনবাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য পাশের মাঠ থেকে একটি গোরুকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় চিতাবাঘটি।

ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ঝাড়মাটিয়ালি এলাকায়। স্থানীয় গ্রামবাসী দেবেন রায়, যোগেন রায়রা জানান, দিনকয়েক হল গ্রামে চিতাবাঘের উপদ্রব বেড়েছে। প্রায়দিনই বাড়ি থেকে ছাগল-কুকুর-গোরু তুলে নিয়ে যাচ্ছে চিতাবাঘ। রবিবার এলাকার বাসিন্দা কালাটু রায়ের বাড়ি থেকে একটি কুকুরকে টেনে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। তবে এখনও পর্যন্ত মানুষকে আক্রমণ করেনি চিতাবাঘ।

ঘটনার পর দেবেনবাবু বলেন, 'কপালজোরে এদিন চিতাবাঘের সামনে পড়েও বেঁচে গিয়েছি। প্রায়দিনই এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। আগামীদিনে আরও সাবধানে যাতায়াত করতে হবে।

এদিন দেবেনবাবুর সাইকেলে ধাক্কা খাওয়ার পর চিতাবাঘটি দীর্ঘক্ষণ ক্যানালের মধ্যেই বসেছিল। অনেকে ক্যামেরাবন্দিও করেছেন চিতাবাঘটিকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীরা। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁরা চিতাবাঘটিকে দেখতে পাননি। বন দপ্তরের রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার প্রিয়া তামাং বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা গিয়েছিলেন। মানুষকে সচেতন থাকতে বলা হয়েছে।'

এই চিতাবাঘকে ঘিরেই রামশাইতে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

বক্সার পর্যটন নিয়ে জট বহাল

আলিপুরদুয়ার, ২৩ ডিসেম্বর : বক্সা টাইগার রিজার্ভে পর্যটকদের রাত কাটানো নিয়ে সোমবারের শুনানি শেষেও সমস্যার জট কাটল না। ঝুলেই রইল বক্সা টাইগার রিজার্ভে পর্যটনের সিদ্ধান্ত। ফলে বক্সা টাইগার রিজার্ভ নিয়ে আগামী ১০ জানুয়ারি শুনানি না হওয়া পর্যন্ত বন দপ্তরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। তবে সেখানেও রয়েছে এক ঝাঁক প্রশ্ন। এদিন শুনানি চলাকালীন বিচারক বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় থাকা সমস্ত হোমস্টেতে যে কোনও ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শুনানির পর লিখিত যে নির্দেশ আদালত দিয়েছে সেখানে আবার পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিয়ে কোনও উল্লেখ না থাকায় বিপাকে পড়েছেন বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ এবং হোমস্টে, রিসর্ট, হোটেল মালিকরা।

আগামী শুনানিতে হাইকোর্ট সুভাষ দত্তকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে একটি রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দিয়েছে। সুভাষবাবু বলেন, 'আমি কোনও হোমস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিনি। আমার বক্তব্য ছিল জঙ্গল এলাকায় অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। সেগুলো দেখার। সেটাই এনজিটি দেখেছে।'

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : নেপাল সীমান্তের গলগলিয়া বাসস্ট্যান্ডে সোমবার সকালে একটি সবজিবোঝাই পিকআপ ভ্যান থেকে প্রায় ৭১২ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক। যদিও পিকঅ্যাপ ভ্যানের খালাসি পবন কুমারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার বিকালে ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

৭টি রকেট বাস

কোচবিহার, ২৩ ডিসেম্বর : যাত্রীদের সুবিধার্থে আরও সাতটি রকেট বাসের উদ্বোধন হল সোমবার। এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসে পাঁচটি বাসের উদ্বোধন করেন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় এবং কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নিগমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই সহ অন্য আধিকারিকরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, এদিন রায়গঞ্জ ডিপোতে আরও দুটি বাসের উদ্বোধন হয়। এই বাসগুলির মধ্যে তিনটি বাস কোচবিহার থেকে কলকাতায় যাতায়াত করবে। দুটি রায়গঞ্জ থেকে কলকাতায় এবং বাকি দুটি বহরমপুর ডিপো থেকে কোচবিহার পর্যন্ত চলবে। অনলাইন এবং অফলাইনে আগে থেকে টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে সব বাসেই।

সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, প্রতিটি রকেট বাসের জন্য গড়ে ৪১ লক্ষ টাকা করে ব্যয় হয়েছে। এই পর্যায়ে মোট ১২টি রকেট বাস নিগম হাতে পেয়েছে।

গয়না চুরি চক্রের হদিস

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : সুকনার একটি রিসর্টে গয়না ও নগদ চুরির ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের একটি চক্রের হদিস পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মধ্যপ্রদেশের বাড্ডা থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া গয়না ও নগদের ৭৫ শতাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও চক্রের কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায়নি। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

তরুণীকে পিটুনি

প্রথম পাতার পর

তরুণীর মা-বাবা পঞ্চানন (১) কলোনিতেই থাকেন। পরিবার সূত্রে খবর, প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করে তরুণী মাটিগাড়া এলাকাতেই থাকছেন। তরুণীর বাবা বলছেন, 'মেয়েকে এভাবে মারাটা উচিত হয়নি। কোনও ভুল করলে ওঁরা আমাদের জানাতে পারত।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। তিনি বলছেন, 'শুধুমাত্র সন্দেহের বশে এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। মেয়েটি সত্যিই চুরি করে থাকলে, তাঁকে ওখানে থাকা লোকজন পুলিশকে ডেকে ধরিয়ে দিতে পারত। এভাবে বেঁধে মারাটা ঠিক নয়।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকায় মাঝেমধ্যেই মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও চোরকে ধরার জন্য তক্কে তক্কে রয়েছেন। আর তারই মাশুল গুনতে হল তরুণীকে। এদিন মারধর করার সময় স্থানীয়দের একাংশ একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে তরুণীকে। কোথায় চুরি করা মোবাইল বিক্রি করা হয়, কোথায় কোথায় মোবাইল চুরি করেছেন তিনি ইত্যাদি নানা প্রশ্নে বিব্রত করা হয় তাঁকে। তরুণীও পালটা চিৎকার করে দাবি করতে থাকেন, 'কোনও চুরির সঙ্গে আমি জড়িত নই।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! শিলিগুড়ি জংশন গেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ধীমান দেবনাথের বক্তব্য, 'ঘটনাটা শুনেছি। তবে, কী নিয়ে ঝামেলা সেটা জানি না।' গোটা ঘটনায় অবাক শহরের সভ্য সমাজ। কাউন্সিলার তথা শিক্ষিকা অভয়া বসু বলছেন, 'সন্দেহের বশে তো এভাবে কাউকে মারধর করা যায় না। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সবারই এব্যাপারে আরও ধৈর্যশীল হওয়া উচিত।'

বিদায় বেনেগল

প্রথম পাতার পর

সমান্তরাল সিনেমার অন্যতম কারিগর সেখানেও শোরগোল ফেলেছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকদের মন জয় করেছিল।

শেষ জন্মদিনে বেনেগল বলেছিলেন, 'জন্মদিনে খুব বেশি কিছু করি না। অফিসে টিমের সঙ্গে কেক কাটি, এটুকুই।' ঘটনাচক্রে তারপরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন শ্যাম। তাঁকে ভর্তি করা হয় মুম্বইয়ের ওখার্ট হাসপাতালে। সেখানে প্রয়াত হন তিনি। রেখে গেলেন স্ত্রী নীরা বেনেগল এবং মেয়ে পিয়াকে। পিয়া বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই বাবা ক্রনিক কিডনি রোগে ভুগছিলেন। শেষদিকে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে।'

সপ্তাহে তিনবার ডায়ালিসিস করার জন্য হাসপাতালে যেতে হত পরিচালককে। তবু নতুন ছবি করার ভাবনা থেকে সরে আসেননি। তাঁর 'মন্থন' নতুন করে মুক্তি পেয়েছিল কয়েকদিন আগেই। তা প্রথম দেখানো হয় কান চলচ্চিত্র উৎসবে। পরে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবেও সেটি দেখার সুযোগ পান দর্শকরা।

এখন ক্রাউড ফান্ডিং নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ভারতীয় সিনেমায় এই পথ দেখিয়েছিলেন শ্যাম। 'মন্থন' ছবি তৈরি হয়েছিল ভারতের মিল্ক ম্যান ভার্গিস কুরিয়ানকে নিয়ে। ছবির জন্য ৫ লক্ষ গোয়ালা প্রত্যেকে দিয়েছিলেন ২ টাকা করে। সেই টাকায় তৈরি হয়েছিল ছবি। যা ইতিহাস।

মাত্র বারো বছরেই হাতে ক্যামেরা পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে। তখন থেকেই ছবি করার কথা ভাবতে থাকেন। তাঁর প্রথম চারটি ছবি– অঙ্কুর (১৯৭৩), নিশান্ত (১৯৭৫), মন্থন (১৯৭৬) ও ভূমিকা (১৯৭৭) ভারতীয় সিনেমার বহুমূল্যবান সম্পদ। এভাবে শুরুতেই সাড়া ফেলে দেন শ্যাম। শেষ জন্মদিনেই তিনি বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে দু-তিনটি কাজ আমার হাতে আছে। প্রত্যেকটি কাজই একে অন্যের থেকে আলাদা। সেগুলো আগে শেষ করব। কোনটি আগে তৈরি করব, তা এখনও বলা মুশকিল। তবে সবই বড় পর্দার জন্য।'

সেই কাজ আর শেষ হল না শ্যামের। ভারতীয় সিনেমা তাঁকে ভুলবে না।

শেষ জন্মদিনে শ্যাম বেনেগল। সঙ্গে তাঁর ছবির বহু চেনা মুখ। শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, কুলভূষণ খারবান্দা সহ একঝাঁক তারকা।

দাদা-বাবাকে নৃশংস খুন

প্রথম পাতার পর

কাউকে দেখতে না পেয়ে কৌতূহলবশত চিঠিটি নিয়ে তিনি দেখতে পান তাতে প্রণব কোনও এক 'দিদি'-কে উদ্দেশ্য করে লিখেছে, 'চিকিৎসার জন্য বাবাকে নিয়ে চেন্নাইয়ে যাচ্ছি।' এনিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ওই ব্যক্তির কথাবার্তা হয়। প্রণবের যে কোনও দিদি নেই তা এই সূত্রেই জানা যায়। এনিয়ে খোঁজখবরের মধ্যেই বারান্দায় রক্তের দাগ দেখা যায়। সবাই মিলে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পায় সেখানে একটি রক্তমাখা বাটাম পড়ে রয়েছে। ঘরের একটি শোকেস থেকে রক্ত বের হচ্ছে। সেই শোকেস খোলার পর সবার চোখ কপালে ওঠার জো। সেখানে কম্বলে প্যাঁচানো বিজয়ের মৃতদেহ থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে ঘরের মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়।

পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাস বড় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সবকিছু খতিয়ে দেখা শুরু হয়। হঠাৎই প্রণবের পিসতুতো ভাই গোপালের খোঁজ শুরু হয়।

গোপাল প্রণবদের বাড়িতেই থাকতেন। মাসখানেক ধরে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছিল না। বাসিন্দাদের দাবি, গোপাল নিখোঁজ বলে জানিয়ে প্রণব পুলিশে অভিযোগও দায়ের করেছিল। যার বিরুদ্ধে বাবাকে খুনের অভিযোগ, সে আবার তার পিসতুতো দাদাকেও খুন করেনি তো? সবার মাথায় তখন সেই প্রশ্ন। বাড়ির সেপটিক ট্যাংকটি সিমেন্ট দিয়ে 'প্লাস্টার' করা বলে তখন অনেকের খেয়াল হয়। দুঁদে পুলিশ অফিসারদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এর ভিতরেই গোপালের দেহ থাকতে পারে। সেই ট্যাংক খুলতেই তাঁদের ধারণা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। সেখানে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে একটি মৃতদেহ ছিল। সেটি বের করে আনার পর মৃতদেহটি গোপালেরই বলে পুলিশ নিশ্চিত করে। বাড়ির পাশে একটি পুকুর থেকে লোহার রড ও দা উদ্ধার হয়। বাড়িটি 'সিল' করে দেওয়া হয়। গত অক্টোবরে প্রণবের মা সরস্বতী বৈশ্য মারা যান। তার দিনকয়েকের মধ্যে পিসি মঙ্গলা রায়ের মৃত্যু হয়। অসুস্থতার কারণেই তাঁরা মারা গিয়েছেন বলে প্রণব প্রতিবেশীদের জানিয়েছিল। প্রণবদের বাড়ির পাশেই মঙ্গলার বাড়ি। গোপাল তাঁরই ছেলে। গোপাল অবশ্য বেশিরভাগ সময়টা প্রণবদের বাড়িতেই থাকতেন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি মূলত ওই বাড়িরই সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপেশচন্দ্র রায়ের সন্দেহ, 'পিসতুতো দাদা ও বাবাকে খুন করে প্রণব পালিয়ে গিয়েছে। এখন ওর মা ও পিসির মৃত্যু নিয়েও আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। সেই মৃত্যুতেও প্রণবের হাত থাকতে পারে।' কিন্তু কী কারণে এই সিরিয়াল কিলিং? ভাস্কর বৈশ্য নামে এক প্রতিবেশীর বক্তব্য, 'প্রণবের খুব টাকার লোভ ছিল। বাবার কাছ থেকে টাকা চাইত। এসব নিয়ে প্রায়দিনই বাড়িতে ঝগড়া হত। ও বাবাকে মারধর করত। রবিবার রাতেও মারধর করেছে।' আরেক প্রতিবেশী সহিদার রহমানের কথায়, 'পিসতুতো দাদাকে মেরে দেহ লোপাট করেছে। হয়তো বাবার ক্ষেত্রেও সেরকম পরিকল্পনা ছিল। তাহলে বাবা, পিসিদের সমস্ত সম্পত্তি প্রণবই পেয়ে যেত।' সম্পত্তির লোভেই ওই তরুণ কাণ্ডটি ঘটায় বলে অনেকেরই সন্দেহ।

ছোট ★

জগদীশ বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী সোনালি সরদার নাচে পারদর্শী। প্রথম শ্রেণির এই ছাত্রীর প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

পরিযায়ীদের কম্বলের পসরা পথের ধারে

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : শীতের প্রকোপ বাড়তেই তাক থেকে নামতে শুরু করেছে কমফোর্টার, কম্বল। শহরেও এরকম কম্বলের পসরা নিয়ে বসেছেন মোস্তালিফ, রাম-রা। এঁরা সকলেই ভিনরাজ্য থেকে এসেছেন।

ফুলবাড়ি, গেটবাজার, শালুগাড়া চেকপোস্ট, এনজেপি মেইন রোডের বিভিন্ন জায়গায় কোনও বন্ধ দোকানের সামনে দেখা মিলছে এই পরিযায়ী কম্বল বিক্রেতাদের। গেটবাজারে রাস্তার ধারে কম্বল নিয়ে বসেন উত্তরপ্রদেশের সুরেশ সিং। তিনি বিগত ৭-৮ বছর ধরে শিলিগুড়িতে এসে ব্যবসা করছেন। বললেন, 'আমরা লুধিয়ানা, হরিয়ানা, পানিপতের কারখানা থেকে এগুলো কেজি দরে কিনে আনি। যার ফলে আমরা এখানেও কিলো দরে বিক্রি করছি। খুব কম দামে বেচতে পারি বলে খদ্দেররা আসছেন।'

জানালেন, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত চলে বিকিকিনি। শুধু কম্বল নয়, রংবাহারি সুদৃশ্য কার্পেটও বিক্রি করেন উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ওই ব্যবসায়ীরা। জানা গেল, দাম সাধারণত ৪০০ থেকে শুরু। এরপর আকার অনুযায়ী ৩০০০ টাকা পর্যন্ত দামের পাওয়া যায়। আবার কেজি দরেও বিকোচ্ছে কম্বল।

সুরেশের মতো শালুগাড়া চেকপোস্টে কম্বল সাজিয়ে বসেন বাবলু শা। তিনি প্রায় ১৫ বছর ধরে এখানে আসছেন। বলেন, 'শিলিগুড়িতে বহু বছর ধরেই আসছি। প্রতিদিন প্রায় ২০০০ টাকার বিক্রি হয়।' বাড়ির জন্য কম্বল কিনতে এসেছিলেন রতন পাল। দাম সাধ্যের মধ্যে থাকায় পরিযায়ী বিক্রেতাদের কাছ থেকেই কেনেন সবসময়।

ভাঙা রাস্তায় জল জমছে

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : নিমা লামা ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের লিম্বুবস্তির বাসিন্দা। সকালে উঠে বেরিয়েছিলেন বাজারের উদ্দেশে। বেহাল পথের দিকে তাকিয়ে একরাশ বিরক্তি উগরে দিলেন। বললেন, 'সারাটা জীবন শুধু প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেলাম। সেসবের বাস্তবায়ন হল কই। মাঝেমধ্যে আমরাই কংক্রিটের টুকরো ফেলে চলাচলের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করি।' কিন্তু এভাবে আর ক'দিন? নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক নেই। ফলে নালার নোংরা জল উপচে উঠে আসে রাস্তায়। অরিন্দম বলছিলেন, 'বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগ চলছে। কেউ তো কিছু করছে না।' এব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলার শোভা সুব্বার আশ্বাস, 'লিম্বুবস্তির রাস্তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সেগুলো সংস্কারের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি, দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।'

লিম্বুবস্তিতে হাজারেরও বেশি মানুষের বসবাস। যদিও এলাকায় ঢুকলে অনুন্নয়নের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাস্তার একাংশে তৈরি হওয়া গর্তে কংক্রিটের ভাঙা অংশ ফেলা হয়েছে সাময়িক সুবিধার জন্য। এব্যাপারে কথা হচ্ছিল এলাকার বাসিন্দা মণীশ তামাংয়ের সঙ্গে। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'বর্ষায় এলাকায় প্রচুর জল জমে যায়। সেই জল পেরিয়ে চলাচল করি। তাছাড়া বছরের বাকি সময় ভাঙা রাস্তা তো রয়েছেই।' প্রধানপাড়াতেও বাসিন্দার সংখ্যা হাজারের বেশি। সেবক রোড ধরে সেখানে ঢুকলে নজরে পড়বে বেহাল ছবিটা। মূল রাস্তা খানাখন্দে ভরা। গাড়ি তো দূর, হেঁটে যাওয়া দুষ্কর।

উৎসবে মাতল দুই শহর

বড়দিনে দুই অনুষ্ঠান শহরে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বড়দিনের মেজাজে শহর। সোমবার এয়ারভিউ মোড়ে ক্যারলের সুরে সুর মেলাতে দেখা যাচ্ছিল অনেককেই। অনেক পথচারী আবার দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান মুঠোফোনে বন্দি করার চেষ্টা করছিলেন। এদিন এয়ারভিউ মোড়ে পুরনিগমের উদ্যোগে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্রিসমাস সেলিব্রেশন হল। ক্যারল, নাচ, গান সহ কেক কাটার মধ্য দিয়ে বড়দিন পালনে মাতল শহর।

অন্যদিকে এসজেডিএ'র উদ্যোগ কার্যত নজর এড়িয়ে গেল। গত বছর কার্যত ক্রিসমাসের আয়োজনকে কেন্দ্র করে অলিখিত লড়াই চলেছিল পুরনিগমের সঙ্গে। এসজেডিএ'র সিইও অর্চনা ওয়াংখেড়ে বলেন, 'এবারে আমরা সাগরদিঘি ও তিনবাত্তি মোড়ের ডেকোরেশন করছি। তবে কোনও অনুষ্ঠান করা হচ্ছে না।'

এয়ারভিউ মোড়ের অনুষ্ঠান।

বড়দিন উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন মোড় ও রাস্তা আলোর চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। বিভিন্ন চার্চ, মলেও এখন বড়দিনের আমেজ। পুরনিগমের তরফে এদিন বিকেল থেকেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। পড়ুয়ারা বিভিন্ন গ্রুপ করে তাতে অংশ নেয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ মেয়র পরিষদের সদস্যরা। বড়দিন উপলক্ষ্যে কেক কাটাও হয়। গৌতম দেব বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা বড়দিনের সেলিব্রেশন করি, এবছরও করছি। নাচে, গানে, ক্যারলে সকলে মেতে উঠে উপভোগ করছে।'

ক্রিসমাস মেলার জোর প্রস্তুতি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৩ ডিসেম্বর : বড়দিনের মেজাজে মজেছে ইসলামপুর শহর। মিশন রোডের চার্চে চলছে শেমুহূর্তের সাজগোজ। শহর সংলগ্ন খ্রিস্টানপাড়ায় কয়েকদিন আগে থেকেই চলছে প্রার্থনার সঙ্গে গানবাজনা। অন্যদিকে, শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বাড়ছে কেক নিয়ে আকর্ষণ। কেকের দোকানগুলিতে কচিকাঁচাদের ভিড়ও নজর কেড়েছে। অনেকেই আবার পরিবার নিয়ে বড়দিনে কাছাকাছি ভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যস্ত।

সোমবার শহরের মিশন রোডের চার্চে পৌঁছে দেখা গেল শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। চার্চের ভেতরে আলোকসজ্জার জোরদার প্রস্তুতি চলছে। প্রভু যিশুর প্রার্থনার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার্চের সিস্টার টেরেজা প্রার্থনাগৃহের সামনে সাজসজ্জার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, 'বড়দিনে চার্চে কয়েকহাজার দর্শনার্থী আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আমরা সকলেই বড়দিন নিয়ে উৎসাহিত।' চার্চের সামনে স্কুলের মাঠে বড়দিনকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী মেলাও বসে। এবারও মেলার প্রস্তুতিতে কোনও খামতি নেই।

স্কুলের মাঠে

- ইসলামপুরে মিশন রোডের চার্চে প্রার্থনাগৃহে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে
- বড়দিনের উৎসবে যোগ দিতে এই চার্চে কয়েক হাজার দর্শনার্থী আসেন
- চার্চের সামনে স্কুলের মাঠে বড়দিনকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী মেলাও বসে
- দূরদূরান্তের মানুষের জন্য এবারও মেলার প্রস্তুতিতে কোনও খামতি নেই

আশ্রমপাড়ার তরুণ যিশু দাস বলেন, 'বড়দিনের ছুটিতে আমরা বন্ধুরা বাইক নিয়ে পাহাড়ে ঘুরতে যাব বলে পরিকল্পনা নিয়েছি। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসব। অভিভাবকদের অনুমতির অপেক্ষায় আছি।' নতুনপাড়ার বাসিন্দা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'পরিবার এবং আত্মীয়দের নিয়ে যেমন চার্চে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি, তেমনই গজলডোবা যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।'

শহরে আধুনিক কায়দায় গড়ে ওঠা কেকের দোকান মালিকরাও বেজায় খুশি। অন্য বছরের তুলনায় কেকের চাহিদা এবার ঊর্ধ্বমুখী বলে তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন।

শহরের ফাস্ট ফুডের দোকানগুলিতে এমনিতেই ভিড় থাকে। বড়দিনে ভিড় আরও বাড়বে এমন সম্ভাবনা মাথায় রেখে দোকানগুলিতেও জোগান বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মিশন রোডের চার্চের ফাদার সঞ্জিত কুল্লু প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার ফাঁকে বললেন, 'মঙ্গলবার রাত থেকেই উৎসব শুরু হয়ে যাবে। রাত্রি জাগরণ চলবে। চার্চের ভিতরে যেমন প্রার্থনা সভা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তেমনই বাইরেও এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমি এবার নতুন করে চার্চের দায়িত্ব পেয়েছি। প্রস্তুতি ঘিরে সকলের উচ্ছ্বাসে আমি অভিভূত।'

ব্যাগ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : কলকাতার ট্রেন ধরার জন্য শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছে তড়িঘড়ি টোটো থেকে নেমে পড়েছিলেন ডাবগ্রামের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মণ্ডল। যদিও কিছুক্ষণ পর তার মনে পড়ে, ব্যাগটি টোটোতেই ফেলে রেখে এসেছেন। তড়িঘড়ি তিনি বিষয়টি জানান প্রধাননগর থানার পুলিশকে। ব্যাগে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী থাকায় চিন্তায় ট্রেনও মিস করে ফেলেন প্রসেনজিৎ। যদিও দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ প্রসেনজিৎকে ফোন করে জানায়, তাঁর ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। সোমবার রাতে সেই ব্যাগ প্রসেনজিতের হাতে তুলে দেয় প্রধাননগর থানার পুলিশ।

প্রসেনজিৎ বলছেন, 'এভাবে ব্যাগ ফেরত পাব, ভাবিনি।'

মাতৃ দিবস

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : রবিবার সারদা দেবীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সূর্য সেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থে মাতৃ দিবস অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক বিশ্বধরানন্দজি মহারাজ। তিনি বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীকক্ষের উন্মোচন করেন। ওইদিন মায়েদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস।

অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির কবি সুকান্ত নাগরিক কমিটির ব্যবস্থাপনায় রবিবার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় পূর্বাচল ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলাকার বাসিন্দারাই সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়।

লাকি ড্র কুপন

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : নতুন গাড়ি জেতার সুযোগ। কিসনা ডায়মন্ড ও গোল্ড জুয়েলারি নিয়ে এল আকর্ষণীয় অফার। গ্রাহকরা লাকি ড্র কুপন অফারের মাধ্যমে জিতে নিতে পারেন চারচাকা। হীরের গয়নায় কুড়ি হাজার টাকা খরচ করলেই মিলবে একটি লাকি ড্র কুপন। সোনার গয়নার ক্ষেত্রে খরচ করতে হবে ৫০ হাজার টাকা। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে সংস্থার শোরুমে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের বাঁচান

সুভান, *কবি ও সম্পাদক*

শিলিগুড়ির সবচেয়ে পুরোনো জায়গাগুলির মধ্যে টাউন স্টেশনকে কেন্দ্র করে পুরো শিলিগুড়ি টাউন এলাকাই এই বঞ্চনা, অবহেলার সাক্ষী। কত ইতিহাসের সাক্ষী এই সামান্য অংশ। আজকের শিলিগুড়ি যেখান থেকে শুরু, সেই শুরুর ইতিহাস নিয়ে শিলিগুড়ির মানুষের কোনও অনুভূতি নেই মনে হয়। সে শতাব্দীপ্রাচীন টাউন স্টেশন হোক কিংবা ডিআই ফান্ড মার্কেট। দার্জিলিংকে গড়ে তোলার জন্য যে মার্কেটের উৎপত্তি হয়েছিল, আজ সেই একশো বছরের পুরোনো হাট যেন পরিবারের সেই বৃদ্ধ যে বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে এবং তার দেখাশোনা করার ইচ্ছেটুকু নেই কারও মধ্যে।

আমি একজন সাহিত্যকর্মী। শিলিগুড়ির তরুণ প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে আরও বেশি করে শিলিগুড়ির সঙ্গে, শিলিগুড়ির বর্তমানের সঙ্গে অতীতের একটা সেতু বন্ধনের চেষ্টা করে চলেছি। মেয়রের কাছে, প্রশাসনের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এটুকু অনুরোধ, আমাদের এই একান্ত আপন শিলিগুড়ি টাউনের ওপর একটু নজর দিন।

মেয়রকে চিঠি

ডিআই ফান্ড মার্কেটে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহ্যের কাঠের বাড়ি।

শতাব্দীপ্রাচীন ডিআই ফান্ড মার্কেট অর্থাৎ শিলিগুড়ির পুরোনো হাট। কত হাট-গঞ্জের গল্প লুকিয়ে আছে এখানে। আমার শৈশবের রবিবারের হাট। মুড়িহাটি। চালহাটি। ধোপাবাড়ি। ব্রিটিশ সময়ের কিছু কাঠের ঘর ছড়ানো-ছেটানো আছে বৈকি হাটের ভেতরে। বেঙ্গল এক্সাইজ দপ্তরের পরিত্যক্ত কাঠের বাড়ি। চোখের সামনে বনবাংলোর মতো সুসজ্জিত এই কোয়ার্টারের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। বিগত কয়েক দশকে এই বাজারের পরিধি বেড়েছে। নিয়মের বাইরে গিয়েও লোক বসেছে বাজারে। আমরা যারা এতগুলো বছর থাকলাম এখানে আমাদের জন্য কী পড়ে রইল? আগের সরকারের কমিউনিটি হলের আশ্বাস। বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রস্তাব। এই তো? কিন্তু আসল গল্পটা কী? যতদিন যাচ্ছে ততই আমাদের কষ্ট বাড়ছে। বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপ। নেশার আসর। দিনেদুপুরে গরিব সবজি বিক্রেতার সবজির বস্তা চুরি হয়ে যাচ্ছে। কারও কিছু বলার নেই।

সপ্তাহে হাট মাত্র দু'দিন বসে। কিন্তু বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে সারাবছর বসে কিছু ব্যবসায়ী। তাদের বহুবার মানা করা সত্ত্বেও বারবার এই কাঠের ঘর সংলগ্ন জায়গায় তারা ঝুড়ির স্তূপ করে রেখে রাতে চলে যাচ্ছে। আমরা স্থানীয় নিবাসীরা বহুবার বিভিন্ন জায়গা বলেছি। ২৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী নিজেও জানেন সম্পূর্ণ বিষয়টি।

গত রবিবার অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল মধ্যরাতে। অগ্নিকাণ্ডের জায়গার সামনেই ছিল ইলেক্ট্রিক হাইভোল্টেজ লাইন, ট্রান্সফর্মার আর কাঠের ঘর। অথচ ৪ নম্বর বরো অফিসের ঠিক পিছনেই এই অংশ। আগুন যদি আমাদের নজরে না আসত মধ্যরাতেই আমরা সকলে হয়তো পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম। আমার মা গত একমাস কোমর ভেঙে শয্যাশায়ী। যদি আগুন বাড়ত আমি তাঁকে কীভাবে বের করতাম ঘর থেকে? দমকলকে ফোনে পাওয়া যায়নি। ডেকে আনতে হয়েছে। পুলিশ তৎপরতা দেখায়নি।

মাননীয় মেয়র আপনাকেই উদ্দেশ্য করে এই লেখা। এত কথা আপনাকে লেখার একটাই কারণ, আমরা দিশেহারা হয়ে আছি। আপনি এই শহরের মহানাগরিক অভিভাবক। একমাত্র আপনার কাছেই এবার সমাধানের আশায় এই আর্জি।

নালায় আটকে ইসলামপুর শহরের উন্নয়নের ফর্দ

পুর কাহিনী

নালায় আটকে রয়েছে আধুনিক ইসলামপুর শহরের ভবিষ্যৎ। কানাইয়া যতই উন্নয়নের ফিরিস্তি দিন, প্রধান সড়কের পাশের বড় নালা দখল করে গজিয়ে ওঠা দোকানই এ শহরের বেড়ে ওঠার প্রধান অন্তরায়। লিখলেন অরুণ ঝা।

ইসলামপুর, ২৩ ডিসেম্বর : কোথাও পিচের রাস্তা তৈরির এক মাসের মাথায় ঘাস গজিয়েছে। কোথাও নিকাশিনালা উপচে আবর্জনা ও নোংরা জল রাস্তায় গড়িয়ে যাচ্ছে। ইসলামপুর পুর এলাকার কমপক্ষে ৬০ শতাংশ এলাকা পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। একাধিক ওয়ার্ডে আজও মাটির রাস্তা। বড় পাকা নালা জবরদখলমুক্ত করতে পারেনি পুরসভা। সেই নালা সাফাই কার্যত দুষ্কর। আর এই সব বঞ্চনা নিয়ে ক্ষোভের অন্ত নেই পুরসভার বাসিন্দাদের। যদিও পুরসভা গত তিন দশকে তাদের উন্নয়নের খতিয়ান গোনাতে ব্যস্ত।

৫ নম্বর এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে শীতলপুর রোড। মাত্র এক মাস আগে রাস্তাটির কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু রাস্তার কাজের মান নিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের অন্ত নেই। পিচ বিছানো নতুন রাস্তায় বাইক স্ট্যান্ড করলে রাস্তা বসে যাচ্ছে। এমনকি নতুন রাস্তায় ঘাস পর্যন্ত গজিয়ে উঠেছে। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুমন আঢ্য বলেছেন, 'প্রায় এক দশক পর বেহাল রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। আমরাও উৎসাহিত ছিলাম। কিন্তু কাজের মান খুব খারাপ। কাজ শেষ হওয়ার এক মাসের মাথায় পিচ ফাটিয়ে ঘাস গজিয়ে উঠছে। গাড়ির ওজনে রাস্তা বসে যাচ্ছে।'

১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্চয় পালের বক্তব্য, 'নিকাশিনালা ওপরে ওপরে সাফাই করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে নিকাশিনালায় জমে থাকা জলে মশা ও পতঙ্গের উৎপাত সইতে হয়। নালা কার্যত বুজে আসায় সমস্যা হচ্ছে।' ৯ নম্বর ওয়ার্ডে মার্কেটের পাশ দিয়ে যাওয়া মূল রাস্তার নালা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। নোংরা জল রাস্তায় গড়িয়ে যাচ্ছে।

ইসলামপুর শহরের প্রধান সড়কে প্রতিদিনের পরিচিত যানজট। - সংবাদচিত্র

এলাকার সার ব্যবসায়ী আবু ওবেদা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'কাউন্সিলার সহ পুরসভায় একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ফলে এই পরিবেশেই আমাদের ব্যবসা চালাতে হচ্ছে, পথেও চলতে হচ্ছে।' এই ওয়ার্ডে এখনও মাটির রাস্তা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মহম্মদ ইউনুস।

পুরসভার নিজস্ব ডাম্পিং গ্রাউন্ড আছে। অথচ ১৭ নম্বর ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে তিস্তা ক্যানালের পারের পাকা রাস্তায় আবর্জনার পাহাড় জমছে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক শক্তি বর্মনের প্রশ্ন, 'পুরসভার নিজস্ব ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকার পরেও ক্যানালের পারের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আবর্জনার পাহাড় জমছে কেন?' ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সজল অধিকারী বললেন, 'ওয়ার্ডে উন্নয়নের কাজ হয়েছে। কিন্তু নর্দমা ও পরিস্রুত পানীয় জলের সার্বিক পরিষেবার কাজ এখনও বাকি।'

ইসলামপুর পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, নিকাশিনালা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা তোলার কাজ হয়েছে। প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডে কমিউনিটি হল হয়েছে বলে দাবি করে পুরপ্রধান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেছেন, 'গত তিন দশকে এলাকায় কী পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছে তা কারও অজানা নয়। মুক্তমঞ্চও হয়েছে। বাকি সমস্যা সমাধানেও পুরবোর্ডের সক্রিয়তার অভাব নেই।' নাগরিক মঞ্চের সুভাষ চক্রবর্তী বললেন, 'গত তিন দশকে পুর এলাকায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে। পরিষেবাও আগের চেয়ে ভালো। কিন্তু ক্রীড়া, সংস্কৃতি, নর্দমা, পানীয় জল এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ এখনও বাকি। নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করতে পুর বোর্ডের নজরদারিতে যেন গাফিলতি না থাকে এটাই আমাদের দাবি।' *(চলবে)*

সমাজ বদলাবেই
আপনি হবেন মশাল-বাহক?
চলে আসুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য যোগ্য এবং আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত স্নাতক। সব পদেরই কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

সিনিয়ার সাব-এডিটর: অন্তত ৫ বছর কোনও বাংলা সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেল অথবা নিউজ পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

জুনিয়ার সাব-এডিটর: অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

সাব-এডিটর পোর্টাল: পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

টুকরো খবর

সানিকে নিয়ে শোরগোল

ভুয়ো অ্যাকাউন্ট। বলি তারকা সানি লিওনের নামে। তাতেই ঢুকত মধ্যপ্রদেশ সরকারের 'মাহতারি বন্দনা যোজনা'র টাকা। এই প্রকল্পে বিবাহিত মহিলাদের জন্য মাসে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। নিজের স্ত্রীর নাম সানি লিওন দিয়ে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন বীরেন্দ্র যোশি। ঘটনাটি সামনে আসার পর অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। বীরেন্দ্র এখনও গ্রেপ্তার হননি।

সময় নয়, দক্ষতা

ভারতের উন্নতির জন্য সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করা দরকার। ইনফোসিসের কর্ণধার নারায়ণ মূর্তির এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। তাঁর বক্তব্য, মানুষের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। কাজের সময় না বাড়িয়ে দক্ষতার দিকে নজর রাখতে হবে। কার্তি বলেন, 'আমাদের সোমবার বেলা ১২টা থেকে শুক্রবার দুপুর ২টো পর্যন্ত কাজ করা উচিত।'

চিকিৎসা বর্জ্য সাফাই

আদালতের নির্দেশে শুরু হল সাফাই। কেরল থেকে তামিলনাড়ুতে ফেলে আসা চিকিৎসা বর্জ্য পরিষ্কারে নেমে পড়েছে কেরল। দুই রাজ্যের সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে রবিবার থেকে সাফাই অভিযান শুরু হয়েছে। জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের দক্ষিণী বেঞ্চ ১৯ ডিসেম্বর এক স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় বর্জ্য পরিষ্কারের নির্দেশ দেয়।

বাসারের বিবাহবিচ্ছেদ

হাতছাড়া সিরিয়া। এবার স্ত্রীকেও হারাতে চলেছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাসার অল-আসাদ। তাঁর স্ত্রী আসমা মস্কোর জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট। তিনি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছেন। আসমা লন্ডনে ফিরে যেতে চান। সিরিয়া থেকে পালানোর পর বাসার পরিবার রাশিয়াতেই রয়েছে। আসমা রাশিয়ার এক আদালতে ব্রিটেনে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছেন।

৮৫ শরিয়ত আদালত

ব্রিটেনে ৮৫টি শরিয়ত আদালত রয়েছে। সমগ্র উত্তর আমেরিকা মহাদেশ ও ইউরোপের মুসলিমরা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও অন্যান্য পারিবারিক বিষয়ে এই আদালতগুলির দ্বারস্থ হচ্ছেন। ব্রিটেনের ন্যাশনাল সেকুলার সোসাইটি এই বিষয়ে বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থার আশঙ্কা, এর ফলে ব্রিটেনে একটি সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা তৈরি হবে।

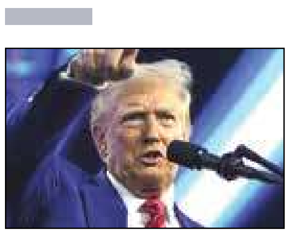

ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি

রূপান্তরকামীদের নিয়ে 'পাগলামি' বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার অ্যারিজোনার ফোনিক্সে রক্ষণশীল তরুণদের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'আমি এবার শিশুদের নিয়ে যৌন কর্মকাণ্ডের অবসান, রূপান্তরকামীদের সামরিক বাহিনী, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চবিদ্যালয় থেকে বার করে দেওয়ার প্রশাসনিক নির্দেশে স্বাক্ষর করব।'

হাসিনার প্রত্যর্পণে দিল্লিকে চিঠি ঢাকার

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কোণঠাসা করার চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছে না মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে তারা। সোমবার এই কথা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বিচারের সম্মুখীন করতে বাংলাদেশ ফেরত চেয়েছে। এটা ভারতকে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ভারতকে ভার্বাল নোট পাঠানো হয়েছে।' একই কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে অনুরোধ জানাতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ওদের একটা প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে।' বাংলাদেশের পদক্ষেপ নিয়ে এদিন কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক।

মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। হাসিনার নির্দেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে হত্যা, গুম-ক্রসফায়ার, পিলখানা হত্যাকাণ্ড, মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেপাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল বলে অভিযোগ ইউনূস শিবিরের। মামলাগুলিতে

> সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বিচারের সম্মুখীন করতে বাংলাদেশ ফেরত চেয়েছে। এটা ভারতকে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ভারতকে ভার্বাল নোট পাঠানো হয়েছে।
>
> **মহম্মদ তৌহিদ হোসেন**
> *বিদেশ উপদেষ্টা*

ভারতে আশ্রয় নেওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান সহ বহু মানুষকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। তাঁর গ্রেপ্তারি চেয়ে ইন্টারপোলকে চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। যদিও এই ব্যাপারে ইন্টারপোলের তরফে কোনও পদক্ষেপ নজরে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে ভারতে চিঠি পাঠানো বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর নতুন কৌশল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত যে বর্তমান পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে না তা কার্যত নিশ্চিত। দিল্লির সেই অবস্থানকে সামনে রেখে আগামী দিনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতার পালে নতুন করে হাওয়া দেওয়ার চেষ্টা করবে অন্তর্বর্তী সরকারের একাংশ এবং মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি। বিএনপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতাদের বক্তব্যে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। এদিনের চিঠি ভারত বিরোধিতার নতুন পটভূমি তৈরি করল। হাসিনাকে ফেরত চেয়ে অন্তর্বর্তী সরকার যে চিঠি পাঠাবে, রবিবার ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলমের কথায় সেটা বোঝা গিয়েছিল। এক পোস্টে শফিকুল লেখেন, 'দেরিতে হোক বা দ্রুত, আমরা হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইব। ভারতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। আমরা আশা করি, ভারত এই চুক্তির প্রতি সম্মান জানাবে।'

তুষারপাতের পর নিসর্গশোভা উপভোগ করতে পথে পর্যটকরা। সোমবার সিমলায়।

পুনেতে দুই শিশু সহ ৩ জনকে পিষে দিল ডাম্পার

পুনে, ২৩ ডিসেম্বর : গোটা একটা দিন বাণিজ্যনগরীতে কাটানো হল না। বেঘোরে প্রাণ গেল গরিব তিনজনের। পুনেতে দুই শিশু সহ তিনজনকে পিষে দিল ডাম্পার। তাঁরা ফুটপাথে শুয়েছিলেন। ঘটনাটি পুনের ওয়াঘলি এলাকার। সোমবার রাত ১২.৩০ নাগাদ ফুটপাথে ঘুমাচ্ছিলেন তিনজন। বিশাল পাওয়ার (২২), বৈভবী পাওয়ার (১) ও বৈভব পাওয়ার (২)। তিনজনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। জখম একাধিক। তাদের সাসু জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, কেশনন্দ ফাতা এলাকায় অনেকেই রাস্তায় ঘুমোন। সোমবারও সেভাবেই কয়েকজন ফুটপাথে ঘুমোচ্ছিলেন। একটি ডাম্পার ট্রাক তাঁদের পিষে দেয়। ডাম্পারের চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে আটক করা হয়েছে। উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। মৃত ও জখমদের প্রত্যেকেই শ্রমিক শ্রেণির লোকজন।

বিচারককে জুতো খুনের আসামির

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর : খুনের মামলার শুনানি চলছিল মহারাষ্ট্রের থানের এক আদালতে। শুনানির একটি পর্যায়ে বিচারকের দিকে জুতো ছুড়ে মারলেন অভিযুক্ত। যদিও তা বিচারকের গায়ে লাগেনি। বিচারকের ডেস্কের সামনের দিকের অংশে গিয়ে লাগে সেটি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকালে। সোমবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে।

অভিযুক্তের নাম কিরণসন্তোষ ভরম। বছর বাইশের ওই তরুণের বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলা রুজু হয়েছে। থানের কল্যাণের জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছিল অভিযুক্তকে। জেলা এবং অতিরিক্ত দায়রা বিচারক আরজি ওয়াঘমারের এজলাসে ওই খুনের মামলার শুনানি চলছিল। শনিবারের শুনানির সময়ে অভিযুক্তের আইনজীবী হিসাবে এজলাসে কে উপস্থিত রয়েছেন, তা-ও জানতে চান বিচারক। কিন্তু শনিবার অভিযুক্তের আইনজীবী আদালতে ছিলেন না। তাই অভিযুক্তকে তাঁর মামলা লড়ার জন্য অন্য কোনও আইনজীবীকে বেছে নেওয়ার কথা বলেন বিচারক। মামলাটির শুনানির জন্য পরবর্তী দিনও জানিয়ে দেন তিনি। ঠিক সেই সময়েই এজলাসের সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে অভিযুক্ত নিজের জুতো খুলে বিচারকের দিকে ছুড়ে মারেন।

সংসদে ধাক্কাধাক্কিতে সাফাই

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও 'দোষ নেই'

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : সংসদে ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় সিআইএসএফের কোনও 'গাফিলতি নেই'। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনীর ডিআইজি (অপারেশনস) শ্রীকান্ত কিশোর।

সংসদ ভবন চত্বরে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে সিআইএসএফ। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন গত সপ্তাহে ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস এবং বিজেপি সাংসদরা। গত বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনা প্রসঙ্গে এবার নিজেদের অবস্থান জানাল সংসদে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধাসেনা বাহিনী। সংসদের গোলমাল প্রসঙ্গে সিআইএসএফ কর্তা বলেন, 'কোনও গাফিলতি ছিল না (আধাসেনা বাহিনীর তরফে)। কোনও অস্ত্রে অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্তব্য ঘিরে গত সপ্তাহে বিতর্ক ছড়ায়। ওই বিতর্ককে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার সংসদের মকরদ্বারের সামনে ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন সাংসদরা। তার জল গড়িয়েছে থানা-পুলিশ পর্যন্ত। পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় কংগ্রেস এবং বিজেপি দু'পক্ষই একে অপরের

> কোনও গাফিলতি ছিল না। কোনও অস্ত্রে অনুমতি দেওয়া হয়নি।
>
> **শ্রীকান্ত কিশোর**
> *ডিআইজি, সিআইএসএফ*

বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়।

সেদিন কে কাকে ধাক্কা মেরেছিলেন, তা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। ধস্তাধস্তির সময়ে বিজেপির দুই সাংসদ প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী এবং মুকেশ রাজপুত চোট পান। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে দুই সাংসদকে আঘাত করার অভিযোগ তোলে বিজেপি। আবার কংগ্রেসের পালটা অভিযোগ, তাঁদের প্রবীণ সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি পড়ে যান।

তবে এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে না আধাসেনা সিআইএসএফ। সাংসদদের অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সিআইএসএফ ডিআইজি জানান, এ বিষয়ে 'নীরব' থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাহিনী।

গত বৃহস্পতিবার পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই অভিযোগ জানানোর পর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। বিজেপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুলের বিরুদ্ধে একটি এফআইআরও রুজু করা হয়েছে। তবে মকরদ্বারের সামনে গোলমালের ঘটনায় সিআইএসএফ কোনও অনুসন্ধান চালাচ্ছে না বলে সোমবার জানিয়েছেন বাহিনীর ডিআইজি।

দিল্লি বাদ, ঠাঁই পেল বাংলার ট্যাবলো

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : রাজধানীতে এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে দিল্লির ট্যাবলো বাদ পড়লেও জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো। কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বর্নিম ভারত বিরাসত সে বিকাশ' চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেই বাংলার লোকপ্রসার প্রকল্পে পিছিয়ে পড়া জনজাতি হিসেবে ঝাড়গ্রাম এবং শিল্প হিসেবে টেরাকোটা ও বাংলার প্রাচীন মন্দিরকে তুলে ধরা হবে। থাকবে পুরুলিয়ার ছৌ নাচও। ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে নবান্নে চিঠি এসে পৌঁছেছে। ট্যাবলো নির্মাণের জন্য ২৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় রঙ্গশালায় কারিগর পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের থিম 'স্বর্ণিম ভারত, বিরাসত সে বিকাশ।' কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া থিম অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকপ্রসার প্রকল্পের মডেল দেখে খুশি নির্বাচক কমিটি। সেই মর্মেই বাংলার থিমে সবুজ সংকেত দিয়েছেন তাঁরা।

২০২৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে রাজপথে দেখা যাবে পনেরোটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ট্যাবলো। বাংলা ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে বিহার, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানা। তবে, এবারও দিল্লির ট্যাবলো জায়গা পেল না প্যারেডে। পরপর চতুর্থবারের মতো প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ থেকে বাদ পড়ল দিল্লি।

এ প্রসঙ্গেই আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'এতগুলো বছর ধরে দিল্লির ট্যাবলোকে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। এ কেমন রাজনীতি? বিজেপি দিল্লির মানুষকে এত ঘৃণা করে কেন?' দিল্লি বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা জানিয়েছেন, 'আমি কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি দিল্লির ট্যাবলোতে কী দেখাতে চান। সেই জল জমা? যেখানে ৬০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল।'

কৃষক নেতার হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার আশঙ্কা

খানৌরি, ২৩ ডিসেম্বর : ২৬ নভেম্বর থেকে অনশন শুরু করেছেন পঞ্জাবের কৃষক নেতা জগজিৎ সিং ডাল্লেওয়াল। এখনও চলছে তাঁর 'আমরণ অনশন' কর্মসূচি। সোমবার তা ২৮ দিনে পা রেখেছে। শরীর ক্রমশ ভাঙছে ডাল্লেওয়ালের। চিকিৎসকদের একটি দল নজর রাখছেন তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর। তাঁদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিকল হতে পারে অনশনরত কৃষকনেতার একাধিক অঙ্গও। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ডাল্লেওয়ালের স্নায়ুতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রক্তচাপ ওঠা-নামা করছে। শরীরে প্রোটিন এবং ফ্লুইডের মাত্রাও ভীষণভাবে কমে গিয়েছে। তাঁর যকৃৎ এবং অন্য অঙ্গগুলির অবস্থাও খারাপ। যে কোনও সময়ে তাঁর হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত রোগীদের আইসিইউতে ভর্তি করানো প্রয়োজন। যদিও অনশনস্থল ছাড়তে রাজি হচ্ছেন না ডাল্লেওয়াল।

আল্লুর বাড়িতে ঢিল, দায় নিল না কংগ্রেস

হায়দরাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর : পুষ্পা ২-এর প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যুর রেশ ধরে রবিবার আল্লু অর্জুনের বাড়ি ঘেরাও করেছিল জনতা। নিজেদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া বলে দাবি করা ভিড় তেলুগু সুপারস্টারের বাড়িতে প্রচুর টমেটো ও ঢিল ছুড়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে বাড়ির বাইরে রাখা একাধিক ফুলের টব। বিক্ষোভের পরেই আল্লু স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি। হায়দরাবাদ পুলিশের একটি সূত্র দাবি করেছে, অভিনেতাকে আগেই বিক্ষোভের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরেও পরিবার নিয়ে বাড়িতেই ছিলেন আল্লু।

আল্লুর ভক্তরা অবশ্য গোটা ঘটনার জন্য তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসকে নিশানা করেছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল একাধিক পোস্টে আল্লুর বাড়িতে হওয়া বিক্ষোভে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির হাত থাকার অভিযোগ করেছেন। সোমবার যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র সামা রামমোহন রেড্ডি বলেন, 'বিক্ষোভকারীদের কেউ কংগ্রেসের লোক নয়। আমাদের কোনও কর্মীকে যদি ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় তাহলে দল তাঁকে বহিষ্কার করবে।'

মহিলা সম্মানের প্রচারে দরজায় আপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : ভোটের দামামা না বাজলেও দিল্লি বিধানসভা কার দখলে যাবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় আম আদমি পার্টি (আপ) এবং বিজেপি ভোট প্রচারে নেমে পড়েছে। কিছুটা পিছিয়ে কংগ্রেস। গেরুয়া শিবির যখন দু-দফায় ক্ষমতায় থাকা আপের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াকে জোরালো করার চেষ্টা করছে তখন পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে সরকার প্রকল্পের ধাঁচে আমআদমির দরজায় গিয়ে দিল্লির সরকারি প্রকল্পের প্রচার ও সম্ভাব্য উপভোক্তাদের নাম সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছে টিম কেজরিওয়াল। তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরতে মহিলা ও প্রবীণদের ভোটকে পাখির চোখ করেছে আপ। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ধাঁচে ২টি প্রকল্প চালু করতে চলেছে দিল্লি সরকার।

সূত্রের খবর, সোমবার থেকে রাজধানী এলাকার মহিলাদের জন্য 'মহিলা সম্মান যোজনা' ও স্বাস্থ্যপ্রকল্প 'সঞ্জীবনী যোজনা'-র জন্য উপভোক্তাদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। আপ নেতাদের আশা, এই দুটি প্রকল্পই ২০২৫-এর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে গেম-চেঞ্জার প্রমাণিত হতে পারে। ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের বিপুল জয়ের পিছনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। একইভাবে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে বিজেপি এবং তার সহযোগী দলগুলির সাফল্যের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য চালু করা অনুদান প্রকল্প মাস্টার স্ট্রোকের কাজ করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষিত অস্ত্রেই বিজেপিকে হারানোর চেষ্টা করছেন কেজরিওয়াল।

এদিকে আপের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়েছে বিজেপিও। সোমবার বিজেপির পক্ষ থেকে সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর এবং দিল্লিতে দলের সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব একটি 'আরোপপত্র' প্রকাশ করেছেন। এতে আপ সরকারের এক দশকের কার্যকালকে ব্যর্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পালন না করার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন কেজরিওয়াল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ইভিএম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের বদলে ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা বজায় রাখাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আপ।

বীর্য সংরক্ষণের দাবিতে ময়নাতদন্তে বাধা স্ত্রীর

বিয়ের চার মাসেই দুর্ঘটনা, স্বামীর মৃত্যু

ভোপাল, ২৩ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের সঞ্জয় গান্ধি মেমোরিয়াল হাসপাতালে হঠাৎ হইচই। এক মহিলা চিলচিৎকার শুরু করেছিলেন। কারণ, ডাক্তারদের কাছে তিনি যা আবেদন করেছিলেন তা মানা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন তাঁরা। মৃত স্বামীর বীর্য সংরক্ষণের আর্জি ছিল মহিলার। সেই আর্জিতে কার্যত অবাকই হয়েছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বিয়ের মাত্র ৪ মাস হয়েছিল। পথ দুর্ঘটনায় মারা যান জিতেন্দ্র সিং গেহরওয়ার। ময়নাতদন্ত করার জন্য পুলিশ জিতেন্দ্রর দেহ হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। নিয়মমাফিক তাঁর পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছিল হাসপাতালে আসার জন্য। তবে জিতেন্দ্রর স্ত্রী হাসপাতালে এসে প্রথমেই ময়নাতদন্তে বাধা দেন। কারণ তিনি মৃত স্বামীর বীর্য সংরক্ষণ করাতে চেয়েছিলেন।

চিকিৎসকদের মহিলা জানিয়েছিলেন, শুধুমাত্র জিতেন্দ্ররই সন্তানের মা হতে চান। তাঁর বীর্য সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করে পূরণ করতে চান সেই স্বপ্ন। সেই কারণে তাঁর দাবি মানা হোক। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁকে জানান, এটা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সেই ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। কিন্তু মহিলা মানতে চাননি। তাই তিনি হইচই বাধিয়ে দেন।

বীর্য সংরক্ষণ করতে হলে কারও মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হয়। সেই সময় পেরিয়ে গেলে আর তা সম্ভব নয়। হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগ জানায়, সময় পেরিয়ে যাওয়া তো একটা কারণ বটেই, তাছাড়া সংরক্ষণ করার জন্য যে যন্ত্রপাতি লাগে, সেটাও তাদের কাছে নেই। তাই মহিলার আর্জি রক্ষা করতে তারা অপারগ।

নিজের স্বামীরই সন্তান চেয়েছিলেন স্ত্রী। ভেবেছিলেন তার মধ্যে থেকেই মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কিন্তু তা আর সম্ভব নয় জেনেই ভেঙে পড়েন মহিলা।

ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক

লখনউ, ২৩ ডিসেম্বর : নেপথ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ। উত্তরপ্রদেশের এক বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। বিধায়ক ছাড়াও আরও ১৫ জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ এবং জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। আদালতের নির্দেশে বিধায়ক সহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক।

অভিযুক্ত হরিশ শাক্য বিলসি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক। কয়েক মাস আগে হরিশ জনৈক ললিত কুমারের কাছ থেকে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি জমি কেনেন। অভিযোগ, বাজারদর অনুযায়ী ওই জমির দাম ছিল ১৮ কোটি টাকা। কিন্তু কম দামে জমিটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য করেন বিধায়ক। এই বিষয়ে ললিতের পরিবার আপত্তি জানালে বিধায়ক তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং খুনের 'মিথ্যা' অভিযোগ আনেন। অভিযোগ, জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করলে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ললিতের স্ত্রীকে গণধর্ষণ করেন ওই বিধায়ক এবং তাঁর সঙ্গীরা।

ট্রেনে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য সচেতনতার পাঠ কেরলের নার্সের

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ ডিসেম্বর : দু'দিনের জ্বর সারাতে দোকান থেকে চেনা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খেয়ে ফেলেন অনেকেই। পেটের অসুখ হলেই যথেচ্ছ ব্যবহার হয় মেট্রোনিডাজোল গোত্রের ওষুধ। অথচ মুড়িমিছরির মতো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ার বিপদ নিয়ে বেশিরভাগ মানুষেরই কোনও ধারণা নেই। তাঁরা জানেন না, যে অ্যান্টিবায়োটিকের রোগ সারানোর কথা ছিল, তা-ই ক্রমশ প্রতিরোধী করে তুলছে শরীরকে। আর এর দৌলতেই এক শ্রেণির জীবাণু ক্রমশই অপরাজেয় হয়ে উঠছে। অ্যান্টিবায়োটিক আর তাদের বধ করতে পারছে না। ফলে দেখা দিচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী সংক্রমণ, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স' বা 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স'। সম্প্রতি রেল সফরের সময় সহযাত্রীদের মধ্যে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে সমাজমাধ্যমে নজর কেড়েছেন কেরলের এক অবসরপ্রাপ্ত নার্স।

৩১ বছর নার্সের চাকরি করার পর অবসর নিয়েছেন কেরলের আলাপুঝা জেলার হরিপাদের বাসিন্দা পুলোমাজা। কিন্তু এত বছর ধরে রোগীদের সেবা, তাঁদের ওষুধ দেওয়া, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার মতো যে কাজ করে গিয়েছেন, অবসর নিলেও সেই

অভ্যাস ছাড়তে পারেননি বৃদ্ধা পুলোমাজা। বাস বা ট্রেনে উঠলেও তাঁকে দেখা যায় নার্স শিক্ষকের ভূমিকায়।

পথ চলতে চলতেই যাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করেন। বলেন, কোনটা করা উচিত, কোনটা নয়। স্বাস্থ্য ও অসুখবিসুখ নিয়ে যেসব কুসংস্কার আছে, সেসব নিয়েও তিনি সচেতন করেন সহযাত্রীদের। আর যাত্রীদের বেশির ভাগই তাঁর সেই বার্তা মুগ্ধ হয়ে শোনেন।

গত ১৯ ডিসেম্বর মাভেলি এক্সপ্রেস করে যাচ্ছিলেন পুলোমাজা। বাড়ি ফিরছিলেন মুকাম্বিকা থেকে। ওই সফরেও তিনি যথারীতি জনস্বাস্থ্য ও যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর কথা যাত্রীরাও শুনছিলেন মন দিয়ে। মাঝেমধ্যে প্রশ্নও করছিলেন কেউ কেউ। সেই কথাবার্তার একটি ভিডিও যাত্রীদের সৌজন্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি নজরে আসে কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জেরও। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পুলোমাজার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেই থামেননি, একইসঙ্গে ফোন নম্বর জোগাড় করে সরাসরি কথাও বলেছেন বৃদ্ধা নার্সের সঙ্গে। মন্ত্রী পুলোমাজাকে বলেছেন, এই উদ্যোগ চালিয়ে নিয়ে যেতে। সরকার তাঁর পাশে আছে। পুলোমাজা নিজেও গল্পটা নিজের সমাজমাধ্যম পোস্টে জানান। তিনি লেখেন, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার ভিডিও দেখার পরই যোগাযোগ করেন। আমার সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ করার প্রতিশ্রুতিও দেন।'

২০০৭ সালে রাজ্যের সেরা নার্সের পুরস্কার পেয়েছিলেন পুলোমাজা। বর্তমানে তিনি আলাপুঝায় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন। পাশাপাশি কাজ করেন স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের।

পূজার আগাম জামিন খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : জালিয়াতি মামলায় বহিষ্কৃত হবু আইএএস পূজা খেড়করের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট। গ্রেপ্তারি এড়াতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পূজা। অতীতে সেই মামলায় রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। তবে সোমবার সেই রক্ষাকবচ তুলে নিলেন বিচারপতি। একই সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, পূজা শুধু ইউপিএসসি-র সঙ্গে নয়, দেশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন। আদালত রায় দেওয়ার সময় আরও বলেছে, ইউপিএসসি বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জালিয়াতি করে শুধু ইউপিএসসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নয়, গোটা দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন পূজা।

মাঠে ময়দানে

নতুন জীবনে পা সিন্ধুর...

রাজস্থানের উদয়পুর প্রাসাদে ভেঙ্কট দত্ত সাইয়ের সঙ্গে নতুন জীবনে পা রাখলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী পিভি সিন্ধু। রাজস্থানি সংস্কৃতি অনুযায়ী তাঁদের বিয়ের আসর সাজানো হয়েছিল। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে রবিবার রাত ১১.২০ মিনিটে সিন্ধুর বিয়ে সম্পন্ন হয়। সিন্ধু-ভেঙ্কট দুইজনেই ডিজাইনার পোশাকে সেজে বিয়ের মণ্ডপে হাজির হয়েছিলেন। পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন তাঁদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। শচীন তেন্ডুলকারকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন সিন্ধুরা। যদিও শচীন বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন কি না জানা যায়নি। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে সিন্ধুর বিয়ের রিসেপশন রয়েছে।

‘স্টার্ক এখন আলাদা বোলার’

ভারতীয় বোলিং কিছুটা দুর্বল, আশঙ্কায় পূজারা

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বর : সিরিজের স্কোরলাইন ১-১।

পারথে ভারত জয়ী। অ্যাডিলেডের গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়া। বৃষ্টিবিঘ্নিত ব্রিসবেনে ফলাফল হয়নি। মেলবোর্নের বক্সিং ডে টেস্টে ‘টাই’ ভাঙার পালা। ব্রিসবেনে কার্যত হারা ম্যাচ ড্র করার অক্সিজেন নিয়ে নামছে ভারত। তবে রবিচন্দ্রন অশ্বীন-উত্তর পর্বে প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংও চিন্তার জায়গা।

চেতেশ্বর পূজারা রাখঢাক না করে বলেও দিচ্ছেন, ভারতীয় বোলিং কিছুটা দুর্বল। তিন ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়ে দুই দলের মধ্যে তালিকার শীর্ষে জসপ্রীত বুমরাহ। মহম্মদ সিরাজের পকেটে ১৩ শিকার। বাকিরা প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। হর্ষিত রানা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, আকাশ দীপের সম্মিলিত উইকেট সংখ্যা ১০। স্পিনাররা সেভাবে এখনও সিরিজে দাগ কাটতে পারেনি।

বাস্তবটা তুলে ধরে পূজারা বলেছেন, ‘ভারতীয় বোলিংকে কিছুটা দুর্বল লাগছে। আমার মূল চিন্তা বোলিং নিয়েই। টপ অর্ডার এখনও পর্যন্ত সেভাবে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও মিডল অর্ডার, লোয়ার মিডল অর্ডার রান পাচ্ছে। জাদেজা, নীতীশ এবং টেলএন্ডাররাও রান করছে। গত ম্যাচে বুমরাহ-আকাশ ব্যাট হাতে অবদান রেখেছে। সেদিক থেকে বোলিংই এই মুহূর্তে মূল চিন্তার জায়গা ভারতের।’

সমাধানের রাস্তা খুঁজতে মেলবোর্নে ভারত কী বোলিং কম্বিনেশন নামায়, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন চেতেশ্বর পূজারাও। জানান, বোলিংয়ে ছাপ রাখতে না পারলেও রানের মধ্যে থাকায় নীতীশ, রবীন্দ্র জাদেজাকে বসানো কঠিন। অথচ দুইজনকে রাখতে গেলে বোলিংয়ের ওপর চাপ বাড়বে। অশ্বীনের অবসরের পর ভারতীয় স্পিনব্রিগেডের জাদেজার সঙ্গে রয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। দুইজনকে খেলানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে সঠিক বোলিং কম্বিনেশনে তৈরি সহজ হবে না বলেই মনে করছেন পূজারা।

কিন্তু জিততে হলে ২০ উইকেট দরকার। ফলে বোলিং নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার ভারতের। পূজারা বলেছেন, ‘আমাদের এই নিয়ে ভাবতে হবে। কারণ, ম্যাচ জিততে হলে ২০ উইকেট দরকার। ভারতীয় বোলিংয়ে যে দক্ষতার অভাব দেখছি। মূল বোলারদের সেভাবে সাহায্য করতে পারছে না বাকিরা। এই জায়গায় দ্রুত উন্নতির প্রয়োজন। কীভাবে সম্ভব জানি না। কিন্তু পরিবর্তন দরকার, এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।’

মিচেল স্টার্ককে অবশ্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। পূজারার দাবি, ‘অস্ট্রেলিয়ার সেরা বোলার স্টার্ক। গত এক-দেড় বছরে প্রচুর উন্নতি করেছে। ওর দক্ষতা প্রশংসনীয়। ২০১৮, ২০২১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ওর বিরুদ্ধে রান পাব, এমন একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করত। কিন্তু এই সিরিজের স্টার্ক একটু আলাদা। সবসময় মনে হচ্ছে উইকেট তুলে নেবে। অনেক বেশি নিখুঁত। খারাপ বলের সংখ্যা অনেক কম। প্রায় প্রতিটি বল গুড লেংথে হিট করছে। সুইং পাচ্ছে, যা ওকে বোলার হিসেবে বদলে দিয়েছে। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের চেয়ে স্টার্ককে অনেক বেশি বিপজ্জনক দেখাচ্ছে।’

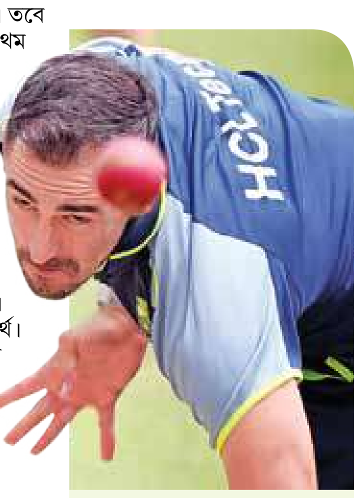

বোলিং অস্ত্রে ধার দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক।

> অস্ট্রেলিয়ার সেরা বোলার স্টার্ক। গত এক-দেড় বছরে প্রচুর উন্নতি করেছে। ওর দক্ষতা প্রশংসনীয়। ২০১৮, ২০২১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ওর বিরুদ্ধে রান পাব, এমন একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করত। কিন্তু এই সিরিজের স্টার্ক একটু আলাদা। সবসময় মনে হচ্ছে উইকেট তুলে নেবে। অনেক বেশি নিখুঁত। খারাপ বলের সংখ্যা অনেক কম। প্রায় প্রতিটি বল গুড লেংথে হিট করছে। সুইং পাচ্ছে, যা ওকে বোলার হিসেবে বদলে দিয়েছে। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের চেয়ে স্টার্ককে অনেক বেশি বিপজ্জনক দেখাচ্ছে।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**
> (মিচেল স্টার্ক সম্পর্কে)

অস্ট্রেলিয়ায় অশ্বীনের বদলে যাচ্ছেন তনুশ

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বর : তীব্র গরম। চড়া রোদ। তাপপ্রবাহ আরও বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

মেলবোর্নে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা গরমের সঙ্গে দুই দলের মধ্যে ক্রিকেটীয় উত্তাপও ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার থেকে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হচ্ছে বক্সিং ডে টেস্ট। তার আগে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির চার নম্বর টেস্টকে কেন্দ্র করে মেলবোর্নে প্রবল উৎসাহ তৈরি হয়েছে। ম্যাচের সব টিকিটও বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ দুই দলই এমসিজি-তে অনুশীলন করেছে। আর সেই অনুশীলনের আসরে ফের শুরু হয়েছে বিতর্ক। সৌজন্যে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া দলকে দেওয়া অনুশীলনের বাইশ গজ। গতকালই টিম ইন্ডিয়ার তরফে এমসিজির প্র্যাকটিস উইকেট নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, সাদা বলের পিচ। আজ সকালে এমসিজি-তে অজিদের অনুশীলনের আসরে দেখা গিয়েছে ভিন্ন উইকেট। যেখানে পর্যাপ্ত বাউন্স ও গতি, দুই-ই রয়েছে। অথচ, রোহিত শর্মার ভারতের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

বোলিং প্রস্তুতিতে শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ। সোমবার মেলবোর্নে।

কেন? জবাব নেই কোথাও। ধরেই নেওয়া হয়েছে ভারতীয় দলকে পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ দিতে নারাজ অস্ট্রেলিয়া।

মেলবোর্নের বাইশ গজে ছয় মিলিমিটার ঘাস রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে গতি ও বাউন্সের হাতছানিও। যদিও স্থানীয় ক্রিকেট মহলের দাবি, চড়া রোদ ও প্রবল গরমের কারণে এমসিজির বাইশ গজ থেকে পরের দিকে স্পিনাররাও সাহায্য পেতে পারেন। এমসিজির কিউরেটার ম্যাট পেগ বলেছেন, ‘চলতি সিরিজের তিনটি টেস্টই দারুণ হয়েছে। ব্যাট-বলের দুর্দান্ত লড়াই দেখা গিয়েছে। মেলবোর্নেও তেমনই হবে। পিচে ঘাস রয়েছে। গতি, বাউন্সও থাকবে। তবে গরমের কারণে খেলা গড়ানোর কারণে পিচ থেকে স্পিনাররা সাহায্য পেতেই পারেন।’ শেষ কয়েক বছরের মতোই পিচ হয়েছে এমসিজিতে। কিন্তু এমন পিচে কি টিম ইন্ডিয়া জোড়া স্পিনার খেলানোর কথা ভাববে? এখনও চূড়ান্ত কোনও তথ্য টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে পাওয়া যায়নি। তবে সম্ভাবনা কম বলেই খবর।

এসবের মধ্যেই আজ ব্রিসবেন টেস্টের পর আচমকাই ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পরিবর্ত হিসেবে মুম্বইয়ের অলরাউন্ডার তনুশ কোটিয়ানকে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আপাতত হায়দরাবাদে রয়েছেন তনুশ। মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলছেন তিনি। কাল মঙ্গলবার হায়দরাবাদ থেকেই তিনি স্যর ডনের দেশে রওনা হবেন বলে খবর। ঘরোয়া ক্রিকেটে শেষ কয়েক বছর ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করার পুরস্কার পেলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ এই খবর জানানো হয়েছে। কেরিয়ারে প্রথমবার টিম ইন্ডিয়ায় ডাক পাওয়ার পর আবেগে ভেসে তনুশ বলেছেন, ‘আমি খুশি, গর্বিতও। ভাবিনি অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ডাক পাব। নিজের সেরাটা দিতে আমি তৈরি।’

ফিল্ডিংয়ে সেরার পুরস্কার জুরেলের

তনুশ যেদিন টিম ইন্ডিয়ায় ডাক পেলেন, সেদিনই এমসিজিতে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার হিসেবে ৩০০ অস্ট্রেলীয় ডলার পুরস্কার পেলেন ধ্রুব জুরেল। চলতি সিরিজে দলের সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার চালু হয়েছে। আজ সেই পুরস্কার পেয়েছেন জুরেল। পাশাপাশি গত কয়েকদিনের মতো আজও ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি দীর্ঘসময় নেটে ব্যাটিং চর্চা করেছেন। অফস্টাম্প লাইনের বল ছাড়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। এমসিজি-তে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মাঝেই এক শিশুর সঙ্গে ঋষভ পন্থের কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। গত দুইদিনে অনুশীলনের সময় চোট পেয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত ও লোকেশ রাহুল। দুজনের চোটই গুরুতর নয় বলে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ টিম ইন্ডিয়ার তরফে ফের একই দাবি করা হয়েছে।

ফিল্ডিং অনুশীলনে বিরাট কোহলি। সোমবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের হুংকার কোনস্টাসের

হেডের অনুপস্থিতিতে ফিটনেস নিয়ে জল্পনা

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বর : ট্রাভিস হেড নয়, ট্রাভিস ‘হেডেক’।

সাম্প্রতিককালে বারবার যেভাবে ভারতের মাথাব্যথা হয়ে উঠছেন, তাতে হেড নয়, ‘হেডেক’ পদবি সঠিক, মজার সুরে বলতে শোনা গিয়েছে রবি শাস্ত্রীকে। সেই হেডকে নিয়েই এবার কিছুটা আশঙ্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরও। সৌজন্যে হেডের ফিটনেস। আশঙ্কা আরও উসকে দিয়েছে এদিনের প্র্যাকটিসে হেডের অনুপস্থিতি।

বৃহস্পতিবার মেলবোর্নে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ব্রিসবেন ম্যাচের পর কয়েকটা দিন ছুটি কাটিয়ে সোমবারই প্রথম মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুশীলনে নামে অস্ট্রেলিয়া। যদিও সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেড অনুপস্থিত, যা ফিটনেস নিয়ে জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নাকি ফিটনেস পরীক্ষার মুখোমুখিও হবেন হেড, যা ঠিক করবে মেলবোর্নে তারকা ব্যাটারের খেলার বিষয়টি।

ব্রিসবেন টেস্টের শেষদিনে ব্যাটিংয়ের সময় অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আর ফিল্ডিং করতে নামেননি। পেশির সমস্যা। আশঙ্কা, মাঝে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হলেও এখনও অস্বস্তি পুরোপুরি কাটেনি। অবশ্য টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, সমস্যা সামান্য। সোমবার ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল। নেট সেশন এড়িয়ে গেলেও জিম সেশন করেছেন হেড। মঙ্গলবার পুরোদস্তুর অনুশীলনে থাকবেন।

হেডের পাশাপাশি সবার নজর নবাগত স্যাম কোনস্টাসের ওপর। বৃহস্পতিবার শুরু বক্সিং ডে টেস্টে উসমান খোয়াজার নতুন ওপেনিং পার্টনার হতে চলেছেন বছর উনিশের কোনস্টাস। এদিন নেটে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিংও করলেন। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে সহজাত ক্রিকেটের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের তরুণ ওপেনারকে। সোমবারের নেট সেশনে তারই ঝলক।

ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর স্টিভেন স্মিথ এবং চলতি সিরিজে নাথান ম্যাকসুইনি ওপেন করলেও সাফল্য পাননি। এবার ওয়ার্নারের জুতোয় পা গলাতে চলেছেন কোনস্টাস। প্র্যাকটিসের পর নিজের ব্যাটিং-ভাবনার কথা শোনালেন। শেন ওয়াটসনের ভক্তের দাবি, বোলারদের মাথায় চড়তে দিতে রাজি নন। লক্ষ্য, প্রথম থেকেই বোলারদের চাপে রাখা।

সিনিয়ার ওপেনার উসমান খোয়াজার থেকেও শিক্ষা নিতে চান কোনস্টাস। এক প্রশ্নের জবাবে এদিন বলেছেন, ‘আশা করি মেলবোর্নে ওর সঙ্গে ব্যাটিংয়ে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাব। ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি উসমান। ওর থেকে শেখার চেষ্টা করব। একইভাবে প্রিয় শেন ওয়াটসন যেভাবে বোলারদের ওপর শাসন করত, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাই।’ ওয়াটসনও ‘ভয়ডরহীন’ ক্রিকেটের গুরুমন্ত্র দিয়েছেন কোনস্টাসকে।

বক্সিং ডে টেস্টের আগে মিচেল মার্শের ফর্ম চিন্তায় রাখছে প্যাট কামিন্সদের। সিরিজে ১৩.৮ গড়ে করেছেন মাত্র ৬৯ রান। ২৩ ওভারের বেশি বলও করতে পারেননি। বিকল্প ভাবনায় অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারের নাম ভাসছে। ওয়েবস্টারের বোলিং বৈচিত্র্য তাঁর সম্পদ। পেসার হিসেবে পরিচিতি পেলেও শুরুটা করেছিলেন অফস্পিন দিয়ে।

ওয়েবস্টারের কথায়, জাতীয় দলে ডাক পাওয়া তাঁর খিদে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। খেলার জন্য ছটফট করছেন। নিশ্চিত, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে শিকে না ছিঁড়লেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জানুয়ারির টেস্ট সিরিজে বন্ধ দরজাটা ঠিক খুলে যাবে। তবে পুরোটাই নির্বাচকদের ওপর ছাড়ছেন। এমনকি প্রথম এগারোয় ডাক পেলে মিডিয়াম পেসের পাশাপাশি প্রয়োজনে অফস্পিনও ঝালিয়ে নিতে প্রস্তুত!

ফোটোসেশনে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াডের নবাগত তিন সদস্য- স্যাম কোনস্টাস, সিন অ্যাবোট ও বিউ ওয়েবস্টার (বাঁ দিক থেকে)।

মেলবোর্নে ব্যাটিং প্রস্তুতিতে অস্ট্রেলিয়ার মার্নাস লাবুশেন।

প্রাপ্য সম্মান পায়নি অশ্বীন : সানি

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বর : মাঝে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। যদিও রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে বিতর্ক, জল্পনা, আলোচনা থামছে না। এদিন যে বিতর্কে ঘি ঢাললেন সুনীল গাভাসকার। দাবি, বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রী জুটি হোক বা রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় কিংবা গৌতম গম্ভীর- কেউই অশ্বীনকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেননি।

বিদেশের মাটিতে টিম কম্বিনেশনের অজুহাতে অশ্বীনের ওপর সাম্প্রতিককালে যেভাবে কোপ পড়েছে, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ কিংবদন্তি ওপেনার। গাভাসকারের মতে, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার (সেনা দেশ) পিচ-পরিবেশে অশ্বীনের বোলিং উপযুক্ত নয় বলে বারবার যুক্তি দেখানো হয়। কিন্তু একই যুক্তি কেন খাটে না ব্যাটারদের ওপর। অনেক ভারতীয় ব্যাটার তো বাউন্সি-গতিময় পিচের চ্যালেঞ্জ সামলাতে পারে না, তারপরও তাদের রেয়াত করা হয়, কোপ পড়ে অশ্বীনের ওপর!

রেকর্ড বলছে ১৪ বছরের দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল কেরিয়ারে মাত্র ২৬টি টেস্ট সেনা দেশগুলিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। চলতি অজি সফরেও তারই প্রতিফলন। সিরিজের মাঝপথে অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে যা অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন গাভাসকারের মতো অনেকেই। গাভাসকার বলেছেন, ‘ক্রিকেট ব্যাটারদের খেলা। বারবার সিরিজ সেরার শিরোপা পেয়েও প্রাপ্য সম্মান, প্রশংসা পায়নি অশ্বীন। এমনকি ৫ শতাংশ অজুহাত পেলেই অশ্বীনকে বাদ দিতে পিছপা হয় না! টিম কম্বিনেশনের দোহাই দেওয়া হয়েছে বারংবার।’

গাভাসকারের মতে, ঘরের মাঠে অশ্বীনের পরিবর্ত ভারতের হাতে নেই। অশ্বীনকে ছাড়া জেতা মুশকিল, তা ভালোই জানে টিম ম্যানেজমেন্টও। আর বিদেশের মাটিতে পিচ, পরিবেশ যদি অশ্বীনকে বাদ দেওয়ার কারণ হতে পারে, তাহলে একই কারণে কেন ব্যাটারদের ওপর কোপ পড়ে না, সেনা দেশে যাঁদের রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। ১০৬টি টেস্টে ৫৩৭টি উইকেট নেন অশ্বীন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে অনিল কুম্বলের পর দ্বিতীয় স্থানে। এছাড়াও ১১৬টি ওডিআই এবং ৬৫টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন।

গাভাসকারের আরও দাবি, ভারতীয় দলের নেতৃত্বও প্রাপ্য ছিল অশ্বীনের। কিন্তু সেই সম্মান থেকেও বঞ্চিত তারকা অফস্পিনার। ‘অধিনায়কত্বের সম্মান প্রাপ্য ছিল। একটা-দুইটি টেস্ট কিংবা কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজে দায়িত্ব দেওয়া যেত। ওর মধ্যে ভালো অধিনায়ক হয়ে ওঠার রসদ ছিল। অথচ, সহ অধিনায়ক হিসেবেও ভাবা হয়নি’, বলেছেন গাভাসকার।

> ক্রিকেট ব্যাটারদের খেলা। বারবার সিরিজ সেরার শিরোপা পেয়েও প্রাপ্য সম্মান, প্রশংসা পায়নি অশ্বীন। এমনকি ৫ শতাংশ অজুহাত পেলেই অশ্বীনকে বাদ দিতে পিছপা হয় না! টিম কম্বিনেশনের দোহাই দেওয়া হয়েছে বারংবার।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

আত্মসমালোচনা ফিরিয়েছে চেনা এমবাপেকে : কার্লো

মাদ্রিদ, ২৩ ডিসেম্বর : সেভিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থেকে বছর শেষ করল রিয়াল মাদ্রিদ। ৪-২ গোলে জয়ের দিনে কিলিয়ান এমবাপে নিজে যেমন গোল করলেন, তেমন গোল করালেনও। এই নিয়ে শেষ আটটা ম্যাচে রিয়াল জার্সিতে ছয়টা গোল করলেন ফরাসি তারকা। অথচ কয়েক দিন আগেও তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে কম কাটাছেঁড়া হয়নি। রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি মনে করছেন, আত্মসমালোচনাই ছন্দে ফিরিয়েছে এমবাপেকে।

রবিবার জয়ের পর দলের খেলা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে আন্সেলোত্তি বলেছেন, ‘অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়েই এবার মরশুম শুরু করি আমরা। তবে সময়মতো সবটা সামাল দেওয়া গিয়েছে। ২০২৫ সালেও ভালো কিছু আশা করছি।’ তিনি আরও যোগ করে বলেছেন, ‘এমবাপে নিজের ভুল খুঁজে বের করেছে। সেইজন্যই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ও।’

এমবাপে দুঃসময়ও পাশে পেয়েছিলেন আন্সেলোত্তিকে। এদিন গোলের পর কোচকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফরাসি তারকা বলেছেন, ‘রিয়ালে আমার মানিয়ে নিতে খানিকটা সময় লেগেছে। খারাপ ফর্মের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। পেনাল্টিও নষ্ট করেছি। তবে বুঝতে পারছিলাম এখানে আমার অনেক কিছু দেওয়ার আছে। আর আমি সেটা পারিও।’ তবে সতীর্থদের সঙ্গে বোঝাপড়ার উন্নতিই ছন্দে ফেরার অন্যতম কারণ বলে জানান এমবাপে।

রবিবার সেভিয়া ম্যাচে গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

ধ্রুবর জন্য সঞ্জুর ‘আত্মত্যাগ’

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : আইপিএল সতীর্থ ধ্রুব জুরেলের জন্য নিজের জায়গা ছাড়তে চলেছেন সঞ্জু স্যামসন! ২০২৫ সালের আইপিএলে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বটা জুরেলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান। টেস্ট দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ধ্রুবর সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সঞ্জুর।

রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক জানিয়েছেন, আগামী মেগা লিগে তিনি কিছু ম্যাচ বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে খেলবেন। উইকেটকিপিংয়ের বদলে আউটফিল্ডেই ফিল্ডিং করবেন। ঋষভ পন্থের পর টেস্ট দলে দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসাবে উঠে এসেছেন ধ্রুব জুরেল। সঞ্জু মনে করেন, আইপিএলে কিছু ম্যাচে কিপিং প্রাপ্য জুরেলের।

এবি ডিভিলিয়ার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সঞ্জু বলেছেন, ‘টেস্ট উইকেটকিপার হিসাবে ধ্রুবর কেরিয়ার এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সেখানে আইপিএলে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পাওয়া দরকার ওর। আমাদের মধ্যে সেই আলোচনা হয়েছে। আমার মতে, লিগে আমরা দায়িত্ব ভাগ করে নেব। তবে কখনও ফিল্ডার হিসেবে দলকে নেতৃত্ব দিইনি। আমার জন্য চ্যালেঞ্জ এটা। ধ্রুবকে বলেছি।’

তিন মাস মাঠের বাইরে স্টোকস

লন্ডন, ২৩ ডিসেম্বর : ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস অন্তত তিন মাসের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ছিটকে গেলেন। হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট খেলার সময়ই বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়েছিল তাঁর। আগামী জানুয়ারিতে তাঁর চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **বেদ (তুহিন) :** তোমার দ্বাদশতম জন্মদিনে আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। - **তোমার বাবা (বিমল), মা (তনুশ্রী), ঠাকুরদা, আম্মা ও পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ।** এথেলবাড়ি চেকপোস্ট, আলিপুরদুয়ার।

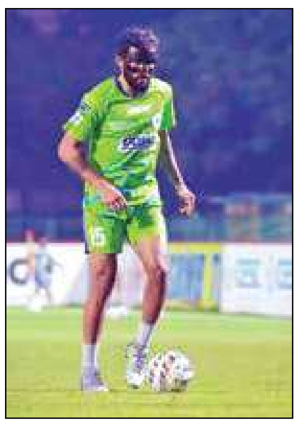

ফেস মাস্ক পরে অনুশীলনে শুভাশিস বসু। সোমবার কলকাতায়।

হাঁটু নিয়ে বিজয়ে অনিশ্চিত সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : হাঁটু নিয়ে জেরবার মহম্মদ সামি। এক বছর পর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের সময় থেকেই হাঁটুর সমস্যায় জর্জরিত তিনি। বাংলার জার্সিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি ম্যাচ খেলেছেন সামি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তেও বাংলার হয়ে নয়টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। কিন্তু তারপরও সামির যথাযথ ম্যাচ ফিটনেসের অভাব রয়েছে। সৌজন্যে তাঁর হাঁটু।

যে হাঁটুতে জল জমছে সামির। ইতিমধ্যেই সেই জল বার করাও হয়েছে। আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে তাঁর। এমন অবস্থার মধ্যে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সামি নিয়ে জোড়া তথ্য দেওয়া হয়েছে। এক, সামি কোনওভাবেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বাকি থাকা দুই টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন না। দুই, তাঁর হাঁটুর উন্নতির উপর নির্ভর করে রয়েছে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে তাঁর অংশ নেওয়া।

জয় দিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি অভিযান শুরু করেছে বাংলা। অভিষেক পোড়েলের বিধ্বংসী শতরানে দিল্লির বিরুদ্ধে অনায়াস জয় পেয়েছে বাংলা। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ বাংলা দলের। সেই ম্যাচে তো বটেই, প্রতিযোগিতার বাকি পর্বেও সামি প্রবলভাবে অনিশ্চিত বলে আজ ইঙ্গিত দিয়েছে বিসিসিআই। নেপথ্যে তাঁর সেই হাঁটু। সামি কি আদৌ বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন? সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'বড়দিনের দিন সামি হায়দরাবাদ পৌঁছাতে পারে বলে শুনেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। সামি খেলতে না পারলে বাকি যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই আমরা বিজয় হাজারে ট্রফির বাকি ম্যাচ খেলব। কোনও আনফিট ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশে রাখার পক্ষপাতি নই আমি।' সবমিলিয়ে সামির ফিটনেস নিয়ে অচলাবস্থা চলছেই। তার মধ্যেই রাতের দিকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, লাল বলের ক্রিকেটে অবসরের কথা ভাবছেন সামি। সাদা বলের ক্রিকেট তিনি চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কতদিন? জবাব নেই কারোর কাছেই। সম্ভবত আইপিএলের সময় ফের বল হাতে সামিকে দেখার সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে।

হাঁটু নিয়ে সমস্যার সমস্যার মধ্যেই ব্যাট হাতে সামি।

খেলরত্ন থেকে বাদ মনুর নাম!

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন শুটার মনু ভাকের। সেই মনুর নামই মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা থেকে বাদ পড়ল। সূত্রের খবর, ১২ সদস্যের নির্বাচক কমিটি ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মানের তালিকায় রাখেনি মনুর নাম। তবে সম্ভাব্য পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় রয়েছে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং, প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমার। সূত্র মারফত এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই মুখ খুলেছেন মনুর বাবা রাম কিষান ভাকের। তাঁর প্রশ্ন, 'পুরস্কারের জন্য এভাবে যদি ভিক্ষে করতে হয় তাহলে অলিম্পিকে দুইটি পদক জিতে লাভ কী?' রাম কিষান প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাচক কমিটির কাজের উপরেই, 'একজন সরকারি আমলা সব ঠিক করে দিচ্ছে। কমিটি সদস্যরাও এই বিষয়ে মুখ খুলছেন না। এভাবে ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে?'

> একজন সরকারি আমলা সব ঠিক করে দিচ্ছে। কমিটি সদস্যরাও এই বিষয়ে মুখ খুলছেন না। এভাবে ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে?
>
> **রাম কিষান ভাকের**
> (মনুর বাবা)

এক্ষেত্রে কমিটির তরফে বলা হচ্ছে মনু নাকি পুরস্কারের জন্য আবেদনই করেননি। সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে রাম কিষানের মন্তব্য, 'আমরা আবেদন করেছিলাম। তারপর কমিটি আমাদের কিছু জানায়নি।' তবে ক্রীড়ামন্ত্রক সূত্রে খবর, এখনও চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয়নি। নিজের পরিচয় গোপন রাখার শর্তে ক্রীড়ামন্ত্রকের এক অফিসারের মন্তব্য, 'এটা শুধুমাত্র প্রাথমিক সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে। ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই চূড়ান্ত তালিকা জানানো হবে।'

জোড়া গোলের পর শূন্যে লাফ লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর। -এএফপি

চাপের কাছেই হার : অ্যামোরিম

জিতেও দলকে সতর্কবার্তা স্লটের

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ ডিসেম্বর : দুরন্ত গতিতে ছুটছে অপ্রতিরোধ্য লিভারপুল। আর্নে স্লটের দল প্রতিটা ম্যাচ শুধু জিতছেই না, সঙ্গে দুর্দান্ত ফুটবলও উপহার দিচ্ছে। রবিবার তারা টটেনহাম হটস্পারকে হারিয়েছে ৬-৩ গোলে। এটিকেই এই মরশুমে লিভারপুলের সেরা ম্যাচ বলে মনে করছেন লিভারপুল কোচ স্লট। যদিও গোল হজম করা নিয়ে দলকে সতর্ক করে দেন তিনি। বলেছেন, '৬০-৬৫ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচটা আমরা খুবই ভালো খেলি। এই সময়ের মাঝে ওরা একটা গোল শোধ করলেও আমরা একের পর এক গোল চাপিয়ে দিই। কিন্তু দল যদি মনে করে শেষদিকে আর দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই, তাহলে ভুল হবে। শেষদিকে টটেনহাম যেভাবে আরও দুটি গোল শোধ করল তাতে আমাদের খেসারত দিতে হতেই পারত। এটা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

এদিকে রবিবার প্রিমিয়ার লিগে এএফসি বোর্নমাউথের কাছে ৩-০ গোলে হেরে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। কোচ রুবেন অ্যামোরিম মনে করছেন, স্নায়ুর চাপ নিতে না পারার কারণেই এই ফল। বলেছেন, 'শুরু থেকেই ছেলেরা চাপে ছিল। প্রথম গোলটা হজম করার পর ছন্দটা একেবারেই কেটে যায়। তবে তার আগে আমরা বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করি। সেই সময় গোল করতে পারলে ফল অন্যরকম হতে পারত। দলে আত্মবিশ্বাসেরও অভাব রয়েছে।' তবে এরকম চলতে থাকলে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে আরও ভুগতে হতে পারে বলেও মনে করছেন অ্যামোরিম।

বাগান যেন 'মিনি হাসপাতাল'

দশদিন মাঠের বাইরে দিমিত্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : চোট-আঘাত যেন পিছু ছাড়ছে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে কার্যত মিনি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। আগেই চোটের তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্টরা। এবার সেই তালিকায় সংযোজন আশিক কুরুনিয়ান ও শুভাশিস বসু। ফলে পাঞ্জাব ম্যাচে একপ্রকার ভাঙা দল নিয়েই খেলতে নামছে মোহনবাগান।

সোমবার অনুশীলনে দৌড়াতে গিয়ে চোট পান আশিক। ফলে এদিন আর অনুশীলন করলেন না। স্ক্যান করলে জানা যাবে তাঁর চোট কতটা গুরুতর। অধিনায়ক শুভাশিস বসু চোট পেয়েছিলেন এফসি গোয়া ম্যাচে। সন্দেশ ঝিংগানের সঙ্গে সংঘর্ষে চোখের পাশে হাড়ে চোট পান তিনি। যা পরিস্থিতি, অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেক্ষেত্রে দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে বাগান অধিনায়ককে। কিন্তু দলের স্বার্থে এখনই অস্ত্রোপচার করতে চাইছেন না শুভাশিস। আপাতত ফেস মাস্ক পরেই খেলবেন তিনি। এদিনও অনুশীলন করলেন ফেস মাস্ক পরে।

সোমবার দিমির মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট এসেছে। আপাতত দশদিনের জন্য মাঠের বাইরে অজি তারকা। ফলে পাঞ্জাব ম্যাচের আগে দল সাজানো নিয়ে সমস্যায় মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। সোমবারও মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন না স্কটিশ মিডিও স্টুয়ার্ট। লুকা মাজসেনদের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে স্বদেশি মাঝমাঠ নিয়েই পাঞ্জাবের মোকাবিলা করবে মোহনবাগান।

এদিকে, আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে আপাতত কোনও খেলোয়াড় নেওয়ার পরিকল্পনা নেই বলেই জানিয়েছেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। সোমবার ক্লাব তাঁবুতে তিনি বলেছেন, 'আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে আপাতত কোনও খেলোয়াড় নেওয়ার ইচ্ছা নেই। কারণ আমাদের দলের রিজার্ভ বেঞ্চ অনেক শক্তিশালী।' পরে ইস্টবেঙ্গলের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল বেশ ভালো খেলছে। অস্কার ব্রুজোঁর অধীনে ওরা আরও উন্নতি করবে। ওদের হয়ে পিভি বিষ্ণু বেশ ভালো খেলছে।' অন্যদিকে, ক্লাব লন থেকে মোহনবাগান অমর একাদশের মূর্তি সরিয়ে গ্যালারির তলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে মূর্তিগুলি আরও একবার রং করা হবে।

মুম্বইয়ের থানের এক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বিনোদ কাম্বলির।

ফের হাসপাতালে ভর্তি কাম্বলি

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে আবার শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয় বিনোদ কাম্বলির। পেটেও ব্যথা হচ্ছিল তাঁর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে থানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান কাম্বলির ছেলেমেয়েরা। মাঝে শোনা গিয়েছিল তিনি মূত্রনালির সমস্যায় ভুগছেন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর জানা যায়, তাঁর ব্রেনে ক্লট রয়েছে। কাম্বলির শরীরে আর কোনও সমস্যা আছে কিনা জানতে বেশ কিছু মেডিকেল টেস্ট করা হবে মঙ্গলবার। এরই মধ্যে হাসপাতালের ইনচার্জ সারা জীবন বিনামূল্যে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের চিকিৎসা করার কথা ঘোষণা করেছেন।

শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার তুলনায় বর্তমানে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসকদের তরফে পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলেই জানানো হয়েছে। এক সমর্থকের পোস্ট করা ভিডিওতে কাম্বলিকে থাম্বস আপ দেখাতেও দেখা গিয়েছে।

মাঠে ঢিল, রানার্স বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রানার্স হল বিবেকানন্দ ক্লাব। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সোমবার শেষ ম্যাচে তারা ২-১ গোলে এগিয়ে থাকার সময় কয়েক মিনিট খেলা বাকি থাকতে মাঠ থেকে ওয়াইএমএ উঠে যায়। এরপর আর তারা ফেরেনি। বিবেকানন্দর দেবাশিস রাই জোড়া গোল করেন। ওয়াইএমএ-র গোলটি আদর্শ লামা তামাংয়ের।

খেলার শেষদিকে সাইড লাইনে থাকা ওয়াইএমএ-র অফিশিয়ালকে রেফারি লাল কার্ড দেখান। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ের খেলা চলাকালীন একটি বল ওয়াইএমএ-কে অ্যাডভান্টেজ না দিয়ে আউট দেওয়ায় মাঠের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দর্শকাসন থেকে বোতল, ঢিল মাঠে উড়ে আসতে থাকে। কয়েকজন দর্শক খেলোয়াড়দের স্টেডিয়ামে প্রবেশের গেট ধরে ঝাঁকাতে থাকেন। এরপরই ওয়াইএমএ মাঠ থেকে উঠে যায়।

রানার্স ট্রফি নিয়ে উল্লাস বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলার ও কর্মকর্তাদের।

খেলা শেষে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে চ্যাম্পিয়ন ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে ফেয়ার প্লে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার সেরা বিবেকানন্দর ওয়াংদেন তামাং। এদিনের ম্যাচের সেরা তাদেরই অ্যান্টনি ছেত্রী। সর্বাধিক গোলস্কোরার দেশবন্ধুর হেমরাজ ভুজেল। একই ক্লাবের অভিজিৎ রায় সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন। সেরা ডিফেন্ডার নেতাজির আকাশ প্রধান। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, শ্যামল তরফদার, পুরঞ্জয় রায় প্রমুখ।

ভারতীয় বোলিং কিছুটা দুর্বল, আশঙ্কায় পূজারা
প্রাপ্য সম্মান পায়নি অশ্বীন : সানি
-খবর এগারোর পাতায়

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

চিত্তরঞ্জন দত্ত
দশম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে
শোকাহত - **ইলা দত্ত** (স্ত্রী)
পুত্রদ্বয় ঃ **চিরঞ্জীব দত্ত ও চিরদীপ দত্ত**
পুত্রবধূ ঃ **সরষী দত্ত ও শম্পা দত্ত**
নাতি ঃ **দেবদীপ দত্ত**
নাতনি ঃ **তানিশি দত্ত, কাশভি দত্ত**
অতুলপ্রসাদ সরণি, শিলিগুড়ি।

জিতে গ্রুপশীর্ষে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জয় পেল বাংলা। তারা ১-০ গোলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেসকে হারিয়ে গ্রুপশীর্ষে থাকল। বাংলার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন বাসুদেব মান্ডি। আগেই নকআউট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সোমবার বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন প্রথম একাদশে পাঁচটি পরিবর্তন করে কার্যত দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিলেন। ফলে প্রথমার্ধে সেভাবে তাদের আক্রমণে বেশি দেখা গেল না। তুলনায় সার্ভিসেসের আধিপত্য ছিল বেশি। ২০ মিনিটে বিকাশ রানার একটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন বাংলার গোলরক্ষক সৌরভ সামন্ত।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল তুলে নেয় সঞ্জয়ের ছেলেরা। ডানদিক মনোতোষ মাঝির পাস থেকে বক্সের মধ্যে দর্শনীয় শটে গোল করেন মিডিও বাসুদেব মান্ডি। গোলের পর আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে বাংলা। ৭১ মিনিটে চোট পাওয়ায় বাসুদেবকে তুলে নিতে বাধ্য হন সঞ্জয়। শেষদিকে গোলশোধ করার জন্য চাপ বাড়িয়ে ছিল সার্ভিসেস। ৭৭ মিনিটে ফের বিকাশ রানার শট বাঁচান সৌরভ। শেষদিকে রবিলাল মান্ডি ও আবু সুফিয়ান শেখকে মাঠে নামান বাংলার কোচ সঞ্জয়। এই ম্যাচ জিতে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপশীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামবে বাংলা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

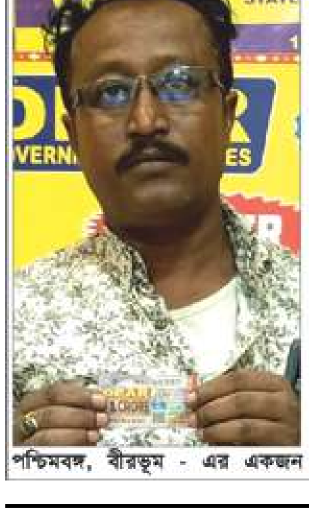

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন

বাসিন্দা মহম্মদ সাহাজামাল - কে 22.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81J 45337 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার আনন্দ সীমাহীন বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিয়ার লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্থানীয় স্পনসরের ভরসায় চলছে পাওয়ার লিফটিং

শিলিগুড়িতে জাতীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : পাওয়ার লিফটিং থেকে মিলেছে অর্জুন পুরস্কার। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গর্বিত হওয়ার মুহূর্তও কম উপহার দেয়নি এই খেলাটি। তারপরও পাওয়ার লিফটিং থেকে খেলোয়াড়দের প্রাপ্তিটা আটকে রয়েছে, খেলার আনন্দ আর শারীরিক ফিটনেসেই। জাতীয় পাওয়ার লিফটিং উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে এসে এভাবেই বাস্তবটা তুলে ধরলেন ইউনাইটেড পাওয়ার লিফটিং ফেডারেশনের সভাপতি ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, 'পাওয়ার লিফটিং অলিম্পিক স্পোর্টস না হওয়ায় কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কোনও সরকার থেকেই অনুদান মেলে না। জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনে আমাদের ভরসা খেলোয়াড়দের এন্ট্রি ফি। স্থানীয় স্পনসরদের সঙ্গে পাওয়ায় প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারছি।'

> খেলার আনন্দ আর শারীরিক ফিটনেস- এই দুটোর জন্যই খেলোয়াড়রা পাওয়ার লিফটিংয়ে আসছে।
>
> **ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়**
> ইউনাইটেড পাওয়ার লিফটিং ফেডারেশনের সভাপতি

তাহলে কীসের আশায় নতুন প্রজন্ম আসবে পাওয়ার লিফটিংয়ে? ঈশানের কথায়, 'খেলার আনন্দ আর শারীরিক ফিটনেস- এই দুটোর জন্যই খেলোয়াড়রা আমাদের এখানে আসছে।' সঙ্গে মাঝে মাঝে সরকারি চাকরিও যে জুটে যায় তা পাশে বসে জানালেন বাংলার পাওয়ার লিফটিং ক্রীড়া সংস্থার সচিব শিলিগুড়ির অশোক চক্রবর্তী। বললেন, 'দার্জিলিং জেলা থেকে একজন পাওয়ার লিফটারকে আইপিএস হতে দেখেছি।'

জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী বাংলার পাওয়ার লিফটাররা।

তারপরও অবশ্য উৎসাহে ঘাটতি নেই লিফটারদের। শিলিগুড়িতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বাংলার খেলোয়াড়রা সর্বাধিক সংখ্যক পদক জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যার জন্য ঈশান কৃতিত্ব দিয়েছেন অশোককেই। তিনি বলেছেন, 'অশোকের (দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সভাপতি) উৎসাহ-উদ্যমেই শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার লিফটিংয়ের প্রসার ঘটছে। খুবই ভালো কোচ ও। গত অক্টোবরে ধূপগুড়ির শ্বেতা ঘোষ রাশিয়ায় ফুল পাওয়ার লিফটিংয়ে সিনিয়ার বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছে ওর কাছে অনুশীলন করেই।'

বাংলার পাওয়ার লিফটিং ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি কল্যাণ সাহা পেশাগত জীবনে আইনজীবী হলেও এই খেলাটির সঙ্গে জড়িত থাকার অন্যরকম সন্তুষ্টি খুঁজে পান। বলেছেন, 'এই তো শিলিগুড়িতেই একটি মেয়ে এসেছিল ওকে দেখলাম লিফটিংয়ের পর কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওর কোচ নেই। এজন্য পারফরমেন্স প্রত্যাশিত জায়গায় না পৌঁছানোয় ও হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। কারও কাছে আবার পাওয়ার লিফটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বেল্ট থাকে না। এই সব সমস্যার সমাধানে যে আনন্দ মেলে সেটাই আমার মতো সংগঠকদের প্রাপ্তি।'

প্রয়াত শুভজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : ঘুমের মধ্যেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন বাংলার ক্রিকেটার শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতার সোনারপুরের শুভজিৎ আজ সকালে নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে প্রয়াত হয়েছেন। ৩৯ বছরের শুভজিৎ বিয়ে করেননি। দীর্ঘসময় ধরে টাউন, ভবানীপুর, বড়িষা, ইস্টবেঙ্গল, বিএনআরের মতো নানা ক্লাবে দাপিয়ে খেলেছেন শুভজিত। বাংলার হয়ে তিনটি রনজি ট্রফি ম্যাচও খেলেছেন বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে ঘোড়া নামে পরিচিত শুভজিত। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কলকাতা ময়দানে। সিএবি-র তরফেও শুভজিতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।